কলকাতা, শিলিগুড়ি ও পোর্ট ব্লেয়ার থেকে একযোগে প্রকাশিত

আর্থিক লিপি

www.facebook.com/arthiklipiepaper, www.lipidigital.in   Kolkata Office : Ph : 033 2227 4528/47/48   Fax : 033 2227 5765, E-mail : lipinews4@gmail.com   ১০ পাতা

Vol - XIX, ISSUE - 247   কলকাতা ● বুধবার ● ১৩ কার্তিক, ১৪৩১ ● ৩০ অক্টোবর, ২০২৪ ● KOLKATA ● WEDNESDAY ● OCTOBER 30, 2024   ₹ 3

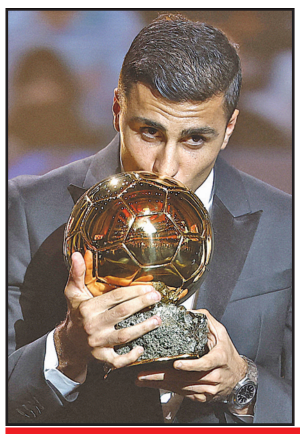

সেরা রড্রি

নাটকীয়ভাবে এবারের ব্যালনডিও-র খেতাব জিতলেন ম্যানসিটির মিড ফিল্ডার রড্রি। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর প্রিমিয়ার লিগ থেকে প্রথম কেউ এই খেতাব জিতলেন। গত মরশুমে ধারাবাহিকভাবে ক্লাবের হয়ে ম্যাচ উইনিং পারফরম্যান্স দিয়েছেন রড্রি।

শান্তনুর ব্যাখ্যা

রাজ্য সফরে এসেও আরজি করের নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেননি অমিত শাহ। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের সাফাই, অমিত শাহের কর্মসূচিগুলিতে সময় অনেক কম ছিল। তাই নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। আগামিদিনে তা হতে পারে।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ 'দানা'য় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। নবান্নে মঙ্গলবার দীর্ঘসময় এই নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। দানার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হয় সেই বৈঠকে। কৃষকদের কথা মাথায় রেখে আধিকারিকদের একগুচ্ছ নির্দেশও দেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বাংলার একাধিক জেলা। দানার ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখতে কৃষি মন্ত্রী ও পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে জেলায় জেলায় যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে বলেছেন, "কৃষকদের কোনও ভাবে বঞ্চনা করা যাবে না। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি গুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। কৃষকদের শস্য বীমা যোজনা পাওয়া থেকে যেন বঞ্চিত না হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে।' কৃষি দফতরকে মুখ্যমন্ত্রীর আরও নির্দেশ, 'গরিব কৃষকদের, ক্ষতি গ্রস্থ কৃষকদের পাশে থাকতে হবে। যাদের ক্ষতি হয়েছে সবাইকে সাহায্য দিতে হবে। কোনও পার্সেন্টেজ না হলে দেব না, এই সব যেন না হয়। আমাদের মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে'। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ৬১ লক্ষ ৫৫ হাজার কৃষক শস্য বীমার জন্য আবেদন করেছে। দানার প্রভাবে এখনও পর্যন্ত ৯ লক্ষ ৩ হাজার ৮৪৩ জন কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আবাস যোজনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বাংলা আবাস যোজনা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম মানছি না। মানবিক ভাবে ভাবতে হবে। রাজ্য সরকারের অভিমুখ হবে মানবিক। একটা স্কুটার থাকলে পাবে না এই সব যেন না হয়। বাংলার সরকার মানবিক। এই বার্তা দিতে হবে মানুষদের।" এদিনের বৈঠকে আবাস যোজনার বিষয়টিও উঠে আসে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, "কেন্দ্রের শর্ত অনুযায়ী নয়, আবাসের বাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অভিমুখ হবে মানবিক। বাংলা আবাস প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় শর্ত লাগু করা হবে না।" আবাস যোজনা নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বিবাদ দীর্ঘদিনের। প্রকল্পে বাস্তবায়নে অনিয়মের অভিযোগ তুলে কেন্দ্র আবাস যোজনার জন্য রাজ্যের বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাপ্য টাকা আটকে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। শাসকদলের তরফে এ নিয়ে বারবার দিল্লিতে দরবার করা হলেও কাজের কাজ হয়নি। আবাসের টাকা মেলেনি। শেষমেশ রাজ্য সরকারের তরফেই আবাসের টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এসবের মধ্যে মঙ্গলবারই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, "আবাস যোজনার তালিকা ভুলে ভরা। ১৭টা টিম পাঠিয়েছিল ভারত সরকার। তাতে দেখা গিয়েছে, অযোগ্যরা আবাসের টাকা পেয়েছে, যোগ্যরা পায়নি।" রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আবাস নিয়ে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। যদিও তৃণমূল অবশ্য আবাস নিয়ে শুভেন্দুর সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। রাজ্যের শাসকদলের বক্তব্য, দু-একটি বিভ্রান্তি থাকলে কেটে যাবে। কিন্তু বিরোধী দলের লোকেরা এই প্রকল্প যাতে বন্ধ রাখা যায়, তাই অপপ্রচার চলছে। কেন্দ্র টাকা দেবে বলেছিল দেয়নি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিচ্ছেন।

দীপাবলির আগে মাটির প্রদীপ কেনার হিড়িক। ছবি ঃ অশোক ভৌমিক।

শাহের বিরুদ্ধে কমিশনে তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আগামী ১৩ নভেম্বর রাজ্যের ৬ বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন। সেই প্রেক্ষাপটেই রবিবার রাজ্য সফরে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। সেই সফরেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করেছেন বলে অভিযোগ তৃণমূলের। অমিত শাহের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের এই অভিযোগ তুলেই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারীরককে চিঠি লিখলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। রবিবার পেট্রাপোল সীমান্তে গিয়ে ভারত-বাংলাদেশের যাত্রীদের জন্য অত্যাধুনিক টার্মিনাল 'মৈত্রী দ্বার' উদ্বোধন করেছিলেন অমিত শাহ। সেখানে একপ্রস্ত নির্বাচনী প্রচারও সেরেছেন। সরকারি সুযোগ-সুবিধাও নিয়েছেন। আর এনিয়েই তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুলে কমিশনে চিঠি দিল তৃণমূল। দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি কমিশনকে লেখা চিঠিতে অমিত শাহকে শোকজ নোটিস পাঠানোর আবেদন জানিয়েছেন। তৃণমূলের অভিযোগ, রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোলে সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে নির্বাচনী বিধিভঙ্গ করেছেন শাহ। রবিবার ভারত-বাংলাদেশ পেট্রাপোল সীমান্তে ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট, প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল এবং মৈত্রী দ্বারের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তৃণমূলের বক্তব্য, গত ১৫ অক্টোবর ছয় কেন্দ্রে উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার দিন থেকেই নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর হয়ে গিয়েছে। যে জেলার দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচন, সেই জেলায় দাঁড়িয়ে শাহ কী ভাবে সরকারি কর্মসূচি করলেন এবং বিভিন্ন সরকারি পরিকাঠামোর উদ্বোধন করলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে রাজ্যের শাসকদল। এই বিষয়ে কমিশনের নিয়ম স্মরণ করিয়ে দিয়ে তৃণমূল জানিয়েছে, মন্ত্রীরা এই সময় সরকারি সফর করতে পারেন না, নির্বাচনী কাজে প্রশাসনকে ব্যবহার করতে পারেন না। এমনকি সরকারি গাড়ি কিংবা বিমানও ব্যবহার করতে পারেন না। এই সংক্রান্ত নিয়মগুলি ভঙ্গ করার পাশাপাশি সরকারি কর্মসূচি থেকে শাহ রাজনৈতিক মন্তব্য করেছেন বলেও দাবি করেছে তৃণমূল। নির্বাচনী বিধিভঙ্গের দায়ে কমিশনের কাছে শাহকে শো-কজ করার আর্জি জানিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। এর পাশাপাশি কোনও বিজেপি নেতা যাতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটান, সেই বিষয়েও কমিশনকে সজাগ থাকার আর্জি জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত রবিবার পেট্রাপোলের সরকারি মঞ্চ থেকে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ শানিয়ে শাহ বলেছিলেন, "গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশ জুড়ে অনেক কাজ করেছেন। বাংলার মানুষের কিছু খেদ আছে। কিন্তু চিন্তা নেই, ২০২৬ সালের নির্বাচনের পর সেই খেদ মিটিয়ে দেবে বিজেপি সরকার। পশ্চিমবঙ্গের স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ মোদীর নেতৃত্বে খুব ভাল কাজ করছে। গোটা এলাকার উন্নয়ন হচ্ছে। আমাকে শান্তনু ঠাকুর জানালেন, বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে পাঁচ-ছ'হাজার মানুষ প্রতি দিন কল্যাণী এমসে চিকিৎসার জন্য আসেন। ২০২৬ সালে আপনারা পরিবর্তন এনে দিন রাজ্যে। বেআইনি অনুপ্রবেশ বন্ধ করে দেব। উন্নয়নই মোদী সরকারের একমাত্র লক্ষ্য।" অমিত শাহের সেই কর্মসূচি নিয়েই আপত্তি তুলেছে তৃণমূল।

আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে মমতার সরকারকে নিশানা নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি ঃ 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প কার্যকর না করায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই অভিযোগে খোঁচা দিলেন দিল্লির আপ সরকারকেও। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় বয়স্ক নাগরিকদের স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই মঞ্চ থেকেই মোদী বলেন, "আমি গোটা দেশের মানুষকে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু বাংলা এবং দিল্লির মানুষকে আমি সহায়তা করতে পারি না। কিছু মানুষ রাজনীতির স্বার্থে ওই দুই রাজ্যের অসুস্থ মানুষকে সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করছে।" তাঁর অভিযোগ, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আম আদমি পার্টি পরিচালিত দিল্লি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অতিশীর অসহযোগিতার কারণে কেন্দ্রের 'আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প' সেখানে কার্যকর হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি দিল্লির এবং পশ্চিমবঙ্গের ৭০ বছরের বেশি বয়সি সমস্ত প্রবীণের কাছে ক্ষমা চাইছি যে আমি আপনাদের সেবা করতে সক্ষম হব না।" এর পরে তাঁর আরও মন্তব্য, "আমি তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, যে তাঁরা কেমন আছেন, সে বিষয়ে কোনও তথ্যই আমি পাব না। তাই কোনও সাহায্যও করতে পারব না। এর কারণ হল পশ্চিমবঙ্গের সরকার এবং দিল্লির সরকার এই আয়ুষ্মান যোজনায় যোগ দিচ্ছে না।" প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "একটা সময় চিকিৎসা করাতে গিয়ে মানুষকে ঘরবাড়ি-ঘটি বাটি সব বেচে দিতে হত। টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে না পারার অসহায়তা মানুষকে বিব্রত করত। আমি আমার গরিব ভাইবোনেদের সেই অসহায়তা দেখতে পারতাম না। সেকারণেই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের জন্ম।" প্রধানমন্ত্রী জানান, এ পর্যন্ত দেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষ এই প্রকলের সুবিধা পেয়েছেন। বঞ্চিত শুধু দিল্লি এবং বাংলার বাসিন্দারা।

মোদী সরকারের 'আয়ুষ্মান ভারত' স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের অধীনে ৫৫ কোটি মানুষকে নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লি এখনও এই প্রকল্পে যোগ দেননি। তাই এখনও পর্যন্ত ৩৫ কোটি ৩৬ লক্ষ মানুষকে 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে, সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের আধিকারিকদের যুক্তি, বিহারও অনেক পরে আয়ুষ্মান প্রকল্পে যোগ দিয়েছে। নবীন পট্টনায়কের আমলে ওড়িশাও এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পে যোগ দেয়নি। এখন ওড়িশায় বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে নতুন সরকার আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে যোগ দেওয়া নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে। ২০১৮ সালে মোদী সরকারের 'আয়ুষ্মান ভারত' চালু হয়। পরিবার পিছু বছরে ৫ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা মেলে এই প্রকল্পে। নীতি আয়োগের সদস্য ভিকে পলের অধীনে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি এখন এই বিমার মূল্য বাড়ানো সম্ভব কি না তা খতিয়ে দেখছে। ১২.৩৭ কোটি পরিবার আয়ুষ্মান ভারতে যোগ দিয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের একটি সূত্র জানাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লির ১০ থেকে ১১ কোটি মানুষ এই আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পেতেন। কিন্তু রাজ্য সরকার আয়ুষ্মান ভারতে যোগ না দেওয়ায় লক্ষ্য পূরণে খামতি থেকে গিয়েছে। এ ক্ষেত্রে একতরফা ভাবে কেন্দ্রের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। কারণ রাজ্যকে এই প্রকল্পের ৪০ শতাংশ খরচ বহন করতে হয়। ঘটনাচক্রে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'স্বাস্থ্য সাথী'র মতোই দিল্লি আপ সরকারেরও নিজস্ব স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প রয়েছে। তাই তারা ৪০ শতাংশ খরচ বহন করে মোদী সরকারের একতরফা প্রচারে উৎসাহী নয়। তৃণমূলের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি হাসপাতাল 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর তালিকাভুক্ত। সেখানে অন্য রাজ্যের মানুষ গিয়ে এই বিমা প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে চিকিৎসা করাতে পারেন।

'আয়ুষ্মান ভারত' নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে চাপান-উতোর দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। শুভেন্দু অধিকারী-সুকান্ত মজুমদাররাও এই নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা করে থাকেন। এবার খোদ প্রধানমন্ত্রী-ই 'আয়ুষ্মান ভারত' নিয়ে তৃণমূলকে নিশনা করলেন।

চিকিৎসকদের আরও একটি নতুন সংগঠন

সপ্তর্ষি সিংহ

আরজি করে চিকিৎসক তরুণী মৃত্যুর ঘটনার পর জুনিয়র চিকিৎসকদের অনশন, আন্দোলন বৃহত্তর রূপ নেয়। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের ১০ দফা দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নবান্নে আলোচনায় বসেন আন্দোলনরত চিকিৎসকরা। সেখানে কিঞ্জল নন্দ ও অনিকেত মাহাতোরা মুখ্যমন্ত্রীকে থ্রেট কালচারে অভিযুক্ত ৫১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। যদিও মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উড়িয়ে দেন। এরপর ওই অভিযুক্ত ৫১ জুনিয়র চিকিৎসক পাল্টা জুনিয়র ডক্টর ফোরামের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে থাকেন। তাঁরা সাংবাদিক বৈঠকে অনিকেত, দেবাশিস, কিঞ্জলদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন। এই পরিস্থিতিতে দু পক্ষ একে ওপরের বিরুদ্ধে যখন আঙুল তোলা শুরু করেছে সেই আবহে কিছু চিকিৎসক নিজেদের তৃণমূল পন্থী সংগঠন বলে দাবি করলেন। একই সঙ্গে মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে প্রোগ্রেসিভ জুনিয়র ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা এখনও পর্যন্ত একটি পর্যন্ত সংগঠনকে মান্যতা দিয়েছে তা হল আমাদের এই সংগঠন। এই সংগঠন তৈরির সময় তিনি নিজে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। ফলে মমতা বন্দোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দোপাধ্যায় একমাত্র আমাদের অভিভাবক। আমরা চাই অভয়ার সঠিক বিচার। মুখ্যমন্ত্রী যেমন দ্রুত তদন্তের দাবি জানিয়েছেন আমরাও এই ইস্যুতে আন্দোলনকে সমর্থন করেছি। কিন্তু বর্তমানে কিছু রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনকে কুক্ষিগত করছে যার আমরা বিরোধী। সাংবাদিক বৈঠকে এই বিষয়ে সিবিআই এর ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। আজ জুনিয়র চিকিৎসকরা সিজিও ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছেন। সেই বিষয়ে তাঁরা উল্লেখ করেন যদি তাঁরা চান যৌথ আন্দোলন হবে আমরা সহমত।

বাজি প্রদর্শনী থেকে আগুন, কেরলে আহত ১৫০-এরও বেশি

নয়াদিল্লি ঃ দীপাবলির আগে কেরালায় বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। বাজি প্রদর্শনী চলাকালীন ছড়াল আগুন। আর সেই ঘটনায় আহতের সংখ্যা দেড়শোরও বেশি। সোমবার রাতে নীলেশ্বরমে একটি মন্দিরের সামনে বাজির প্রদর্শনী হচ্ছিল। সেখান থেকে আগুন ছিটকে কাছেই মজুত থাকা বাজিতে পড়ে ও বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের ঘটনায় আহত হন ১৫০ জন। যার মধ্যে আট জন গুরুতর জখম। তাঁরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কান্নুরের কাসারগড় এবং ম্যাঙ্গালুরুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আরও বেশ কয়েকজনকে। সোমবার রাতে নীলশ্বরমের কাছে একটি মন্দিরে অনুষ্ঠান চলছিল। প্রচুর মানুষের ভিড় ছিল সেখানে। বেশি রাতের দিকে মন্দির সংলগ্ন একটি বাজির গুদামে আচমকা আগুন লাগে। নিমেষের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের এলাকায়। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল। আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয়। জেলাশাসক, পুলিশ সুপারও রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মেঙ্গালুরু, কান্নুর এবং কসরগড়ের একাধিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁদের। স্থানীয়

সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, মন্দির সংলগ্ন এলাকায় আতসবাজির প্রদর্শনী চলছিল। সেই সময়েই একটি বাজি দুর্ঘটনাবশত সংলগ্ন বাজির গুদামের দিকে চলে যায়। তা থেকেই আগুন ধরে যায় বাজির গুদামে। গুদামে আরও প্রচুর পরিমাণে বাজি মজুত রাখা ছিল। ফলে বিস্ফোরণ ঘটে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যদিও আগুন লাগার কারণ সরকারি ভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন দমকলের আধিকারিকেরা। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, দুর্ঘটনায় ১৫০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন এবং আট জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। যদিও প্রত্যেকে অগ্নিদগ্ধ কি না, সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। এক জাতীয় সংবাদ সংস্থার সমাজমাধ্যম হ্যান্ডলে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে। ওই ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে প্রচুর মানুষের ভিড়। আচমকাই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয় বাজির গুদামে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় আশপাশের অনেকটা এলাকা জুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। নিমেষে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। এর পরই ভিড়ের মধ্যে হইচই শুরু হয়ে যায়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন মানুষ জন। প্রদর্শনীর সময় আগুনের ফুলকি মজুত থাকা করা বাজির স্তূপে পড়েই বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চতুর্দিক। এর জেরেই ভিরাকাভু মন্দিরের সামনে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হন ঘটনাস্থলে উপস্থিত অনেকেই। তবে আগুন কিভাবে লাগলো, সরকারি ভাবে তা নিয়ে পুলিশের তরফে কিছুই জানানো হয়নি।

জেলবন্দি পার্থ অসুস্থ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আপাতত জেলবন্দি রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। জেলে থাকাকালীনই ফের অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। শারীরিক সমস্যা দেখা দিয়েছে তাঁর। মঙ্গলবার জেলে গিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক পরীক্ষা করেন চিকিৎসকরা। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার সূত্রে খবর, গত ২-৩ দিন ধরে তাঁর শারীরিক সমস্যা বেড়েছে। বিশেষ করে কাঁধে ব্যথা, পা ফুলেছে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর। এরপরই প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের তরফে বিষয়টি এসএসকেএম কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। ৩-৪ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের একটি দল প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে পরীক্ষা করেন। প্রয়োজনীয় বেশ কিছু পরীক্ষার সুপারিশ করেন চিকিৎসকরা। কিছু ওষুধও দেওয়া হয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। পরীক্ষার রিপোর্ট এলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। প্রয়োজন মনে হলে গঠন করা হতে পারে মেডিক্যাল বোর্ডও। ২০২২ সালে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তার পর প্রায় দুবছর পেরিয়েছে। এখন তাঁর ঠিকানা প্রেসিডেন্সি জেল। দীর্ঘদিন ধরে জেলবন্দি একসময়ের দাপুটে নেতা। বন্দিদশায় তাঁর নানারকম শারীরিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। আদালতে সেকথা জানিয়ে একাধিকবার জামিনের আর্জি করেছিলেন পার্থর আইনজীবী। কিন্তু তা খারিজ হয়ে যায়। তবে তাঁর শারীরিক সমস্যা খতিয়ে দেখার জন্য একাধিক নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সেই মতোই চলে চিকিৎসা। জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে বেড়েছে তাঁর শারীরিক সমস্যা। ফের ফুলছে পা। ব্যথাও বেড়েছে। এছাড়া চর্মরোগও দেখা দিয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রীর। ইতিমধ্যেই চিকিৎসকরা জেলে গিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করেছেন বলে খবর। গ্রেফতারের পর একাধিকবার আদালতে আইনজীবীর মাধ্যমে জামিনের আর্জি জানিয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। প্রতিবারই বয়স এবং শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়ে জামিনের আবেদন জানানো হয়। এমনকী একবার আদালতে তাঁর আইনজীবী এমনও বলেছিলেন, বিচার হওয়ার জন্য তো বেঁচে থাকার দরকার। প্রয়োজনে বাড়িতে রেখে তদন্ত চলুক, এমন আর্জিও জানানো হয়। যদিও আদালত সে আবেদন খারিজ করে দিয়েছে প্রতিবার। ফলে আপাতত তাঁকে থাকতে হচ্ছে জেলেই। কালীপুজোর আগে ফের অসুস্থ হয়ে পড়লেন প্রাক্তন মন্ত্রী।

অনুপ্রবেশ ঠেকাতে আরও কঠোর হতে হবে বিএসএফকে

মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলে গিয়েছেন, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এ রাজ্যের ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ হবে। পড়শি রাজ্য অসমের মুখ্যমন্ত্রী, বিজেপির হিমন্তবিশ্ব শর্মাও অনুপ্রবেশ-সমস্যার জন্য এ রাজ্যের দিকে আঙুল তুলে থাকেন। অথচ এ রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের পাল্টা দাবি, সীমান্ত তো বিএসএফের এক্তিয়ারে। তা হলে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী কী করছে? এই প্রশ্ন করা হলে তার জবাব দিলেন না বাহিনীর মালদহ রেঞ্জের ডিআইজি তরুণকুমার গৌতম। সোমবার মালদহে 'ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস উইক' পালনের অনুষ্ঠানে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, সীমান্তের ভিতরে রাজ্যের অংশে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত এক্তিয়ার পেলেও, অনুপ্রবেশ রোখায় কোথায় সমস্যা হচ্ছে? ডিআইজি বলেন, 'এ ব্যাপারে কথা বলতে আসিনি। অন্য অনুষ্ঠান রয়েছে।' তবে শীতের মরসুমে পাচার রুখতে সীমান্তে গ্রামসভা, 'হেল্পলাইন নম্বর' চালু করার মতো একাধিক কর্মসূচির কথা জানান তিনি। বলেন, 'শুধু শীতের মরসুম নয়, সীমান্তে বিএসএফ সব সময়েই সতর্ক থাকে। জওয়ানেরা জানেন, শীতের মরসুমে কী ভাবে কাজ করতে হবে।' তবে এই প্রসঙ্গে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। এখনও উত্তরের একাধিক জেলায় শতাধিক কিলোমিটার উন্মুক্ত-সীমান্ত রয়েছে। অভিযোগ, গরু, নেশার সিরাপ, মাদক, মোবাইল ফোন পাচারের অন্যতম 'করিডর' কাঁটাতারের বেড়া না থাকা সীমান্তের সেই অংশ। সেখান দিয়ে পাচারের পাশাপাশি অনুপ্রবেশও চলে বলে অভিযোগ। সম্প্রতি বাংলাদেশে অস্থিরতার সময়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টার ছবি দেখা গিয়েছে উত্তরের একাধিক জেলায়। যদিও বিএসএফের দাবি ছিল, সেই সময় অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে দেওয়া হয়েছিল। অনুপ্রবেশ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যের পরেই বিএসএফের এ দিনের কর্মসূচি নিয়ে তৎপরতা ঘিরে শুরু হয়েছে চর্চা। যদিও বিএসএফের এক কর্তা বলেন, 'প্রতি বছর অক্টোবর মাসের শেষে এবং নভেম্বরের শুরুতে ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস উইক পালন করা হয়। এ বারও তা শুরু হয়েছে।' এ দিন থেকে আগামী ৩ নভেম্বর পর্যন্ত সীমান্তে এই কর্মসূচি পালন করা হবে। তৃণমূলের মালদহ জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর কটাক্ষ, 'সীমান্তে নজরদারি চালায় কেন্দ্রের অধীনে থাকা বিএসএফ। তা হলে এখনও কেন অনুপ্রবেশ বা পাচার ঠেকানো যায়নি?' এই বিষয়ে বিজেপির উত্তর মালদহের সাংসদ খগেন মুর্মুর পাল্টা জবাব, 'বিএসএফ সীমান্তে সক্রিয় রয়েছে। তবে রাজ্যের শাসক দলের নেতাদের মদতে সীমান্তে অপরাধের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিছু কারবারি। বিএসএফ ব্যবস্থা নিচ্ছে।'

দেবী মাকালী কথা

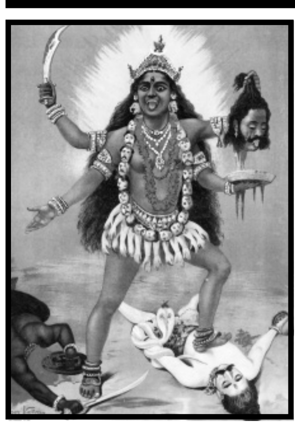

কিন্সলে লিখেছেন যে দেবী কালী 'দেবী দুর্গার মূর্ত ক্রোধ' প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যান্য মূল কাহিনী পার্বতী ও শিবের সাথে জড়িত। পার্বতীকে সাধারণত সৌম্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ দেবী হিসাবে চিত্রিত করা হয়। লিঙ্গ পুরাণ বর্ণনা করে যে, শিব পার্বতীকে দারুকাসুরকে পরাজিত করতে বলেছিলেন, যিনি বর পেয়েছিলেন যা শুধুমাত্র কোন মহিলাই তাকে হত্যা করতে পারে। পার্বতী শিবের দেহের সাথে মিলিত হন, দারুকা এবং তার বাহিনীকে পরাজিত করতে কালী রূপে পুনরাবির্ভূত হন। তার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, শিব হস্তক্ষেপ করলেই শান্ত হয়। বামন পুরাণে পার্বতীর সাথে কালীর সম্পর্কের ভিন্ন সংস্করণ রয়েছে। যখন শিব পার্বতীকে কালী, 'গাঢ় নীল' বলে সম্বোধন করেন, তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। পার্বতী তার কালো বর্ণ হারানোর জন্য তপস্যা করেন এবং গৌরী হন, সোনালী। তার গাঢ় আবরণ হয়ে ওঠে কৌশিকী, যিনি ক্রুদ্ধ হয়ে কালীকে সৃষ্টি করেন। কালী, পার্বতী ও শিবের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কে, কিন্সলে লিখেছেন যে : শিবের সম্পর্কে, তিনি (কালী) পার্বতীর বিপরীত ভূমিকা পালন করতে দেখা যাচ্ছে। পার্বতী শিবকে শান্ত করেন, তার অসামাজিক বা ধ্বংসাত্মক প্রবণতাকে প্রতিহত করে; তিনি তাকে ঘরোয়াতার মধ্যে নিয়ে আসেন এবং তার মৃদু দৃষ্টিতে তাকে তার তান্ডব নৃত্যের ধ্বংসাত্মক দিকগুলিকে সংযত করার জন্য অনুরোধ করেন।

দিনপঞ্জিকা

১৩ কার্ত্তিক, ভাঃ ৮ কার্ত্তিক, **৩০ অক্টোবর,** ১৩ কাতি, সংবৎ ১৩ কার্ত্তিক বদি, ২৬ রবিঃ সানি।। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৪।৫৮ মিঃ। **বুধবার, ত্রয়োদশী** দিবা ঘ ১।১ মিঃ।। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।২৪ মিঃ। বৈধৃতিযোগ দিবা ঘ ১০।৪১ মিঃ ।। বণিজকরণ, দিবা ঘ ১।১ গতে বিষ্টিকরণ, রাত্রি ঘ ২।৫ গতে শকুনিকরণ।। **জন্মে—** কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ঘ ১০।২৪ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা ।। **মৃতে —** দোষ নাই ।। **যোগিনী —** দক্ষিণে, দিবা ঘ ১।১ গতে পশ্চিমে ।। **কালবেলাদি** ঘ ৮।৩৩ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ১২।৪৫ মধ্যে ।। **কালরাত্রি** ঘ ২।৩৩ গতে ৪।৯ মধ্যে।। **যাত্রা —** যাত্রা নাই ।। **শুভকর্ম্ম —** নাই ।। **বিবিধ —** ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট এবং চতুর্দ্দশীর সপিণ্ডন।। দিবা ঘ ১।১ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। দিবা ঘ ১।১ গতে **ভূতচতুর্দ্দশীকৃত্য। প্রদোষে** সন্ধ্যা ঘ ৪।৫৮ গতে রাত্রি ঘ ৬।৩৮ মধ্যে **দেবগৃহাদিতে চতুর্দ্দশ দীপদান।।** আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠা **দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীর তিরোধান দিবস,** (৩০শে অক্টোবর, ১৮৮৩ খ্রীঃ)। **শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের জন্মদিবস** (৩০শে অক্টোবর, ১৮৮৭ খ্রীঃ) ।। **অমৃতযোগ —** দিবা ঘ ৬।৩৮ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ৮।৫ মধ্যে ও ১০।১৬ গতে ১২।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৫।৪১ গতে ৬।৩৩ মধ্যে ও ৮।১৮ গতে ৩।১৭ মধ্যে ।। **মাহেন্দ্রযোগ —** দিবা ঘ ৬।৩৮ গতে ৭।২১ মধ্যে ও ১।১০ গতে ৩।২১ মধ্যে।।

কৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণ হলেন বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার

দেবব্রত ভট্টাচার্য

শেষ পর্ব

তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, এবং কেরালা রাজ্যে অনেক বড় কৃষ্ণ মন্দির রয়েছে। জন্মাষ্টমী দক্ষিণ ভারতে ব্যাপকভাবে উদযাপিত উৎসবগুলির মধ্যে একটি।

এশিয়ার বাইরে

১৯৬৫ সাল নাগাদ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ (তার গুরু ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে) পশ্চিমবঙ্গে তার জন্মভূমি থেকে নিউ ইয়র্ক সিটিতে ভ্রমণ করার পর কৃষ্ণ-ভক্তি আন্দোলন ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। এক বছর পরে ১৯৬৬ সালে, অনেক অনুসারী অর্জনের পরে, তিনি কৃষ্ণ চেতনা জন্য আন্তর্জাতিক সোসাইটি (ইসকন) গঠন করতে সক্ষম হন, যা হরে কৃষ্ণ আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজিতে কৃষ্ণ সম্পর্কে লেখা এবং সাধক চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ছড়িয়ে দিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের মানুষের সাথে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন শেয়ার করা। হরে কৃষ্ণ মহা-মন্ত্রেরজপ হরি-নাম সংকীর্তন নামে সেখানে ব্যাপক পরিচিত লাভ করে। মহামন্ত্রটি বিটলস খ্যাত জর্জ হ্যারিসন এবং জন লেননের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং হ্যারিসন লন্ডনের রাধা কৃষ্ণ মন্দিরের ভক্তদের দ্বারা মন্ত্রটির একটি ১৯৬৯ সালে রেকর্ডিং তৈরি করেছিলেন। 'হরে কৃষ্ণ মন্ত্র' শিরোনাম, গানটি যুক্তরাজ্য মিউজিক চার্টে শীর্ষ বিশ-এ পৌঁছেছিল এবং পশ্চিম জার্মানি এবং চেকোস্লোভাকিয়াতেও সফল হয়েছিল। উপনিষদের মন্ত্র এইভাবে ভক্তিবেদান্ত এবং ইসকনের ধারণাগুলিকে পশ্চিমে কৃষ্ণ সম্পর্কে জানতে সাহায্য করেছিল। ইসকন দক্ষিণ আফ্রিকায়সহ পশ্চিমে অনেক কৃষ্ণ মন্দির তৈরি করেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস এবং শিল্পে অনেক জায়গায় কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। পাহাড়ি আগ্নেয়গিরির জাভা, ইন্দোনেশিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলিতে তার শৈশব বা রাজা এবং অর্জুনের সঙ্গী হিসেবে পরিচিতি পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় ৯ম শতাব্দীর কৃষ্ণের সবচেয়ে বিস্তৃত মন্দির শিল্পগুলি যোগকার্তার কাছে প্রম্বানান হিন্দু মন্দির কমপ্লেক্সে 'কৃষ্ণায়ণ পরিত্রাণ' একটি সিরিজে পাওয়া যায়। ১৪ শতকের মধ্যে কৃষ্ণ জাভানিজ সাংস্কৃতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ফ্যাব্রিকের অংশ ছিলেন, যেমনটি ইসলাম, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিস্থাপনের আগে পূর্ব জাভাতে হিন্দু দেবতা রামের সাথে ১৪ শতকের পেনাটারান রিলিফ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল। ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়ার মধ্যযুগীয় শিল্পকলায় কৃষ্ণের অস্তিত্ব রয়েছে। প্রাচীনতম টিকে থাকা ভাস্কর্যগুলি ৬ষ্ঠ এবং ৭ম শতাব্দীর এবং এর মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের মূর্তিও রয়েছে। মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্ট -এর দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় শিল্পকলার কিউরেটর ও পরিচালক জন গাই-এর মতে, দানাং -এ ৬ষ্ঠ/৭ম শতাব্দীর ভিয়েতনামের কৃষ্ণ গোবর্ধন শিল্প, এবং ৭ম শতাব্দীর কম্বোডিয়া আঙ্কোর বোরেয়ের নম দা গুহায়, এই যুগের সবচেয়ে বেশি অনুশীলন লক্ষ্যণীয়। থাইল্যান্ডে সূর্য ও বিষ্ণুর সাথে কৃষ্ণের মূর্তিও পাওয়া গেছে। উত্তর থাইল্যান্ডের ফেচাবুন অঞ্চলের সি থেপ এবং ক্লাংনাই সাইটে প্রচুর সংখ্যক ভাস্কর্য এবং আইকন পাওয়া গেছে। ফানান এবং ঝেনলা উভয় যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান থেকে এগুলো প্রায় ৭ম ও ৮ম শতাব্দীর।

পরিবেশন শিল্পকলা

ভাগবত পুরাণ-এর কৃষ্ণ কিংবদন্তিগুলি বহু অভিনয় শিল্পের ভাণ্ডারকে অনুপ্রাণিত করেছে, যেমন কত্থক, কুচিপুড়ি ওড়িশি এবং কৃষ্ণাত্তম। ভারতীয় নৃত্য ও সঙ্গীত নাট্যশালার উৎপত্তি এবং এর কৌশলসমূহ প্রাচীন সামবেদ এবং নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থে পাওয়া যায়। হরিবংশ এবং ভাগবত পুরাণ এর মতো কৃষ্ণ-সম্পর্কিত সাহিত্য ইত্যাদি হিন্দু গ্রন্থের পৌরাণিক কাহিনী এবং কিংবদন্তি মূলক গল্পসমূহ অসংখ্য নৃত্য পরিচালনাকে অনুপ্রাণিত করে। ভারতীয় নাট্যশালা, সঙ্গীত এবং নৃত্যের ইতিহাসে কৃষ্ণের গল্পগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, বিশেষ করে রাসলীলার ঐতিহ্যের মাধ্যমে। এগুলি হল কৃষ্ণের শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের নাটকীয় অভিনয়। এক সাধারণ দৃশ্যে কৃষ্ণের রাস লীলায় বংশী বাদন কেবল নির্দিষ্ট গোপীরা শুনতে পান যা ধর্মতাত্ত্বিকভাবে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট উদ্বুদ্ধ প্রাণীদের দ্বারা শোনা ঐশ্বরিক আহ্বানকে উপস্থাপন করে বলে মনে করা হয়। গ্রন্থের কিছু কিংবদন্তি যেমন গীতগোবিন্দের 'প্রেমমূলক কাব্য' মাধ্যমিক নাট্যসাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করেছে। কৃষ্ণ-সম্পর্কিত সাহিত্য যেমন ভাগবত পুরাণ অভিনয়ের একটি আধ্যাত্মিক তাৎপর্য প্রদান করে এবং একে একটি ধর্মীয় আচার হিসাবে বিবেচনা করে যা দৈনন্দিন জীবনকে অধ্যাত্ম অর্থের সাথে যুক্ত করে। এইভাবে এটি উত্তম, সৎ, সুখী জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে। একইভাবে, কৃষ্ণ-অনুপ্রাণিত অভিনয়গুলি বিশ্বস্ত অভিনেতা এবং শ্রোতাদের হৃদয় পরিষ্কার করার লক্ষ্য রাখে। কৃষ্ণলীলার যে কোনো অংশের 'গান গাওয়া', 'নৃত্য' এবং 'পরিবেশন' হল গ্রন্থের ধর্মকে মনে রাখার একটি কাজ যা পরা ভক্তি (সর্বোচ্চ ভক্তি) সৃষ্টি করতে পারে। পাঠ্যটি দাবি করে যে যেকোন সময় এবং যে কোন শিল্পে কৃষ্ণকে স্মরণ করা উত্তম ও মঙ্গলজনক। শাস্ত্রীয় নৃত্য শৈলী যেমন কত্থক, ওড়িসি, মণিপুরি, কুচিপুড়ি এবং ভারতনাট্যম্ বিশেষ করে কৃষ্ণ-সম্পর্কিত অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত। কৃষ্ণাত্তম এর উৎপত্তি কৃষ্ণ কিংবদন্তি থেকে এবং এটি কথাকলি নামক আরেকটি প্রধান শাস্ত্রীয় ভারতীয় নৃত্যের সাথে যুক্ত। ব্রায়ান্ট ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণকথার প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্তসারে বলেছেন, 'এটি সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে রামায়ণের সম্ভাব্য ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য যেকোনো পাঠ্যের চেয়ে সাহিত্য, কবিতা, নাটক, নৃত্য, নাট্যশালা এবং শিল্পকে অধিক অনুপ্রাণিত করেছে।' পল্লীওদম এক ধরনের বড় নৌকা যা কেরালার আরানমুল পার্থসারথি মন্দির দ্বারা উত্রাত্তথি জলমেলা এবং ভাল্লা সাধ্যের বার্ষিক জল শোভাযাত্রার জন্য নির্মিত তথা ব্যবহার করা হয়েছিল। কিংবদন্তি রয়েছে, এটি কৃষ্ণ কর্তৃক নকশা করা হয়েছিল যা দেখতে শেষনাগের (যে সর্পের উপর বিষ্ণু বিশ্রাম করেন) মতো।

হিন্দুধর্মের বাইরে

জৈন ধর্মের ঐতিহ্যে ৬৩জন শলাকাপুরুষ বা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের তালিকা রয়েছে। এই তালিকাতে চব্বিশজন তীর্থঙ্কর (আধ্যাত্মিক শিক্ষক) এবং নবত্রয়ীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ত্রয়ী হলেন বাসুদেব কৃষ্ণ, বলদেব বা বলরাম এবং প্রতি-বাসুদেব জরাসন্ধ। জৈন চক্রের প্রতিটি যুগে একজন বাসুদেবের জন্ম হয় যার বড় ভাই বলদেব নামে পরিচিত। ত্রয়ীদের মধ্যে বলদেব অহিংসা নীতিকে সমর্থন করেন। অহিংসা নীতি জৈন ধর্মের একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। এখানে খলনায়ক হলেন প্রতি-বাসুদেব যিনি জগৎ ধ্বংস করার চেষ্টা করেন। জগৎকে বাঁচাতে হলে বাসুদেব-কৃষ্ণকে অহিংসা নীতি ত্যাগ করতে হবে এবং প্রতি-বাসুদেবকে বধ করতে হবে। এই ত্রয়ীর গল্প জিনসেনের হরিবংশ পুরাণে (মহাভারতের খিল হরিবংশ নয়) এবং হেমচন্দ্রের ত্রিষষ্ঠী-শলাকাপুরুষ-চরিতে পাওয়া যেতে পারে। জৈন ধর্মের পুরাণগুলিতে কৃষ্ণের জীবনের গল্প হিন্দু গ্রন্থগুলির মতো বিশদভাবে তবে ভিন্ন প্রকারে একই সাধারণ রূপরেখা অনুসরণ করে রচিত। মহাভারত, ভাগবত পুরাণ এবং বিষ্ণু পুরাণে পাওয়া সংস্করণগুলির পরিবর্তে জৈন পুরাণগুলি গল্পের চরিত্র হিসাবে জৈন তীর্থঙ্করদের অন্তর্ভুক্ত করে এবং সাধারণত কৃষ্ণের বিতর্কিত সমালোচনা করে। উদাহরণস্বরূপ, জৈন সংস্করণে কৃষ্ণ যুদ্ধে হেরে যান। তাঁর গোপী এবং যাদব বংশ দ্বৈপায়ন নামে এক তপস্বী দ্বারা সৃষ্ট আগুনে মারা যায়। একইভাবে জৈন গ্রন্থে বলা হয়েছে, শিকারী জরার তীর দ্বারা আহত হয়ে মৃত্যুর পরে, কৃষ্ণ জৈন সৃষ্টিতত্ত্বের তৃতীয় নরকে যান, এবং তাঁর ভাই ষষ্ঠ স্বর্গে যান। বিমলসুরিকে হরিবংশ পুরাণের জৈন সংস্করণের লেখক বলে দায়ী করা হয়, তবে এটি নিশ্চিত করে এমন কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয় পরবর্তীকালের জৈন পণ্ডিত যেমন ৮ম- শতাব্দীর জিনসেন জৈন ঐতিহ্যে কৃষ্ণ কিংবদন্তির একটি সম্পূর্ণ সংস্করণ লিখেছিলেন এবং বিমলসুরিকে এর কৃতিত্ব দিয়েছিলেন। কৃষ্ণ কাহিনীর আংশিক এবং পুরাতন সংস্করণ অন্যান্য জৈন সাহিত্যে পাওয়া যায়, যেমন শ্বেতাম্বর আগম ঐতিহ্যের অন্তগাতা দাসাওতে। অন্যান্য জৈন গ্রন্থে, কৃষ্ণকে বাইশতম তীর্থঙ্কর নেমিনাথের কাকাতো ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জৈন গ্রন্থগুলি বলে যে নেমিনাথ কৃষ্ণকে সমস্ত জ্ঞান শিখিয়েছিলেন যা তিনি পরে ভগবদ্গীতায় অর্জুনকে দিয়েছিলেন। জৈনধর্মের উপর প্রকাশনার জন্য পরিচিত ধর্মের অধ্যাপক জেফরি ডি. লং -এর মতে, কৃষ্ণ এবং নেমিনাথের মধ্যে এই সংযোগটি জৈনদের জন্য আধ্যাত্মিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য হিসাবে ভগবদ্গীতাকে গ্রহণ, পাঠ এবং উদ্ধৃত করার একটি ঐতিহাসিক কারণ, যেখানে কৃষ্ণ সম্পর্কিত উৎসব এবং আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ হিন্দুদের সাথে মিশে যায়।

বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধধর্মের জাতক-এ কৃষ্ণের কাহিনী পাওয়া যায়। বিধুরপন্ডিত জাতকে মধুরার (সংস্কৃত: মথুরা) উল্লেখ রয়েছে, ঘট জাতক কংস, দেবগব্ভা (সংস্কৃত: দেবকী), উপসাগর বা বসুদেব, গোবধন (গোবর্ধন), বলদেব (বলরাম), এবং কানহা বা কেশবের (কৃষ্ণ, কেশব) উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণ কিংবদন্তির জৈন সংস্করণের মতো, বৌদ্ধ সংস্করণ ঘট জাতক গল্পের একটি সাধারণ রূপরেখা অনুসরণ করে যা হিন্দু সংস্করণ থেকে ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, বৌদ্ধ কিংবদন্তির বর্ণনানুসারে, দেবগব্ভা (দেবকী) জন্মের পর খুঁটির উপর নির্মিত একটি প্রাসাদে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, তাই কোনো ভবিষ্যত স্বামী তার কাছে পৌঁছাতে পারেনি। কৃষ্ণের পিতাকে একইভাবে একজন শক্তিশালী রাজা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যিনি কোনভাবে দেবগব্ভার সাথে মিলিত হন এবং কংস তার সাথে ভগিনী দেবগব্ভার বিবাহ প্রদান করেন। প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কৃষ্ণের ভাইবোনেরা কংসের হাতে নিহত হয় না। কিংবদন্তির বৌদ্ধ সংস্করণে, কৃষ্ণের সকল ভাইবোন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠে। কৃষ্ণ ও তার ভাইবোনের রাজধানী হয় দ্বারাবতী। জাতক সংস্করণে অর্জুন ও কৃষ্ণের মিথস্ক্রিয়া অনুপস্থিত। জাতকে একটি নতুন কিংবদন্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে কৃষ্ণ তার পুত্র মারা গেলে সংযমহীন দুঃখে বিলাপ করেন এবং এক ঘটপণ্ডিত কৃষ্ণকে কোন শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে উন্মাদের মত আচরণ করেন। জাতক কাহিনীতে, কৃষ্ণ শোক-দুঃখে মুহ্যমান হওয়ার পর তার ভাইবোনদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কীয় ধ্বংসের বর্ণনাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই বৌদ্ধ কিংবদন্তীতেও, কৃষ্ণ জরা নামে এক শিকারীর হাতে মারা যান যখন তিনি একটি সীমান্ত নগরে ভ্রমণ করছিলেন। কৃষ্ণকে শূকর মনে করে, জরা একটি বর্শা নিক্ষেপ করে যা মারাত্মকভাবে তার পায়ে বিদ্ধ করে, কৃষ্ণকে প্রচন্ড যন্ত্রণা দেয় এবং তারপরে তার মৃত্যু হয়। এই ঘট-জাতক কাহিনির শেষে, বৌদ্ধ গ্রন্থটি ঘোষণা করে যে, বৌদ্ধ ঐতিহ্যে বুদ্ধের অন্যতম শ্রদ্ধেয় শিষ্য সারিপুত্ত তার পূর্বজন্মে বুদ্ধের কাছ থেকে পূর্বের পুনর্জন্মের দুঃখ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যদিও বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থগুলি কৃষ্ণ-বাসুদেবকে সহ-যোজিত করে এবং তাকে তার পূর্বজন্মে বুদ্ধের শিষ্য বলে বর্ণনা করে, অপরদিকে, হিন্দু গ্রন্থগুলি বুদ্ধকে সহ-যোজিত করে যেখানে বুদ্ধকে কৃষ্ণের মতো বিষ্ণুর অবতার বলা হয়। চৈনিক বৌদ্ধধর্ম, তাওবাদ এবং চীনা লোকধর্মে, কৃষ্ণের মূর্তিকে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং নলকুবরের সাথে একত্রিত করা হয়েছে যা দেবতা নেঝার মূর্তিরূপকে প্রভাবিত করে। নেঝা কৃষ্ণের মূর্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করেছেন যেখানে তাকে এক ঐশ্বরিক দেব-শিশু এবং যৌবনে একটি নাগ বধ করা অবস্থায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

অন্যান্য

শিখ পুস্তকচৌবিস অবতারে কৃষ্ণকে 'কৃষ্ণ অবতার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। চৌবিস অবতার দশম গ্রন্থের একটি রচনা যার লেখক হিসেবে ঐতিহ্যগত এবং ঐতিহাসিকভাবে শিখ গুরু গোবিন্দ সিংকে দায়ী করা হয়েছে। শিখ-সৃষ্ট ১৯শ শতাব্দীর রাধা সোমি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা শিব দয়াল সিং- এর অনুসারীরা কৃষ্ণকে জীবন্ত গুরু এবং ঈশ্বরের (কৃষ্ণ/বিষ্ণু) অবতার বিবেচনা করতেন। বাহাইরা বিশ্বাস করেন, কৃষ্ণ ছিলেন 'ঈশ্বরের একজন উদ্ভাসন' অথবা ভাববাদীদের মধ্যে একজন যারা ধীরে ধীরে পরিপক্ক মানবতার জন্য ক্রমান্বয়ে ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশ করেছেন। এভাবে, কৃষ্ণ আব্রাহাম, মূসা, জরাস্টার, বুদ্ধ, মুহাম্মদ, যীশু, বাব এবং বাহাই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বাহাউল্লাহর সাথে একটি উচ্চ মর্যাদা ভাগ করে নেন। বিশ শতকের ইসলামী আন্দোলনের আহমদিয়াগণ কৃষ্ণকে তাদের প্রাচীন নবীদের একজন হিসাবে বিবেচনা করে। গোলাম আহমদ বলেছেন, তিনি নিজে কৃষ্ণ, যীশু এবং মুহাম্মদের মতই একজন নবী যিনি পরবর্তীকালের ধর্ম ও নৈতিকতার পুনরুজ্জীবনকারী হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন। ১৯শ শতাব্দীর থেকে বেশ কয়েকটি নতুন ধর্মীয় আন্দোলনে কৃষ্ণ উপাসনা বা শ্রদ্ধা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি কখনও কখনও গ্রীক, বৌদ্ধ, বাইবেল এবং এমনকি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের সাথে গুপ্ত গ্রন্থে সারগ্রাহী সর্বদেবমন্দিরের সদস্য। উদাহরণ স্বরূপ, বহুবর্ষজীবী দর্শন ও গুপ্ত আন্দোলনের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এডুয়ার্ড শুরে, কৃষ্ণকে এক মহান সূচনা বলে মনে করেন, অন্যদিকে থিওসফিস্টরা কৃষ্ণকে মৈত্রেয়ের (প্রাচীন জ্ঞানী গুরুদের একজন) অবতার বা বুদ্ধের মতোই মানবতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক শিক্ষক হিসাবে বিবেচনা করেন। কৃষ্ণকে অ্যালিস্টার ক্রাউলি দ্বারা ধর্মীয় নিয়মভুক্ত করা হয়েছিল এবং কৃষ্ণ অর্ডো টেম্পলি ওরিয়েন্টিসের নস্টিক ম্যাসে ইক্লেসিয়া নস্টিকা ক্যাথলিকার একজন সাধু হিসাবে স্বীকৃত।

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

ডা ক বা ক্স

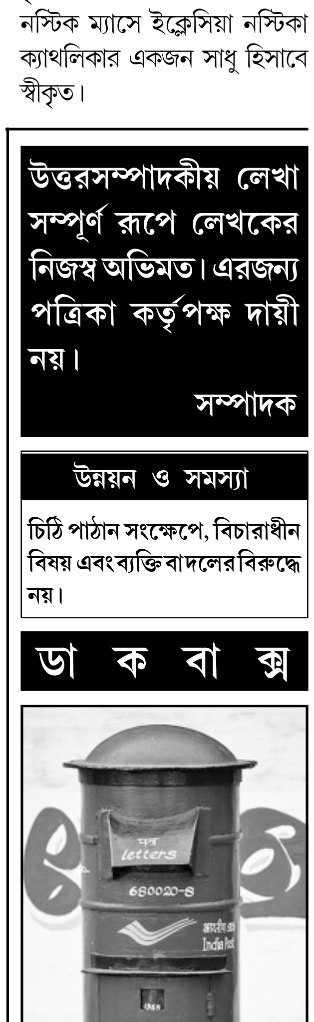

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
বিদ্যাসাগর পল্লি,
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ৯৫৬৪০৬৫৫৫৫
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

কেতু গ্রামের কালী

মহুয়া ঘোষাল

আসন্ন কালীপুজোয় মাতোয়ারা আপামর বাঙালি। এরেই মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামে সামন্ত বাড়ির পুজো ভিন্ন মাত্রা এনেছে গোটা এলাকাজুড়ে।১৭৮ বছরে পদার্পণ করলো এবারের পুজো। জানা গেছে, ১৭৮ বছর আগে স্বপ্নাদেশ পেয়ে একটি দিঘির জলের তলা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল পাথরের কালীমূর্তি। আর ওইবছর দেবীমূর্তির সাথেই উদ্ধার হয়েছিল একটি সশীষ ডাব। দেবীর স্বপ্নাদেশে প্রথম বছরেই পুজোর শেষে পাথরের কালীমূর্তিটি ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভাগীরথীর জলে। কিন্তু রয়ে যায় ডাবটি। পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামের অনন্তপুর গ্রামের সামন্ত পরিবারের কালীমন্দিরে এখনও দেবীমূর্তির সাথেই ১৭৮ বছর আগে উদ্ধার হওয়া ডাবটি রেখে পুজো করা হয়। স্থানীয়দের বিশ্বাস দৈব নির্দেশে প্রাপ্ত ওই ডাব আজও 'জীবন্ত ।' সেটি দর্শনে দেবীর আশীর্বাদ মেলে। দেবীমূর্তির সামনেই সেই ডাবটি রেখেই সামন্ত পরিবারের পুজো হয়। কেতুগ্রামের ঝামটপুর এবং অনন্তপুর পাশাপাশি গ্রাম। অনন্তপুর গ্রামের সামন্ত পরিবার এলাকায় সম্ভ্রান্ত পরিবার হিসাবে পরিচিত। এই পরিবারের সদস্য বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্ত। যিনি বর্তমানে ওয়েস্ট বেঙ্গল রিয়েল এস্টেট আপিলেট ট্রাইবুনাল এর চেয়ারপার্সন পদে রয়েছেন। এর আগে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন -' ঝামটপুর গ্রামে এক সাধিকা ছিলেন আন্নাকালীদেবী। তিনি শক্তির সাধনা করতেন'। এলাকায় জনশ্রুতি, -'আন্নাকালীদেবীর মা স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন তাঁদের বাড়ির কাছে জয়ধারা দিঘির জলের তলায় দেবী অবস্থান করছেন। দেবীর স্বপ্নাদেশ হয় ওই দিঘির অগ্নিকোনে জলের তলা থেকে দেবীর মূর্তি উদ্ধার করে পুজো শুরু করার। গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে সেই স্বপ্নাদেশের কথা প্রচার হয়ে যায়। এরপর দিনক্ষণ নির্ধারণ করে শুরু হয় দেবীমূর্তি উদ্ধারের প্রক্রিয়া। ঢাক কাঁসর বাজিয়ে দিঘির পাড়ে হাজির হন গ্রামের লোকজন। আন্নাকালীদেবীর মা দিঘির জলে নামেন। তখনও গ্রামের একাংশ ততটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। অল্প কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায় সাধিকামাতা একটি পাথরের কালীমূর্তি কোলে নিয়ে জল থেকে উঠে এলেন। গ্রামবাসীরা দেখেন তাঁর এক হাত বুকে জড়িয়ে ধরা রয়েছে কালীমূর্তিটি। আর অন্যহাতে ধরা একটি সশীষ ডাব। আন্নাকালীদেবীর দিদি মৃগনয়না দেবীর বিয়ে হয়েছিল ঝামটপুর লাগোয়া অনন্তপুর গ্রামের শংকর সামন্তের সঙ্গে। শংকরবাবুর ছেলে ছিলেন সুধাকর সামন্ত। আন্নাকালীদেবীর নির্দেশেই তাঁর দিদির ছেলে সুধাকর সামন্তকে পরবর্তীতে এই পুজোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সুধাকরবাবু নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করে আসেন। অনন্তপুরে তৈরি করা হয় দেবীর মন্দির। সেই মন্দিরেই দেবী পূজিতা হয়ে আসছেন। বর্তমানে সুধাকরবাবুর তিন পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ জিতেন্দ্রনাথ এবং দুই কন্যা ভবানীদেবী ও ইন্দ্রাণীদেবী। ভবানী দেবী সবার বড়। তিনি সঙ্গীতশিল্পী। ভাইবোন সকলে মিলেই এই পুজো করে আসছেন। রবীন্দ্রনাথবাবু বর্তমানে ওয়েস্ট বেঙ্গল রিয়েল এস্টেট আপিলেট ট্রাইবুনাল এর চেয়ারপার্সন । অন্যান্যরাও উচ্চ প্রতিষ্ঠিত। কর্মজীবনের সুবাদে বাইরে থাকেন। কিন্তু কালীপুজোর সময় পরিবারের সকলকেই গ্রামের বাড়িতে চলে আসতে হয়। রবীন্দ্রনাথবাবু জানান '' আমাদের পুজোয় বলিদান নেই। প্রতিমা নিরঞ্জনের পরের দিনেই সেই কাঠামো তুলে নিয়ে আসা হয় মন্দিরে। ওই কাঠামো বেদিকে রেখেই সারাবছর নিত্যসেবা হয়। আবার পরের বছর ওই কাঠামোতেই দেবীর প্রতিমা নির্মাণ করতে হয়। আর সেই ডাবটিকে কাঁচ লাগানো বাস্কে ডাবটিকে সযত্নে সংরক্ষিত করা আছে। মূর্তির সাথেই সেটি পুজো করা হয়।'' তবে পারিবারিক পুজো হলেও অনন্তপুরের সামন্ত পরিবারের কালীপুজো কার্যত সর্বজনীন পুজোর চেহারা নিয়েছে। শুধুমাত্র পাশাপাশি গ্রাম থেকেই নয়, দূরদুরান্তের গ্রাম থেকেও দেবীর পুজো দিতে আসেন পুন্যার্থীরা। এই কালীপুজোর সময় সামন্ত পরিবার ভোজের আয়োজন করেন। আপামর গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করেন। সামন্তপরিবারের আমন্ত্রণে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তারা থেকে জেলা আদালতের বিচারকদের অনেকেই এই পুজোয় সামিল হতে আসেন বলে জানা গেছে।

বিশেষ প্রচার ৪.০ অব্যাহত পূর্ব রেলে

আর্থিক লিপি প্রতিবেদন ঃ বিশেষ প্রচারাভিযান ৪.০- এর উদ্দেশ্যগুলির সাথে সারিবদ্ধভাবে, পূর্ব রেলওয়ে পরিবেশগত সচেতনতা এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে। সাম্প্রতিক ক্রিয়াকলাপগুলি সংগঠিত বৃক্ষরোপণ অভিযান, নিবিড় পরিচ্ছন্নতার প্রচেষ্টা এবং যাত্রী সচেতনতা কর্মসূচির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যা একটি পরিষ্কার এবং সবুজ পরিবেশের প্রতি পূর্ব রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করে।এক পেড় মা কে নামক্ষ অভিযানের অধীনে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগের অংশ হিসাবে, কলকাতা টার্মিনাল, বর্ধমান, নৈহাটি, নিউ আলিপুর, বামনগাছি রেলওয়ে কলোনি, ভদ্রেশ্বর, গুলমোহর রেলওয়ে কলোনি, আজিমগঞ্জ, ব্যান্ডেল, কাটোয়া, রামপুরহাট সহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরণের গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। এই ধরনের প্রচেষ্টা পরিবেশগত ভারসাম্য এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি পরিষ্কার পরিবেশে অবদান রাখার জন্য পূর্ব রেলওয়ের উৎসর্গকে প্রতিফলিত করে। এই প্রচেষ্টার সমান্তরালে কলকাতা স্টেশন, মালদহ টাউন, জামালপুর, দমদম জংশন, বারাসাত, বারুইপুর, বহরমপুর কোর্ট, মধ্যমগ্রাম, বেলঘরিয়া সহ বিভিন্ন স্টেশনে রেল চৌপাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, রেলওয়ের আধিকারিক ও কর্মচারীরা যাত্রীদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। রেলওয়ে চত্বরে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বিষয়ে সচেতনতা এবং স্থানের পরিষ্কার রাখতে সকলের অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। অতিরিক্তভাবে, পূর্ব রেলওয়ের ব্যান্ডেল, আসানসোল, দুর্গাপুর, রানিগঞ্জ, দেওঘর, অন্ডাল, মধুপুর, বরাকর, নাথনগরের মতো স্টেশনগুলিতে নিবিড় পরিচ্ছন্নতার অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিশেষ প্রচার ৪.০-এর অধীনে চলমান জাতীয় প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে রেলওয়ে স্টেশন, প্রাঙ্গণ এবং অফিসগুলির রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করে, এই উদ্যোগগুলির মাধ্যমে একটি পরিষ্কার এবং সবুজ পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে পূর্ব রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশনে পার্সেল স্পেসের লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম

নং ঃ সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৫/পিটিএম, তারিখ ২৮.১০.২০২৪

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১-এর মাধ্যমে রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউল-এর মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রাকারী ০৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৬টি এসএলআর-এর ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। www.ireps.gov.in-এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সমেত হস্তান্তরঅযোগ্য অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে। এই ই-নিলামে জন্য দরপ্রস্তাব www.ireps.gov.in-এর ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। ই-নিলামে অংশ নিতে, www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের একবার নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচারও গ্রহণ করতে হবে। **অকশন ক্যাটালগের বিশদঃ অকশন ক্যাটালগ নং** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৪-XIবি। **ট্রেন ঃ** ০৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৬টি এসএলআর। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ১১.১১.২০২৪ দুপুর ১টা।

HWH-375/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER BARASAT - I DEVELOPMENT BLOCK
Dist. - 24 Parganas (N)

Tender Notice

Executive Officer, Barasat-I Panchayat Samiti invites E-tender. Details are available at: **www.wbtenders.gov.in. N24PG/Bst-I/PS/N-014/2024-2025, N24PG/Bst-I/PS/N-015/2024-2025, N24PG/Bst-I/PS/N-016/2024-2025, N24PG/Bst-I/PS/N-017/2024-2025, N24PG/Bst-I/PS/N-018/2024-2025, N24PG/Bst-I/PS/N-019/2024-2025, N24PG/Bst-I/PS/N-020/2024-2025, N24PG/Bst-I/PS/N-021/2024-2025, N24PG/Bst-I/PS/N-022/2024-2025, N24PG/Bst-I/PS/N-023/2024-2025, All Dated: 25.10.2024, WBNPG/N-24/ 013/ [2024-25]//RIDF XXIX/BST-I (2nd Call) Dated : 28.10.2024.** Last date of submission of bid mentioned in each separate notice, in any further query, may contact in the office hours of the undersigned office.

Sd/-
Block Development Officer
Barasat-I Development Block

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS HALISAHAR MUNICIPALITY

SHORT E- TENDER NOTICE

E- Tenders are invited by the Chairman, Halisahar Municipality, Halisahar, North 24 Parganas.

Tender No : WBMAD/ULB/HM/ROAD-1 (2024-25) Dt.30.10.2024

Tender title : RESTORATION OF BITUMINOUS ROAD UNDER HALISAHAR MUNICIPALITY FROM DMA GRANT.

Detail will be available at Website: http://wbtenders.gov.in

Chairman,
Halisahar Municipality

DANKUNI MUNICIPALITY

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T No- **WBMAD/DKM/CP/e-NIT-66/2024-25 (3rd Call) Bid Submission closing date (Online)- 18/11/2024 instead of 28/10/2024 and Bid Submission opening date (Online)- 20/11/2024 instead of 30/10/2024 Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender.** All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/
Chairperson
Dankuni Municipality

ULUBERIA MUNICIPALITY

TENDER NOTICE

Notice Inviting e-Tender No.-
WBMAD/UM/274/e-Tender/2024-25 Dated : 29.10.2024,
(Construction of Concrete road & Drain in different ward within Uluberia Municipality)
Details are available in the **www.wbtender.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Uluberia Municipality

-: Tender Notice :-

West Bengal Police Housing & Infrastructure Development Corpn Ltd having its office at 3rd floor, Araksha Bhawan, Block – DJ, Sector – II, Salt Lake, Kolkata – 91 is inviting open tender from experienced agency for works of A) WBPHIDCL/EE-(HQ-I)/NIT- 186(e)/2024-2025 (5th Call), Emergent and Routine maintenance of Civil work (All Building, S&P and Tank cleaning) for all different buildings at IPS Mess, Alipore in South 24 Parganas from 20.11.2024 to 31.03.2025. **Estimated Amount put to Tender Rs. 2,62,786/-, Tender Id: 2024_WBSPH_765618_1, B) WBPHIDCL/EE-(HQ-I)/NIT-187(e)/2024-2025 (5th Call),** Emergent and Routine maintenance of Civil works (All buildings and S&P) for different buildings at Asansol Police Lines, Women PS Asansol, Hirapur PS & Bungalow of Deputy Commissioner of Police(HQ) under Asansol Durgapur Commissionerate in the district of Paschim Bardhaman for 132 days from 20.11.2024 to 31.03.2025. **Estimated Amount put to Tender Rs. 6,00,000/-, Tender Id: 2024_WBSPH_765933_1, C) WBPHIDCL/EE-(HQ-I)/NIT-188(e)/2024-2025 (6th Call), for Sl no 1 to 3, i)** Emergent and Routine maintenance of Civil works (All buildings and S&P) for Salua EFR 1st Battalion under Paschim Medinipur District for a period of 132 days from 20.11.2024 to 31.03.2025. **Estimated Amount put to Tender Rs. 5,99,800/-, Tender Id: 2024_WBSPH_766193_1, ii)** Emergent and Routine maintenance of Civil works (All buildings and S&P) for PTS, Salua in the District of Paschim Medinipur for 132 days from 20.11.2024 to 31.03.2025. **Estimated Amount put to Tender Rs. 6,37,613/-, Tender Id: 2024_WBSPH_766193_2, iii)** Emergent and Routine maintenance of Civil works (All buildings and S&P) for different buildings at Gopiballavpur P.S, Beliabera P.S, Sankrail P.S under Jhargram District for a period of 132 days from 20.11.2024 to 31.03.2025. **Estimated Amount put to Tender Rs. 4,83,400/-, Tender Id: 2024_WBSPH_766193_3. Last date & time of submission of bids online is 09.11.2024 at 4.00 PM. For further details please visit www.wbtenders.gov.in.**

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস নং কেপিএ-ইআরএস-ওটি-৩২-২৪-২৫, তারিখ ২৬.১০.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া, ওয়ার্কশপ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫, কাঁচরাপাড়া কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারের জন্য টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং ঃ কেপিএ-ইআরএস-ওটি- ৩২-২৪-২৫। বিবরণ** ঃ কেপিএ/ইআর-এ ডব্লুএপি৪ লোকোমোটিভের লোডিং বোলস্টার ব্যতীত ফ্লেক্সি কয়েল বগিগুলির মেরামতি/পুনর্গঠন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৯,৭৬,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২০.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ মাস। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

MISC-215/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Chandernagore Municipal Corporation

Marie Park, P.O. Chandernagore, Hooghly-712136
Phone:033-26835297; Fax:26835068

e-NIQ No.: WBMAD/CMC/COMMISSIONER/Elect./T.P.Cell/eNIQ-20/2024-25 3rd Call Memo No: 3133/Elect./T.P.Cell/20e-NIQ/40 of 2024-25 Dated 24-10-2024 Tender ID: 2024_MAD_766120_1

Sd/-
Secretary
Chandernagore Municipal Corporation

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড,হাওড়া-৭১১১০১
ফোন-০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স-০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmc.gov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া পুরনিগমের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (বিদ্যুৎ), এর পক্ষ থেকে হাওড়া পুরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৫ (পাঁচ)টি বৈদ্যুতিক কাজকর্মের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আগ্রহী দরদাতাগণ প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স, আপটুডেট জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (চলতি ত্রৈমাসি), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং প্রামাণ্য নথি জমা করবেন।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শুরুর তারিখ: ২৫.১০.২০২৪ বিকাল ৬.০০ টা থেকে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ: ০৮.১১.২০২৪ বিকাল ৬.০০ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in

৮৮(১)/২৪-২৫
২৯.১০.২৪

সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) রুল ৮-(১)

যেহেতু, **আইআইএফএল হোম ফিন্যান্স লিমিটেড** (পূর্বতন নাম ইন্ডিয়া ইনফোলাইন হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেড) (আইআইএফএল-এইচএফএল)-এর নিম্ন স্বাক্ষরকারী অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর অধীন এবং তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে আইনের ১৩(১২) ধারা এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত রুল ৩ অনুসারে এক দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন দেনাদার/ সহ-দেনাদারগণের উদ্দেশ্যে নিম্নে বর্ণিত অর্থপরিশোধের জন্য। দেনাদারগণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় দেনাদারগণ ও জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী আধিকারিক নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির **দখল নিয়েছেন** তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮ অনুসারে। দেনাদারগণ এবং বিশেষভাবে জনসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা যেন কোনোভাবেই উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনও প্রকার লেনদেন না করেন। যদি কেউ উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত লেনদেন করেন তাহলে **আইআইএফএল এইচএফএল**-এর নিকট তা চার্জ সাপেক্ষ হবে এবং নিম্নবর্ণিত সমস্ত অর্থাঙ্ক সুদসহ প্রদান করতে হবে। দেনাদারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ১৩ ধারা ও উপধারা (৮) অনুসারে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উক্ত সম্পত্তি ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য, **"আইআইএফএল এইচএফএল"**-এর নিকট সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় যুক্ত হবে, উক্ত সম্পত্তি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করতে হবে, সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রয় করা যাবে না বা হস্তান্তর করা যাবে না **"আইআইএফএল এইচএফএল"** এর সম্মতি ছাড়া এবং পরবর্তী কোনও প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না **"আইআইএফএল এইচএফএল"** এর তরফ থেকে সুরক্ষিত সম্পত্তি হস্তান্তর অথবা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে।

দেনাদার(গণ)/ সহ-দেনাদার(গণ)-এর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)	মোট বকেয়া (টাকা)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দখলের তারিখ
শ্রী সুবীর চন্দ শ্রীমতি রিয়া চন্দ (প্রসপেক্ট নং.আইএল১০০৮৭৪১৫)	সমস্ত ফ্ল্যাটের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার নং ডি, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চতুর্থ তলে অবস্থিত, যার প্রেমিসেস ১৬/৭/বি, হোল্ডিং ৫৯০/১, জেএল নং৫, আরএস নং ৬, দাগ নং ৫৩২৪, ৫৩২৫, ৫৩২৬, ৫৩২৮, খতিয়ান নং ১৬৫৪, তৌজি নং ১০৬৮/২৮৩৩, শ্রীমানি পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ৪, থানা: বরানগর, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৩৬। এরিয়ার আয়তন (বর্গফুটে): সম্পত্তির ধরণ: সুপার বিল্ট আপ-এরিয়া, বিল্ট আপ এরিয়া, কার্পেট এরিয়া, ল্যান্ড এরিয়া প্রপার্টি এরিয়া: ৫৮২.০০, ৪৮২.০০, ৪১৯.০০, ৩৬২০.০০	১৩,৪৬,৪৪৫/- টাকা (তেরো লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার চারশত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র)	১৪.০৮.২০২৪	২৬.১০.২০২৪

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন অনুমোদিত আধিকারিকের **শাখা অফিস: ১, শেক্সপিয়ার সরণী, এসি মার্কেট, কলকাতা-৭০০০৭১ এ,** অথবা **বাণিজ্যিক অফিস:** প্লট নং ৯৮, ফেজ-৪, উদ্যোগ বিহার, গুরগাঁও, হরিয়ানা।

স্থান: কলকাতা, তারিখ: ৩০.১০.২০২৪ স্বাঃ/- অনুমোদিত আধিকারিক, আইআইএফএল হোম ফিন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে

ফর্ম নং ৩
[দেখুন রেগুলেশন-১৫(১)(ক)]/১৬(৩)

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি-৩)
৯ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২-সি, জে. এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১

কেস নং : ওএ/৮৪৫/২০১৭
ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩ এর রুল ৫ এর সাব-রুল (২এ) এর সহিত পঠিত আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (৪) অধীনে সমন
এক্সি. নং: ৫০২৬

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স নিউ কলকাতা ফার্নিচার এবং অন্যান্য

প্রতি,
(১) মেসার্স নিউ কলকাতা ফার্নিচার এবং অন্যান্য
শালতি ঘাটা, গ্রাম: গাজিপুর, কঙ্গনবেড়িয়া, পো: কঙ্গনবেড়িয়া, থানা: বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৬৪
(২) মিন্টু দাস
শালতি ঘাটা, গ্রাম: গাজিপুর, কঙ্গনবেড়িয়া, পো: কঙ্গনবেড়িয়া, থানা: বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৬৪
(৩) শৈলেন দাস
শালতি ঘাটা, গ্রাম: গাজিপুর, কঙ্গনবেড়িয়া, পো: কঙ্গনবেড়িয়া, থানা: বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৬৪

সমন

যেহেতু, ওএ/৮৪৫/২০১৭ মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রারের নিকট ২০/০৯/২০২৪ তারিখে নথিভুক্ত হয়েছে।
যেহেতু মহামান্য ট্রাইব্যুনাল সমন/বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন আবেদনের ভিত্তিতে আইনের ১৯(৪) ধারা (ওএ) অনুসারে এবং আপনাদের পরিশোধযোগ্য অর্থাঙ্ক **১২৩৭৩৯৬৫.৩২/- টাকা** (আবেদনের সঙ্গে নথির কপি ইত্যাদি যুক্ত আছে) আইনের ১৯ ধারা ও উপধারা (৪) অনুসারে সরাসরি আপনার দাবির সমর্থনে হাজির করতে হবে যার নিম্নরূপ:

১) আপনার বিরুদ্ধে যে সমন জারি হয়েছে তার প্রেক্ষিতে প্রার্থীত ব্যবস্থা কেন মঞ্জুর করা হবে না সে সম্পর্কে শোকজের উত্তর ৩০ দিনের মধ্যে জানাতে হবে।
২) উক্ত সম্পত্তি বিবরণী অনুসারে ব্যাখ্যা দিতে হবে সম্পত্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে সিরিয়াল নং ৩এ আসল আবেদনের প্রেক্ষিতে।
৩) আপনাকে সরাসরি নির্দেশ করা হচ্ছে, লেনদেন অথবা মীমাংসা থেকে বিরত থাকতে হবে এই প্রকার সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে যার সিরিয়াল নং ৩এ আসল আবেদনের প্রেক্ষিতে, বকেয়া শুনানি এবং মীমাংসা করা হবে উক্ত সম্পত্তির প্রেক্ষিতে।
৪) আপনাকে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়, লিজ ইত্যাদি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সাধারণ ক্ষেত্রে ব্যবসায় ও সম্পত্তির সিকিউরিটি সুদ এবং/অথবা অন্যান্য সম্পত্তি যা ব্যাখ্যামূলক বিবরণী দেখানো হয়েছে সিরিয়াল নং ৩এ প্রেক্ষিতে আসল আবেদনের প্রেক্ষাপটে ট্রাইব্যুনালের পূর্ববর্তী অনুমোদন ছাড়া।
৫) আপনাকে সমস্ত দায়ের হিসাবখাত ও বিক্রয় প্রক্রিয়া উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে অথবা অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে ব্যবসায়িক এবং জমা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে ব্যাঙ্ক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হিসাবখাতে উক্ত সম্পত্তির সুরক্ষিত স্বার্থ যুক্ত থাকবে।

আপনাকে আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে লিখিত বিবরণের কপি আবেদনকারীকে **রেজিস্ট্রারের নিকট ১৮.১১.২০২৪ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিটের** মধ্যে জমা করতে হবে। আপনি ব্যর্থ হলে অথবা উ পস্থিত না থাকলে আপনার অনুপস্থিতিতেই শুনানি একতরফা ভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
আমি ১৭.১০.২০২৪ তারিখ ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর সহ স্বাক্ষর করলাম।

স্বাঃ/-
রেজিস্ট্রার-ইন-চার্জ
ডেট্স রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-৩, কলকাতা

পঞ্জাব নैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **pnb punjab national bank** (Govt. of India Undertaking) **দাবি বিজ্ঞপ্তি**

সার্কেল শাস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার, (দশম তল) ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, **E-mail : cs8267@pnb.co.in**

[১৩(২) ধারার অধীনে দি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানিসয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর সঙ্গে পঠনীয় রুল ৩(১) অফ দি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২]

নথিপত্রের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত দেনাদার/জামিনদারদের **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের (সুরক্ষিত পাওনাদার)** ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণের সুবিদা প্রদান সংক্রান্ত সুরক্ষা বলবৎ করার ব্যাপারে এই বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করা হচ্ছে।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে দেনাদারগণ নিম্নলিখিত ঋণের অর্থাঙ্কের আসল ও সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত ঋণের/সুবিধার হিসাবখাতটি এনপিএ অ্যাকাউন্টে পরিণত করেছেন। ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ (২) ধারা অনুসারে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে সর্বশেষ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছিল কিন্তু অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরৎ এসেছে গণবিজ্ঞপ্তি আকারে তথাপি আবার তা প্রকাশিত হল।

ক্রম. নং.	ক) হিসাবখাত/ দেনাদার/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা খ) শাখার নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী	ক) এনপিএর তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	ক) ১. **মেসার্স অঞ্জু দে,** স্বামী- তপন দে, ৩২/৫, সাহাপুর কলোনী, পোস্ট ও থানা - নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ। ২. **শ্রী তপন দেব,** পিতা - মৃত মনীন্দ্র নাথ দে, ২৬/৭, সাহাপুর কলোনী, পোস্ট ও থানা- নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ। **৩. লব কুমার সাহা (জামিনদার),** পিতা- মৃত সুবোধ চন্দ্র সাহা, ৫৫/৮ ডঃ কে ডি মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০৬০। **অ্যাকাউন্ট নং : ০০৯৯৩০০৫০০০০৫৪ (হোম লোন)** খ) **শাখা অফিস : নিউ আলিপুর (০০৯৯২০)**	**প্রাথমিক সুরক্ষা :** ইক্যুইটেবল বন্ধকীকৃত একটি ফ্ল্যাট নং ১-এ, দ্বিতীয় তল, পশ্চিম দিক, আয়তন সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১২৫ বর্গফুট, সদ্য নির্মিত দোতলা বাড়ি, এর সঙ্গে অবিভক্ত অংশের শেয়ার জমি এবং কমন অধিকার, সুবিধা উক্ত বাড়িটির ক্ষেত্রে যার মৌজা- সাহাপুর, জেএল নং ৮, আরএস নং ১৭৯, সিএস দাগ নং ৭১৮, আরএস দাগ নং ৩১০৩ বর্তমান ক্ষেত্র কলকাতা পুরসভা, পুরসভার প্রেমিসেস নং ২৬, ব্রজেন মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ১১৯, অ্যাসেসি নং ৪১-১১৯-০২-০০২৬-০, থানা এবং এডিএসআর- বেহালা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি :** উত্তরে - সম্পত্তি নিরঞ্জন নস্করের, দক্ষিণে - জমি ও বাড়ি শ্রী মন্মথ মজুমদারের, পূর্বে - ৮ ফুট চওড়া কেএমসি রাস্তা, পশ্চিমে - সম্পত্তি শ্রী দাশুরথী চক্রবর্তীর, **সম্পত্তির মালিক শ্রীমতি অঞ্জু দে এবং শ্রী তপন দে।**	ক) ৩০.০৮.২০২৪ খ) ১৯.০৯.২০২৪ গ) **১২,১১,৯২৫.৯৮ টাকা** (বারো লক্ষ এগারো হাজার নয়শত পঁচিশ টাকা এবং আটানব্বই পয়সা মাত্র) **৩১.০৮.২০২৪** তারিখ পর্যন্ত এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ যুক্ত হবে সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত।
২	ক) ১. **মেসার্স এক্সেল টেক ইঞ্জিনিয়ার্স, মালিক : শ্রী অর্ণব কুমার রায়,** ৩৬/এইচ/১৭, দেবেন্দ্র চন্দ্র দে রোড, পোস্ট- বিধান স্ট্রিট, থানা- আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৫। ২. **শ্রী অর্ণব কুমার,** পিতা - শ্রী অনিশ কুমার রায়, ৫৪/১, বিধান সরণি, থানা - আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৬। **৩. শ্রী অনিশ কুমার রায় (জামিনদার),** পিতা- অজিত কুমার রায়, ৩এ, দেব কালী ব্যানার্জি রো, কলকাতা - ৭০০ ০১৫। **অ্যাকাউন্ট নং : ০০৯৯২৫০০১১১৩০(সিসি)** খ) **শাখা অফিস : নিউ আলিপুর (০০৯৯২০)**	ইক্যুইটেবল বন্ধকীকৃত ফ্ল্যাট নং ০৮, জি যোগ ৪ তলা বাড়ি, চতুর্থ তলের, প্লট নং এইচ.বি৩৩২ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২৪২.৬০ বগত্ফুট, এর সঙ্গে প্রথম তলে একটি গাড়ি রাখার জায়গা যার আয়তন আনুমানিক ১২০ বর্গফুট, সমস্ত পিস ও পার্সেল জমির আয়তন ৫.৯৯৫১ কাঠা কম অথবা বেশি জমি অবস্থিত প্লট নং ৩৩২, ব্লক এইচবি, সেক্টর-৩, বিধান নগর, থানা- দক্ষিণ বিধাননগর, রেজিস্ট্রেশন অফিস বিধাননগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, **চিহ্নিত সম্পত্তি চৌহদ্দি নিম্নরূপ:** উত্তরে - প্লট নং এইচবি-৩৩১, দক্ষিণে - প্লট নং এইচবি-৩৩৩, পূর্বে - প্লট নং এইচবি-৩০৭ এবং এইচবি-৩০৮, পশ্চিমে - বাই টাইপ ১ (স্পেশাল ২) রোড।	ক) ২৮.০৩.২০১৬ খ) ১৭.০৯.২০২৪ গ) **১,১৭,১১,২৩৫.২০ টাকা** (এক কোটি সতেরো লক্ষ এগারো হাজার দুইশত পঁয়ত্রিশ টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র) **৩১.০৮.২০২৪** তারিখ পর্যন্ত এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ যুক্ত হবে সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত।
৩	ক) ১. **শ্রী সুজয় লাহিড়ী, (আইনি উত্তরাধিকারী এবং পিতা - মৃত রীতা লাহিড়ী)** শুভ অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ২এ, ৩৮৭ ওয়ার্ড নং ১৩১, পর্ণশ্রী পল্লি, রোড নং ৩, পোস্ট ও থানা - পর্ণশ্রী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৬০। ২. **শ্রীমতি সুতপা সাহা (আইন উত্তরাধিকারী এবং পিতা - মৃত রীতা লাহিড়ী),** স্বামী- শ্রী অসীম কুমার সাহা, ২৮৭, পর্ণশ্রী পল্লি, পোস্ট ও থানা- পর্ণশ্রী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ০৬০। **অ্যাকাউন্ট নং : ০৮৫৯৩০০০১৬৬২১(টিএল)** খ) **শাখা অফিস : পর্ণশ্রী পল্লি** **চিহ্নিত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:** উত্তরে - কেএমসি রাস্তা, দক্ষিণে - প্লট নং ৩৮৬, পর্ণশ্রী পল্লি, পূর্বে - প্লট নং ৩৮৭এ, পর্ণশ্রী পল্লি, পশ্চিমে- কেএমসি রাস্তা, **সম্পত্তির মালিক : মৃত রীতা লাহিড়ী, (আইনি উত্তরাধিকারী শ্রী সুজয় লাহিড়ী এবং শ্রীমতি সুতপা সাহা)।**	বন্ধকীকৃত ফ্ল্যাটের আয়তন ১১০৯ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (কম অথবা বেশি), তৃতীয় তলের, (পূর্ব দিক), এর সঙ্গে প্রথম তলে একটি গাড়ি রাখার জায়গা ১২০ বর্গফুট, উক্ত বাড়ি পরিকাঠামো সমস্ত পিস ও পার্সেল জমির আয়তন ৫(পাঁচ) কাঠা এবং ৫ (পাঁচ) ছটাক ৪১ (একচল্লিশ) বর্গফুট, কম অথবা বেশি এর সঙ্গে পরিকাঠামো জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা এর অধীনে, থানা- বেহালা, মৌজা- বেহালা, জেএল নং ২, স্কিম প্লট নং ৩৮৭, সিএস প্লট নং ৩৮৫, এবং ৪০২, খতিয়ান নং ৬৬, ক্ষেত্র কলকাতা পুরসভা প্রেমিসেস নং ৩৩, পর্ণশ্রী পল্লি, রোড নং ২, ওয়ার্ড নং ১৩১, অ্যাসেসি নং ৪১-১৩১-১৫-০০৩৩-১, কলকাতা - ৭০০ ০৬০।	ক) ০৭.০৪.২০২৩ খ) ০১.১০.২০২৪ গ) **৩১,২২,২৭৮.০০ টাকা** (একত্রিশ লক্ষ বাইশ হাজার দুইশত আটাত্তর টাকা মাত্র) **৩০.০৯.২০২৪** তারিখ পর্যন্ত এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ যুক্ত হবে সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত।

উপরে উল্লেখিত দেনাদার ও জামিনদারকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদান করতে হবে সারফেসি আইন ২০০২ অনুসারে। আরও বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে আইনের ১৩ (১৩) ধারা অনুসারে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পরে আর কোনওরকম বিক্রয়, হস্তান্তর, লিজ /অন্য কোনও লেনদেন (সাধারণ ব্যবসায়িক বিষয়ে) এবং সুরক্ষিত সম্পদ ব্যাঙ্কের লিখিত সম্মতি ছাড়া লেনদেন করা যাবে না। আরও বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে উক্ত সম্পত্তি বিধিবদ্ধ স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে আইন অনুসারে এবং এটি লেনদেন করলে তা আইনত শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে যদি কোনও ভাবে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় অথবা লিজ দেওয়া হয় সাধারণ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আদায়ের বিষয়ে ব্যাঙ্কের নিকট জমা করতে হবে উক্ত বিষয়ে আদায়/দায় যুক্ত করা হবে।

তারিখ: ৩০.১০.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : LTG/272/WD-14/BR-III/Z-I/24-25
Name of the work: **Repairing work of street lighting system at BB Ghosh Sarani and other places in Ward No.-14 under BR-III.** Estimated amount: ₹ **1,98,687.81.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(2) NIT No. : LTG/268/WD-13/BR-III/Z-I/24-25
Name of the work: **Supply and delivery of street light LED fittings at Ariff Road, JD Lane, Gorapodo Sarkar Lane and other places in Ward No.-13 under BR-III.** Estimated amount: ₹ **2,97,993.96.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **5 days.** Last date of submission of bid: **11.11.2024 (1 pm) (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on & from **29.10.2024 (4 pm) (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : LTG/253/WD-12/BR-II/Z-I/24-25
Name of the work: **Installation of ACP Sinage Board at near Khanna More, Shyambazar Traffic Guard, R.G. Kar Road (opposite Shyambazar Kali Mandir) within Ward No.-12.** Estimated amount: ₹ **4,91,573.87.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : LTG/168/WD-10/BR-II/Z-I/24-25
Name of the work: **Installation of CC TV Camera at SWM Office and surrounding area within Ward No.-10.** Estimated amount: ₹ **2,93,495.90.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : LTG/169/WD-10/BR-II/Z-I/24-25
Name of the work: **Installation of CC TV Camera with allied works at 18, Bhupendra Bose Avenue (UHWC-10) and surrounding area within Ward No.-10.** Estimated amount: ₹ **2,94,281.68.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date of submission of bid: **18.11.2024 at 3 pm (For Sl. No. 3)** and **16.11.2024 at 3 pm (For Sl. No. 4 & 5).** The bid forms and other details are available on and from **29.10.2024 at 5 pm (For Sl. No. 3 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-II, KMC invites e-tender online percentage rate rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : LTG/97/51/VI/Z-II/24-25
Name of the work: **Repairing of lighting system arrangement at Raja Subodh Mullick Square Park and other places in Ward No.-51.** Estimated amount: ₹ **1,70,251.66.** Earnest money: ₹ **3,500.00.** Period of completion: **15 days.**

(2) NIT No. : LTG/76/52/VI/Z-II/24-25
Name of the work: **Improvement of lighting system arrangement and other allied works at Uma Das Lane, Goaltuli Lane and other various Bustee in Ward No.-52.** Estimated amount: ₹ **1,98,424.60.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(3) NIT No. : LTG/96/51/VI/Z-II/24-25
Name of the work: **Improvement of street lighting arrangement at various places in Ward No.-51.** Estimated amount: ₹ **4,89,761.12.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **12.11.2024 up to 2 pm (For Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No. : KMC/LTG/41/INST/IV/ZII/24-25
Name of the work: **Improvement of lighting arrangement at Labour Quarter and different Institution under BR-IV.** Estimated amount: ₹ **1,98,764.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/77/WD38/IV/ZII/24-25
Name of the work: **Annual O & M work of street lighting system in Ward No.-38, BR-IV, KMC.** Estimated amount: ₹ **4,99,605.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/78/WD28/IV/ZII/24-25
Name of the work: **Annual O & M work of street lighting system in Ward No.-28, BR-IV, KMC.** Estimated amount: ₹ **4,99,468.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(7) NIT No. : KMC/LTG/76/WD39/IV/ZII/24-25
Name of the work: **Annual O & M work of street lighting system in Ward No.-39, BR-IV, KMC.** Estimated amount: ₹ **4,99,206.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid (online): **16.11.2024 up to 2 pm (For Sl. No. 4 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **30.10.2024 (2 pm) (For Sl. No. 1 to 7).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).**

The Executive Engineer (Electrical), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ELECT/ELY/ESTM-104/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Supply and installation of Glow Sign Board with allied works at the main gate of Dist.-I Garage/SWM-II under KMC.** Estimated amount: ₹ **2,82,506.09.** Earnest money: ₹ **5,700.00.** Period of completion: **10 days.**

(2) NIT No. : KMC/ELECT/ELY/ESTM-99/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Operation and maintenance of electrical installations at Dist-II Garage throughout the year under KMC.** Estimated amount: ₹ **4,89,324.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(3) NIT No. : KMC/ELY/ESTM-89/24-25
Name of the work: **Supply and installation of a electrical panel for new workshop at Dist-IV Garage under KMC.** Estimated amount: ₹ **3,45,304.86.** Earnest money: ₹ **6,910.00.** Period of completion: **15 days.**

(4) NIT No. : KMC/ELY/ESTM-88/24-25
Name of the work: **Annual electrical maintenance work at Dist-IV Garage, Behala S S Unit and SC (South) under KMC.** Estimated amount: ₹ **4,94,940.00.** Earnest money: ₹ **9,900.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **18.11.2024 - 4 pm (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **05.11.2024 - 4 pm (For Sl. No. 1 & 2)** and **06.11.2024 - 4 pm (For Sl. No. 3 & 4).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, KMC invites e-tender online two part bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/143R/24-25
Name of the work: **Improvement of street lighting system at Bose Pukur Road, N.K. Ghosal Road and adjacent areas in Ward No.-91, BR-X.** Estimated amount: ₹ **2,32,483.82.** Earnest money: ₹ **4,700.00.** Period of completion: **20 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/187/24-25
Name of the work: **Repairing and other works of electrical wiring items at WD-81, 93, 97, 100 Ward Offices and Lighting Offices under BR-X.** Estimated amount: ₹ **1,92,369.65.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/188/24-25
Name of the work: **Repairing of 10 nos. defunct high mast lights as installed by WBTIDC Ltd. within TAC and development of lighting system within the 9 Wards of KMC under TAC in the interest of public service as well as betterment of lighting.** Estimated amount: ₹ **4,42,301.81.** Earnest money: ₹ **8,900.00.** Period of completion: **15 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/185/24-25
Name of the work: **Repairing of street lighting system at Babu Bagan, A.T. Chatterjee Road in Ward No.-92, BR-X.** Estimated amount: ₹ **1,88,080.18.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/186/24-25
Name of the work: **Repairing works of street lighting arrangement at G.D. Birla and adjacent areas in Ward No.-98, BR-X.** Estimated amount: ₹ **1,90,049.65.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of completion of bid: **14.11.2024 up to 12 noon (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **29.10.2024 from 5 pm (For Sl. No. 1 to 5).**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/182/24-25/SP
Name of the work: **Installation of street lighting arrangement at different areas in Ward No.-103, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **4,96,175.63 as per Boq.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/183/24-25/SP
Name of the work: **Improvement of Bustee lighting arrangement at Taltala Bustee, Sardar Para etc. Bustee and slum areas in Ward No.-103, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **2,99,728.32 as per Boq.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/184/24-25/SP
Name of the work: **Development of street lighting arrangement at Sreerampur, Pranabananda Road etc. area in Ward No.-110, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **3,99,771.70 as per Boq.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of completion of bid: **09.11.2024 up to 12 noon (For Sl. No. 6 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **30.10.2024 from 12 noon (For Sl. No. 6 to 8).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 8).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-III, KMC invites open e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/392
Name of the work: **Supply, delivery & installation of water cooler & purifier at Lansdowne KMC Market in Ward No.-72, under BR-VIII.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: **2% of quoted rate.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/417
Name of the work: **Replacement of damaged street & flood light fittings at South Sealdah Road, Mathur Babu Lane & surroundings in Ward No.-57.** Estimated amount: ₹ **4,99,720.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/418
Name of the work: **Installation of electrical system and lighting accessories at Beth Bagan, Tapuriaghata, Parghata Para, Kapali Bagan & other different places in Ward No.-57.** Estimated amount: ₹ **4,49,732.00.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **16.11.2024 at 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** Bid opening date for technical proposals (online): **16.11.2024 - 5 pm (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **29.10.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/373/R
Name of the work: **Improvement of Bustee lighting system at 106 Monoharpukur Road Bustee, 1/4 Monoharpukur Raod Bustee and other different areas in Ward No.-85 under BR-VIII.** Estimated amount: ₹ **3,67,194.00.** Earnest money: ₹ **7,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/329/R
Name of the work: **Repairing of street lighting system at Lt. Tapan Chowdhury Avenue & its surrounding areas in Ward No.-87 under BR-VIII.** Estimated amount: ₹ **2,67,346.00.** Earnest money: ₹ **5,600.00.** Period of completion: **21 days.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/415
Name of the work: **Supply and delivery of decorative lights fittings and lamps at Rames Mitra Road, Bokul Bagan Road, Priyonath Mallick Road and other surrounding areas in Ward No.-72 under BR-VIII.** Estimated amount: ₹ **1,93,840.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **12.11.2024 (6 pm) (For Sl. No. 4 to 6).** Bid opening date for technical proposals on: **12.11.2024 - (6.30 pm) (For Sl. No. 4 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **29.10.2024 (6 pm) (For Sl. No. 4 to 6).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

(784/24-25)

ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করল এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক

কলকাতা ঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ শনিবার, অক্টোবর ১৯, ২০২৪-এ মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত তার সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য ব্যাঙ্কের (ভারতীয় জিএএপি) ফলাফলগুলি অনুমোদন করেছে। ব্যাঙ্কের পরিসংখ্যানগুলি একটি 'সাপেক্ষে' ব্যাংকের সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা সীমিত পর্যালোচনা।একত্রিত আর্থিক ফলাফল: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকে ব্যাঙ্কের একত্রিত নিট রাজস্ব ১৪.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৬০.৪ বিলিয়নে হয়েছে, যা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য ৬৬৩.২ বিলিয়ন থেকে। বিলিয়ন পূর্ববর্তী বছরে ট্রেডিং এবং মার্ক টু মার্কেট লাভ এবং ট্যাক্স ক্রেডিটগুলির জন্য সামঞ্জস্য করা একত্রিত প্যাট , ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে ১৭.৪শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া অর্ধ বছরের জন্য একত্রিত প্যাট ছিল ৩৪৩.০ বিলিয়ন।৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য শেয়ার প্রতি আয় ছিল ২৩.৪ এবং ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর হিসাবে শেয়ার প্রতি বুক মূল্য ছিল ৬৩১.৪। স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল:লাভ এবং ক্ষতির হিসাব: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে ব্যাঙ্কের নেট আয় ৯.২শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪১৬.০ বিলিয়নে হয়েছে, যা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের ৩৮০.৯ বিলিয়ন থেকে।৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য নেট সুদের আয় (সুদের অর্জিত কম ব্যয়) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে ২৭৩.৯ বিলিয়ন থেকে ১০.০শতাংশ বেড়েছে৩০১.১ বিলিয়ন হয়েছে। মূল নেট সুদের মার্জিন মোট ৩.৪৬শতাংশ ছিল , এবং ৩.৬৫শতাংশ সুদ উপার্জন সম্পদের উপর ভিত্তি করে।৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য অন্যান্য আয় (সুদ-বহির্ভূত রাজস্ব) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের ১০৭.১ বিলিয়নের বিপরীতে ১১৪.৮ বিলিয়ন ১১৪.৮ বিলিয়ন ছিল। ৮১.৪ বিলিয়ন ফি ও কমিশন (আগের বছরের অনুরূপ ত্রৈমাসিকে ৬৯.৪ বিলিয়ন), বৈদেশিক মুদ্রা ও ডেরিভেটিভস রাজস্ব ১৪.৬ বিলিয়ন (আগের বছরের একই ত্রৈমাসিকে ১২.২ বিলিয়ন), নেট ট্রেডিং এবং মার্ক টু মার্কেট ২.৯ বিলিয়ন লাভ (আগের বছরের অনুরূপ ত্রৈমাসিকে ১০.৪ বিলিয়ন লাভ) এবং ১৫.৯ বিলিয়ন পুনরুদ্ধার এবং লভ্যাংশ সহ বিবিধ আয় (আগের বছরের অনুরূপ ত্রৈমাসিকে ১৫.১ বিলিয়ন)।৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের পরিচালন ব্যয় ছিল ১৬৮.৯ বিলিয়ন, যা আগের বছরের একই ত্রৈমাসিকে ১৫৪.০ বিলিয়নের চেয়ে ৯.৭শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ত্রৈমাসিকের জন্য খরচ-থেকে-আয় অনুপাত ছিল ৪০.৬শতাংশ।৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য বিধান এবং আনুষঙ্গিকতা ছিল ২৭.০ বিলিয়ন যা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর শেষ প্রান্তিকের জন্য ২৯.০ বিলিয়ন ছিল।৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে ০.৪৯শতাংশ এর তুলনায় মোট ক্রেডিট খরচের অনুপাত ছিল ০.৪৩শতাংশ। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কর পূর্বে মুনাফা ছিল ২২০.১ বিলিয়ন। ত্রৈমাসিকের জন্য কর পরবর্তী মুনাফা ছিল ১৬৮.২ বিলিয়ন। প্যাট আগের বছরে বাজারের লাভ এবং ট্যাক্স ক্রেডিটগুলিতে ট্রেডিং এবং মার্কের জন্য সামঞ্জস্য করা হয়েছে, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে ১৭.০শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।ব্যালেন্স শীট: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত মোট ব্যালেন্স শীটের আকার ছিল ৩৬,৮৮১ বিলিয়ন যা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ৩৪,১৬৩ বিলিয়ন ছিল।

ওয়ার্ল্ড ডেন্টিস্ট ডে'তে দুর্গাপুরে দাঁতের ডাক্তারদের সম্মান জানাল সেনসোডাইন এবং ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন

দুর্গাপুর ঃ হ্যালিয়নের (পূর্বে গ্ল্যাক্সো স্মিথক্লাইন কনজিউমার হেলথ কেয়ার) একটি শীর্ষস্থানীয় ওরগ্যাল কেয়ার ব্র্যান্ড সেনসোডাইন, ৩রা অক্টোবর বিশ্ব ডেন্টিস্ট দিবসের অংশ হিসাবে ভাল মৌখিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে দাঁতের ডাক্তারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উদযাপন করেছে। এই লক্ষ্যে তাঁরা ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন এর সাথেও অংশীদারিত্ব করেছে। মুখের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের অমূল্য অবদানকে সম্মান জানাতে, সেনসোডাইন এবং আইডিএ একযোগে একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে যেখানে ডেন্টিস্টরা, রোগীর জন্য আরো ভালো চিকিৎসার জন্য দন্তচিকিৎসার সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। প্ল্যাটফর্মটি দন্তচিকিৎসার ক্ষেত্রে এবং সমাজে অসামান্য অবদানের জন্য প্রবীণ দাঁতের ডাক্তারদের স্বীকৃতি দেয় এবং সম্মানিত করে।এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে, বিভিন্ন শহর জুড়ে একাধিক চ্যাপ্টারের আয়োজন করা হচ্ছে, যার মধ্যে সাম্প্রতিকতম চ্যাপ্টারটি ২৮ শে অক্টোবর দুর্গাপুরের হোটেল সিটি রেসিডেন্সিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন চ্যাপ্টারে অংশগ্রহণকারীদের মুখের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জ, সক্রিয় স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব এবং সামনে থাকা সবচেয়ে জটিল পরিস্থিতিতে করনীয় বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছে।

এর উদ্দেশ্যই হলো উদ্ভাবন এবং সমাধান-ভিত্তিক আলোচনাকে উত্সাহিত করা।এই অনুষ্ঠানটি স্থানীয় দন্তচিকিৎসকদের অবদানকেও উদযাপন করে, চারটি বিভাগে তাঁদের সম্মানিত করেছে। ডাঃ সুদীপ চ্যাটার্জীকে এই অঞ্চলে দাঁতের যত্নে তাঁর অগ্রণী অবদানের জন্য 'ফাদার ফিগার' হিসাবে সম্মানিত করা হয়। 'হাই সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট' এবং জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ডাঃ ইমরান খান, 'ইউনিক পেশেন্ট কেয়ার' এর জন্য ডাঃ অরুণ চৌধুরী সম্মানিত হয়েছেন যারা রোগীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছেন। এছাড়াও ডাঃ প্যাট্রিক ওয়াং দন্তচিকিৎসার মধ্যে 'প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব' বা 'টেকনোলজিক্যাল এক্সেলেন্স' এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির জন্য স্বীকৃতি পেয়েছেন।এই ইভেন্ট সম্পর্কে নিজের চিন্তাভাবনা তুলে ধরে, কিশলয় শেঠ, ক্যাটাগরি লিড - ওরাল হেলথকেয়ার, হ্যালিয়ন বলেন, ''ভাল মৌখিক স্বাস্থ্য সামগ্রিক সুস্থতার ভিত্তি গঠন করে। ডেন্টিস্টরা কেবল মুখের রোগের চিকিৎসায় করেন না, তাঁরা রোগীদের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন।

আমরা এই বিশ্ব ডেন্টিস্ট দিবসে, ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের সাথে অংশীদারিত্ব করতে পেরে সম্মানিত এবং রোগীর যত্নের জন্য ডেন্টিস্টদের অমূল্য অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে আনন্দিত''।ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল ডাঃ অশোক ধোবলে আরো যোগ করলেন, ''ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন -তে আমাদের লক্ষ্য হল ভারত জুড়ে মুখের স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আমরা নিরাময়মূলক চিকিত্সা থেকে প্রতিরোধমূলক যত্নের দিকে মানুষকে আরো বেশি করে নজর দিতে সচেষ্ট।

সেনসোডাইনের সাথে এই সহযোগিতার মাধ্যমে, আমরা সেই সব ডেন্টিস্টদের সম্মান জানাচ্ছি যারা এই পরিবর্তনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যিকারের প্রভাব ফেলছেন এবং দন্তচিকিৎসার ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন''।বিশ্ব ডেন্টিস্ট দিবস উদযাপনে, সেনসোডাইন ডেন্টিস্টদের সম্মান জানাতে এআই-চালিত ব্যক্তিগতকৃত একাধিক ভিডিও নিয়ে এসেছে, যা রোগী এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে একটি অনন্য উপায় সরবরাহ করে। এছাড়াও শিরোনামে চারটি ডিজিটাল চলচ্চিত্র সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে, যা ভারত জুড়ে মৌখিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা বৃদ্ধিতে দন্তচিকিৎসকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

নিবেদিতার স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠান

কলকাতা ঃ কলকাতার চাঁদপুর সম্মিলনীতে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত 'ডুয়ার্স সমাচার' পত্রিকার উদ্যোগে ও কলকাতা লোক সংস্কৃতি পরিষদের সহযোগিতায় ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিনে এক মহতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ২৮ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্ষেত্র গবেষক ও বর্ষীয়ান সাংবাদিক স্বপন কুমার দাস। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন সাহিত্যিক অরবিন্দ সরকার । অনুষ্ঠানের শুরুতেই রমেন দে ভগিনী নিবেদিতার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ।এছাড়া মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত লেখক ও গ্রন্থকার আমিনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক ভাষণ প্রদান করেন ডুয়ার্স সমাচার পত্রিকার সম্পাদক রমেন দে। তিনি বলেন নিবেদিতার স্মরণে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করার পিছনে তার এই বাংলার জন্য সামাজিক কর্মকাণ্ড এই বাংলার সংস্কৃতিকে আপন করে নেওয়া কাজ করেছে। তার কর্মকাণ্ড ছড়িয়েছিল কলকাতা থেকে শুরু করে দার্জিলিং পর্যন্ত বাঙালি জন্য 'নিবেদিত' প্রাণ ছিল তাঁর। প্রধান অতিথি অরবিন্দ সরকার নিবেদিতার বহুল কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন। কলকাতা লোকসংস্কৃতি পরিষদের পক্ষে বিধান ঘোষ মৃতুঞ্জয় দে সুপ্রিয়া ঘোষ এই সংগঠনের বছরভর নানা কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন। এদিন কবি ও সাহিত্যিক দেবাশীষ চিনহা নিবেদিতার নানা কথা তুলে ধরে বলেন রামকৃষ্ণ শিষ্য অধর সেনের বাড়িতে নিবেদিতা গিয়েছিল। রামকৃষ্ণ দেব বলেছিলেন ঘোড়ায় না চড়তে। সেই ঘোড়া থেকে পড়েই মারা যান। এই বাড়িতে এখনও দূর্গা পুজো হয়।বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত স্কুলে তিনি যেমন করে শিক্ষা দিতেন তেমন ভাবেই আজও শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্যান্য স্কুলে যেমন করে পড়ানো হয় অর্থাৎ এখানে কোন বেঞ্চে বসে পড়ানো হয় না। মাটিতে বসে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এমনকি স্কুলে অভিভাবকদের মধ্যে কোন পুরুষ দের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। শুধু মাত্র মহিলা দের ঢুকতে দেওয়া হয় না। এদিন স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি সংগীত পরিবেশন করেন গুরুদাস সরকার নব চঞ্চল বিশ্বাস সুপ্রীয়া ঘোষ রীনা দে মৃতুঞ্জয় দে রীনা দে সংগীত পরিবেশন করেন। তপতী চ্যাটার্জী সন্ধ্যা মন্ডল সনকা বিশ্বাস প্রিয়াঙ্কা নস্কর পূজা সাহা মণীষা সাহা সুপ্রিয়া ঘোষ তন্ময় দত্তগুপ্ত জয়া বিশ্বাস প্রমুখ। এস এস মিডিয়া র পক্ষে আগত সাংবাদিক চন্দ্রানী জানাকে সম্বর্ধিত করা হয়। নেপালি কবি ও সমাজসেবী পূজা সাহা সমাজসেবার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন ।ক্ষেত্র গবেষক স্বপন কুমার দাস বলেন যে বাঙালির জন্য যে বাংলার জন্য নিবেদিতা নিজের প্রাণ নিবেদন করেছিলেন।

টাটা ক্লিক লাক্সারির সঙ্গে এক্সক্লুসিভ পার্টনারশিপে বুলগারি

কলকাতা ঃ ভারতের অগ্রগণ্য লাক্সারি লাইফস্টাইল প্ল্যাটফর্ম টাটা ক্লিক লাক্সারি এদেশে তার প্রথম ডিজিটাল বুটিক লঞ্চ করার জন্য ম্যাগনিফিসেন্ট রোমান হাই জুয়েলার বুলগারির সঙ্গে এক এক্সক্লুসিভ পার্টনারশিপের কথা ঘোষণা করেছে। এই স্ট্র্যাটেজিক যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতের ই-কমার্স পরিসরে বুলগারি পা রাখছে। এই লঞ্চের পর সারা দেশের সূক্ষ্ম রুচির ক্রেতারা বুলগারির প্রবাদপ্রতিম গয়না, হাতব্যাগ এবং ঘড়ি নিজের বাড়িতে বসেই কিনতে পারবেন। দ্রুত পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক বাজার এবং ভারতীয় ক্রেতাদের কেনার উচ্চাকাঙ্ক্ষারও দ্রুত বদলের কারণে লাক্সারি ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলো সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা নতুন ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিচ্ছে।

এই দ্রুত বেড়ে চলা ক্রেতাসমাজের জন্য নিজেদের বেশি দামের পণ্যের নাগাল বাড়াতে বুলগারি এই যুগান্তকারী পার্টনারশিপ লঞ্চ করেছে। এতে তার অসামান্য সাভিউয়া-ফেয়ারের সঙ্গে টাটা ক্লিক লাক্সারির ডিজিটাল পারদর্শিতা, নাগাল এবং ভারতীয় ক্রেতাদের সঙ্গে দীর্ঘকালের সম্পর্কের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে কড়া ব্রেসলেটের মত ভারতের দ্বারা প্রেরিত সৃষ্টি এবং প্রবাদপ্রতিম বুলগারি বুলগারি মঙ্গলসূত্র থেকে শুরু করে সারপেন্টি ভাইপার ব্রেসলেট এবং বি জির ১ আংটির মত একগুচ্ছ সময়োত্তীর্ণ সৃষ্টি , টাটা ক্লিক লাক্সারি প্ল্যাটফর্মে বুলগারি ডিজিটাল বুটিকের এই সবচেয়ে বিখ্যাত জিনিসগুলোর এক বাছাই করা সম্ভার পাওয়া যাচ্ছে। এই ডিজিটাল বুটিকে বুলগারি টাইম-পিসও থাকবে, যার মধ্যে আছে সুবিখ্যাত সারপেন্টি, প্রবাদপ্রতিম অক্টো ফিনিসিমো সম্ভার এবং আভিজাত্যপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় অক্টো রোমা।

জেলাভিত্তিক লোকশিল্পীদের সম্মেলন

রায়গঞ্জ ঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের আয়োজনে, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের কর্ণজোড়া অডিটরিয়ামের জেলার প্রায় ৫০০ লোকশিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল এক দিবসীয় জেলাভিত্তিক লোকশিল্পীদের সম্মেলন ।উপস্থিত ছিলেন মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী, স্কুল শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সভাধিপতি, উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদ, অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ), উত্তর দিনাজপুর,মহকুমা শাসক, রায়গঞ্জ, জেলা বন আধিকারিক, রায়গঞ্জ রেঞ্জ, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ও শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ, উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদ,

পৌরপিতা, ইসলামপুর, উপ পৌরপ্রশাসক, রায়গঞ্জ প্রমুখ ।বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে লোকশিল্পীদের অবহিত করেন জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ বা তাদের প্রতিনিধিবর্গ। এছাড়া নির্বাচিত কিছু লোকশিল্পীরা নানা সরকারি প্রকল্প ও সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের উপস্থাপনা পেশ করেন।

আঞ্চলিক ওটিটি অফারকে আরও উন্নত করেছে ভি

শিলিগুড়িঃ ভি, ভারতের একটি সেরা টেলিকম অপারেটর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম সানএনএক্সটি -এর সাথে একটি নতুন অংশীদারিত্ব ঘোষণা করেছে। এটি তামিল, তেলেগু, মালায়লাম, কন্নড়, বাংলা, মারাঠি এবং হিন্দি সহ সাতটি ভাষায় দক্ষিণ ভারতীয় ব্লকবাস্টার সিনেমা, এক্সক্লুসিভ সিরিজ, টিভি শো, লাইভ টিভি এবং আরও অনেক কিছুর একটি উন্নত লাইব্রেরি অফার করেছে। সানএনএক্সটি-এর প্রিমিয়াম কনটেন্ট এখন ভি মুভি অ্যান্ড টিভি প্লাস এবং লাইট প্যাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মূল্য যথাক্রমে ২৪৮ টাকা এবং ১৫৪ টাকা। এই সংযোজন ব্যবহারকারীদের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় ওটিটি প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি সানএনএক্সটি অ্যাক্সেস করতে দেয়, গ্রাহকদের অর্থ সাশ্রয় করে এবং সাবস্ক্রিপশন পরিচালনাকে সহজ করে। সমীক্ষা অনুসারে দেখা গিয়েছে যে ২০২৩ সালে আঞ্চলিক ওটিটি সামগ্রীর পরিমাণ ছিল ৫২শতাংশ , হিন্দিতে ৪৮শতাংশ এর তুলনায়। ভি-এর বিভিন্ন গ্রাহক বেসকে প্রিমিয়াম আঞ্চলিক ওটিটি অফার প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোম্পানির মুভি ও টিভি পোর্টফোলিও বাংলা, পাঞ্জাবি, মালায়লাম, এবং কন্নড় কনটেন্ট অন্তর্ভুক্ত করে। সানএনএক্সটি-এর সাথে ভি-এর অংশীদারিত্ব ব্যবহারকারীদের ছয়টি ভাষায় আঞ্চলিক চলচ্চিত্র, শো এবং জনপ্রিয় শিরোনাম অ্যাক্সেস করতে দেয়।

মঙ্গলম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স লিমিটেড

CIN : L65993WB1983PLC035815

রেজি.: অফিস : ওল্ড নিমতা রোড, নন্দন নগর, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৮৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
বাণিজ্যিক অফিস : হল নং ১, এমআর আইকন, নেক্স টু মাইলস্টোন ভাসনা ভ্যালি রোড, ভদোদরা, গুজরাট-৩৯১৪১০
Tel : +91 7203948909| E-mail : compliance@miflindia.com | Website : www.miflindia.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষ একক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী (লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	সমাপ্ত তিন মাস			সমাপ্ত ছয় মাস		সমাপ্ত বছর
		৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কাজের থেকে	৯১.০৮২	৮৭.১৫৭	৬৫.১৭৯	১৭৮.২৩৯	১২৪.৪৭৭	৩৫৪.৪৭২
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালীন (করের পূর্বে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতিরিক্ত সাধারণ বিষয়সমূহ#)	৫৫.৮৬৭	৩৮.৬৫৬	(৭১.৫২৮)	৯৪.৫২২	২৬.০৪৮	২৫.৬৩৩
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালীন করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী বিষয়ের পরে এবং/অথবা অতিরিক্ত বিষয়সমূহ#)	৫৫.৮৬৭	৩৮.৬৫৬	(৭১.৫২৮)	৯৪.৫২২	২৬.০৪৮	২৫.৬৩৩
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালীন করের পরে (ব্যতিক্রমী বিষয়ের পরে এবং/অথবা অতিরিক্ত সাধারণ বিষয়সমূহ#)	৪১.৩৮৪	২৮.৬২০	(৫৯.১০৫)	৭০.০০৪	১৩.১০১	১৮.৭৬৩
৫	মোট তুলনীয় আয় সময়কালীন (তুলনীয় লাভ/(ক্ষতি) সময়কালীন (করের পরে) এবং অন্যান্য তুলনীয় আয় (করের পরে)	৪১.৩৮৪	২৮.৬২০	(৫৯.১০৫)	৭০.০০৪	১৩.১০১	১৮.৭৬৩
৬	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (শেয়ারের সংখ্যা)	৯৬১৬.৪৩৫	৯৬১৬.৪৩৫	৯৬১৬.৪৩৫	৯৬১৬.৪৩৫	৯৬১৬.৪৩৫	৯৬১৬.৪৩৫
৭	ফেস ভ্যালু (টাকায়)	১.০০০	১.০০০	১.০০০	১.০০০	১.০০০	১.০০০
৮	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত সংরক্ষণ) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্সশীট অনুসারে)	-	-	-	-	-	(৬৭৬৩.৩২০)
৯	শেয়ার প্রতি আয় (কার্যকরী ও অকার্যকরী বিষয়ে)						
	মূল :	০.০০৪	০.০০৩	(০.০০৬)	০.০০৭	০.০০১	০.০০২
	মিশ্র :	০.০০৪	০.০০৩	(০.০০৬)	০.০০৭	০.০০১	০.০০২

দ্রষ্টব্য :
১. ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষরের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী নিরীক্ষক কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত হয়েছে ২৯ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালকবর্গের সভায় গৃহীত হয়েছে।
২. উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএনডিএএস) নির্ধারিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩৩ ধারা অনুসারে চূড়ান্ত করা হয়েছে এর সঙ্গে পঠনীয় কোম্পানিজ ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড রুলস ২০১৫ (সংশোধিত) এবং প্রয়োজনীয় রেগুলেশন ৩৩ অফ দি সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) (ক্ষেত্রীয়দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ অনুসারে সংশোধিত।
৩. পূর্ববর্তী বছরের অর্থাঙ্ক গুলি প্রয়োজনানুসারে পুনর্সজ্জিত ও পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে চলতি সময়ের প্রেক্ষিতে।
৪. কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে এবং রেগুলেশন ৩৩ অফ দি সেবি (ক্ষেত্রীয়দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ অনুসারে নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে নিরীক্ষণ প্রতিবেদনের যোগ্যতা দেখানো হয়নি।
৫. আইএনডি এএস-১০৮-এর গাইডলাইনানুসারে 'ক্ষেত্রীয় কার্যাবলী' এবং কোম্পানির ব্যবসায়িক বিষয় একটি মাত্র সীমাবদ্ধ সেটি হল আর্থিক এবং এই সংক্রান্ত কার্যাবলী সেই কারণে ক্ষেত্রীয়ভিত্তিক ফলাফল আইএনডিএএস-১০৮ প্রযোজ্য নয়।
৬. ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের বিনিয়োগকারীদের কোনো অভিযোগ বকেয়া নেই।
৮. উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.miflindia.com এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ।

বোর্ডের পক্ষে
মঙ্গলম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- ভেঙ্কটা রমানা রিভুরু
ডিরেক্টর
DIN : 02809108

স্থান : ভদোদরা
তারিখ : ২৯ অক্টোবর, ২০২৪

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করল

কলকাতা ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ভারতরত্ন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী স্মরণে সদর দফতর গার্ডেন রিচ-এ রাষ্ট্রীয় একতা দিবস (জাতীয় ঐক্য দিবস) পালন করল। অনিল কুমার মিশ্র, জেনারেল ম্যানেজার, সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের কন্টিনজেন্টদের দ্বারা উপস্থাপিত আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী সৌমিত্র মজুমদার, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, এসই রেলওয়ে, দপ্তরের প্রধান প্রধান, অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মীরা। অনিল কুমার মিশ্র, মহাব্যবস্থাপক, এসইআর এই উপলক্ষে আরপিএফ কর্মীদের দ্বারা আয়োজিত একটি মোটর সাইকেল র‍্যালির পতাকা দেখান। তিনি রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য গার্ডেন রিচের এসইআর সদর দফতরে আয়োজিত একতার জন্য দৌড়ক্ষ্ম এর পতাকাও তুলেছিলেন। দপ্তরের প্রধান প্রধান এবং অন্যান্য আধিকারিক, বিপুল সংখ্যক নিরাপত্তা কর্মী, এসইআর-এর ক্রীড়া ব্যক্তিরা এবং ভারত স্কাউটস এবং গাইডের সদস্যরা রান ফর ইউনিটিতে অংশ নেন ।দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের চারটি বিভাগেও রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করা হয়েছিল। খড়গপুর, আদ্রা, চক্রধরপুর ও রাঁচি।

অ্যামাজন ফ্রেশ-এর সঙ্গে উৎসব উদ্‌যাপন

কলকাতা ঃ অ্যামাজন ফ্রেশ এই বছরের ১লা নভেম্বর থেকে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত ফেস্টিভ সুপার ভ্যালু ডে অফার করছে, যেখানে তাজা ফল, শাক-সবজি, স্ন্যাকস, পানীয়, মিষ্টি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সহ বিভিন্ন পণ্যের উপর ৪৫শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দিচ্ছে। এই দীপাবলিতে, গ্রাহকরা আশির্বাদ, বিকাজি, পার্লে, দাওয়াত, টাটা সাম্পান এবং ডেটেলের মতো বিশ্বস্ত ব্র্যান্ডের জন্য কেনাকাটা করতে পারেন, তাদের পছন্দের সময়ে সুবিধাজনক দোরগোড়ায় ডেলিভারি সহ ।অ্যামাজন ফ্রেশ দীপাবলির এই আনন্দময় মরসুমে গ্রাহকদের জন্য উত্সব সুপার ভ্যালু ডে অফার করছে। এখানে বিদ্যমান প্রাইম গ্রাহকরা ৪৫শতাংশ পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারেন, ৩০০ টাকার ফ্ল্যাট ক্যাশব্যাক এবং বিনামূল্যে ডেলিভারি সাথে।

Change of Name
I, Disha Das D/o. Dilip Das Present R/o. Village-Hamidhati Pilkhundi, P.O.- Salar, P.S.- Salar, Dist.- Murshidabad, State- W.B., Pin-742401 and permanent R/o. Village-Salana, P.O.- Khetri, P.S.- Khetri, Dist.- Kamrup Metro, State- Assam, Pin-782403 shall henceforth be known as Disha Parvin. I declare that Disha Parvin and Disha Das is same and one identical person by virtue of an affidavit no. 2132 sworn before the Notary Public, Lalbagh, Murshidabad on 29.10.2024.

Change of Name
I, Nurnihar Bibi (Old Name) W/o. Md. Shahnawaj Alam R/o. Niyala, P.O. & P.S. - Pandua, Dist.- Hooghly, Pin-712149, W.B. shall henceforth be known as Noor Nehar Begum (New Name). I declare that Noor Nehar Begum (New Name) and Nurnihar Bibi (Old Name) is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29.10.2024.

Change of Name
I, Md. Wazid Ali (Old Name) S/o. Md. Abdul Hai R/o. Niyala, P.O. & P.S. - Pandua, Dist.-Hooghly, Pin-712149, W.B. shall henceforth be known as Md. Wajid Ali (New Name). I declare that Md. Wajid Ali (New Name) and Md. Wazid Ali (Old Name) is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29.10.2024.

CHANGE OF NAME
I, MANALI BANERJEE (OLD NAME). W/O ARNAB BANERJEE & D/O LATE UTPAL MUKHERJI RESIDING AT 173, KALIPADA MUKHERJEE ROAD, FLAT-6, PO.-BARISHA, PS.- HARIDEVPUR, KOL-700008 WB. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANALI MUKHERJI (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC FROM BANSHALL COURT KOLKATA VIDE AFFIDAVIT NO.14 DATED 29.10.2024. THAT MANALI BANERJEE (OLD NAME) AND MANALI MUKHERJI (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME
I, Md. Abdul Halim Molla, S/o. Late Md. Abdul Hai Molla, residing at Vill.-Padmer Hat, Kalikapota, P.S.- Usthi, Dist.- South 24 Parganas, declare that, my actual name is Md. Abdul Halim Molla, which is recorded in my Aadhaar Card. Some of my other relevant papers and documents and in my old Passport bearing No. P6731582, my name is recorded as Mohammed Abdul Halim Molla in place of my actual name Md. Abdul Halim Molla. As per affidavit vide no.67182 before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 23.10.2024, Mohammed Abdul Halim Molla and Md. Abdul Halim Molla is one and same identical person.

CHANGE OF NAME
I, Bharati Abhibhai Majumdar, S/o. Late Jivandas Khimjee, residing at 20, Shakespeare Sarani, Kolkata- 700071, declare that I have changed my name from Bharati Abhibhai Majumdar to Bharati Majumdar and henceforth I shall be known as Bharati Majumdar in all purpose vide Affidavit Sl. No. 73/2024 as sworn before the Notary Public, Bankshall Court, Kolkata on 29.10.2024 that, Bharati Majumdar and Bharati Abhibhai Majumdar is identically one and same person.

CHANGE OF NAME
I, MUKUL KUMAR SHARMA (OLD NAME), S/O LATE UMESH CHANDRA SHARMA RESIDING AT 28, PANCHANANTALA ROAD, 4TH FLOOR, FLAT NO. 401, PO. & PS. -BALLY, DIST- HOWRAH, PIN-711201WB SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUKUL SHARMA (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC FROM BANSHALL COURT KOLKATA VIDE AFFIDAVIT NO.59 DATED 28.10.2024.THAT MUKUL KUMAR SHARMA (OLD NAME) AND MUKUL SHARMA (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME
I, Khadija Bibi, W/o. Late Md. Abdul Hai Molla, residing at Vill.- Padmerhat, Kalikapota, P.S.- Usthi, Dist.- South 24 Parganas, declare that, my actual name is Khadija Bibi which is recorded in my Aadhaar Card. Some of my relevant papers and documents my name are bearing as Khodeja Bibi in place of my actual name Khadija Bibi. As per affidavit vide no. 67183 before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 23.10.2024, Khodeja Bibi and Khadija Bibi is one and same identical person.

আমি ফারুক মন্ডল, পিতা আমিন মন্ডল, সাকিন বেয়াড়া, বাগদা বিগত ইংরাজি ২২/০৫/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. বারাসাত অফিসে ২৬৭৯ নং কোবলা মূলে বারাসাত সাকিনের বিগত ইংরাজি ০১/১২/২০২৩ তারিখে রামকৃষ্ণ দাস, পক্ষে নিযুক্তিয় আমমোক্তার দিদার আলি মোল্লা সাকিন সাংমুড়া থানা বারাসাত, যাহার পাওয়ার নং ৬৫৮৯/২৩, যাহার জে.এল. নং ১০৩, খতিয়ান ১২৩১ ভুক্ত এল.আর. ৪১৬ দাগে কমবেশি ৩.৫৬ শতক জমি খরিদা সূত্রে প্রাপ্ত হই। উক্ত পাওয়ার অফ এটোর্নি নিয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে B.L ও L.R.O. অফিস বারাসাত ১ এ যোগাযোগ করিবেন।
ফোন নং ৬২৯১০৭১৭২১

CHANGE OF NAME
I, ESMATARA BEGUM W/o MOHAMMED AULIA R/o Vill-Dakshin Sardaha, Atghara, P.O & P.S-Haror, North 24 Parganas, W. B. Pin-743425 declare that actual spelling of my name ESMATARA BEGUM recorded in my Aadhaar Card, Pan Card, Voter Card and Bank account of SBI. But wrong spelling of my name ASMATARA BEGUM recorded in my Passport bearing L2087034. ESMATARA BEGUM and ASMATARA BEGUM is the same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Peblic, Kolkata on 28.10.2024.

CHANGE OF NAME
I, SINGH BASABDUTTA (OLD NAME), D/O LATE BIJOY PRASAD SINGHA & W/O UDAY SINHA RESIDING AT MISSION COMPOUND, BOLPUR (M), PO. & PS.-BOLPUR, DIST- BIRBHU, PIN-731204WB. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BASABDUTTA SINGHA(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AFFIDAVIT FROM BANSHALL COURT KOLKATA VIDE AFFIDAVIT NO.57 DT.28.10.2024. THAT SINGH BASABDUTTA (OLD NAME) AND BASABDUTTA SINGHA (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME
I, Md. Noorul Haque (Old name), S/o Ainul Haque, resident of Nadipar Sitla Danga, Asansol, P.O.-Asansol, Pin- 713302, P.S.- Asansol (N), Dist.-Paschim Bardhaman, have changed my name and shall henceforth be known as Noorul Haque (New name) as declared before the Executive Magistrate at Asansol, District – Paschim Bardhaman - vide affidavit dated 28.10.2024, Md. Noorul Haque (Old name) and Noorul Haque (New name) both are same and identical person.

-: **Tender Notice** :-

West Bengal Police Housing & Infrastructure Development Corpn Ltd having its office at 3rd floor, Araksha Bhawan, Block – DJ, Sector – II, Salt Lake, Kolkata – 91 is inviting open tender from experienced agency for works of A) WBPHIDCL/EE-(HQ-I)/NIT-183(e)/2024-2025 (4th Call), Day to Day operation of Pump Motor Set, Operation, Emergent repair, maintenance of 11KV/415V, 3phase, 630KVA Indoor Substation including 11KV VCB, 2nos. 315kVA transformer, LT Panel, Under Ground Cable, 2 nos. 250KVA 1 nos. 125KVA DG Sets, Feeder Pilers, Street Lights, 150KVA LT bulk load Distribution Panel of all residential and non residential buildings for SIRB Campus at Rajnagar, Birbhum (137 days) from 15-11-2024 to 31-03-2025. **Estimated Amount put to Tender Rs. 5,65,901/-, Tender Id: 2024_WBSPH_765516_1, B) WBPHIDCL/EE-(HQ-I)/NIT-184(e)/2024-2025 (2nd Call),** Day to Day operation, emergent repair maintenance of 11KV/415V, 3phase, 1X315 KVA & 1X250 KVA Indoor Substation including 11KV VCB, 315 & 250 KVA Transformer, LT Panel, Over Head Line, Under Ground Cable, Feeder Pillers, Street Lights, of all residential and non residential office buildings of Salua EFR 1st Battalion under Paschim Medinipur District (137 days) from 15-11-2024 to 31-03-2025. **Estimated Amount put to Tender Rs. 6,35,445/-, Tender Id: 2024_WBSPH_765890_1, C) WBPHIDCL/EE-(HQ-I)/NIT-185(e)/2024-2025 (5th Call), Sl no 1 & 2, i)** Emergent and Routine maintenance of Civil work (All Building, S&P and Tank cleaning) for different buildings under FSL, Belgachia Kolkata from 15.11.2024 to 31.03.2025. **Estimated Amount put to Tender Rs. 8,50,000/-, Tender Id: 2024_WBSPH_765908_1, ii)** Emergent and Routine maintenance of Civil works (All buildings and S&P) for different buildings of the office of the Shibpur P.S. with Police housing Complex, Shibpur Police Lines, Bataitala T.O.P, A.J.C.Bose B Garden P.S under DCP(Central) in Howrah Police Commissionerate from 15.11.2024 to 31.03.2025. **Estimated Amount put to Tender Rs. 7,62,200/-, Tender Id: 2024_WBSPH_765908_2, Last date & time of submission of bids online is 09.11.2024 at 10.00 AM. For further details please visit www.wbtenders.gov.in.**

দলে অনেক গদ্দার রয়েছে, দল বেচে খাচ্ছে : সুজাতা মণ্ডল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: দলে এমন অনেকে আছেন যারা ২০১১ সাল থেকে পদ রয়েছেন আর দলকে বেচে খাচ্ছেন। নির্বাচনের আগে তাঁরা অন্য রূপ ধরেন। নিজে বা নিজের পছন্দের প্রার্থী না হলে বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে রাতের অন্ধকারে বসে সেটিংয়ের খেলা খেলেন। দলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার পদাধিকারীদের একটা বড় অংশ যে নির্বাচনের আগে বিজেপি প্রার্থীর কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে দলের সঙ্গে গদ্দারি করেছেন তা সবাই জেনে গিয়েছে। এখন তারা ধরা পড়ে গিয়েছেন। কিন্তু তারা নির্লজ্জ, পদ আঁকড়ে রয়েছেন। সোমবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার ইন্দাসে দলের বিজয়া সম্মেলনের মঞ্চে বক্তব্য রাখতে উঠে কারোর নাম না করে এরকম বিস্ফোরক মন্তব্য করেন সুজাতা মণ্ডল। এদিকে প্রকাশ্যে দলের দাপুটে নেত্রীর এমন বিস্ফোরক মন্তব্যে অস্বস্তিতে পড়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব। এই সুযোগে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, চলতি বছর লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের হারের পিছনে বিজেপি নয়, দায়ী তৃণমূলেরই জেলা ও ব্লক নেতৃত্বের একাংশ। তাদের গদ্দারির কারণেই এই ফল। বিজেপি প্রার্থীর কাছে টাকা খেয়ে তারা দলের প্রার্থীকে হারিয়েছেন। এই মন্তব্য সুজাতাদেবী আগেও বহুবার করেছেন। তবে এবার প্রকাশ্য সভামঞ্চ থেকে ক্ষোভ উগরে দিলেন সুজাতা মণ্ডল। তার অভিযোগ, সারা বছর দলকে বেচে খেলেও নির্বাচনের আগে দলের সাথে গদ্দারি করেছেন তারা। লোকসভা নির্বাচন ২০২৪ এ রাজ্যের যে আসনগুলিতে সবার নজর ছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ-র বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রার্থী করেছিল সৌমিত্র খাঁর প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা মণ্ডলকে। নির্বাচনে ৫ হাজারের কিছু বেশি ভোটে বিজেপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন সুজাতা। তারপর থেকেই ভোটে হার নিয়ে অন্তর্ঘাতের তত্ত্ব তুলে ধরে সরব হন তিনি। সেই তত্ত্বকে হাতিয়ার করে এবার দলের ব্লক ও জেলা নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে শুরু করলেন সুজাতা। তবে তাল ডাংরা উপনির্বাচনে মুখে এই মন্তব্যে দল চরম অস্বস্তিতে পড়েছে।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে হাওড়ার পরিচালক - অভিনেতা প্রশংসিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: সম্প্রতি কোলকাতার নন্দন তিনে হয়ে গেল কলকাতা সিনেমা থেক আয়োজিত চতুর্থ কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এই উৎসবে স্থান পেয়েছিল ৯৯টি পশ্চিমবাংলা এবং বিদেশি ছোট ছবি। আর তাতেই পর্দায় দেখানো হলো হাওড়ার জগাছার বৈদ্যনাথ দাসের দুটি ছবি লকডাউন ও চন্ডী মন্দিরের থান। পুরস্কার প্রধান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেত্রী অলকানন্দা রায়, মমতা শঙ্কর, দেবিকা মুখার্জি অভিনেতা ও সাংবাদিক ঋতব্রত ভট্টাচার্য। বৈদ্যনাথ দাসের লক ডাউন ছবিটি ও ভয়াল ভয়ংকর ভৌতিক ছবি চন্ডী মন্দিরের থান দর্শক মনে বিশেষ সাড়া ফেলেছে। করোনা আবহাওয়ার সময় তৈরি হওয়া লক ডাউন ছবিটি সকলকে আকৃষ্ট করেছে কারণ এতে এমন একটি বার্তা মানুষের সামনে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল যেটা সে সময়কালে খুবই প্রাসঙ্গিক। ওনার দ্বিতীয় ছবি চন্ডী মন্দিরের থান গল্পটি গ্রাম বাংলার সেই ভৌতিক সময়কালের ভয়ানক জীবন যাপনকেই বার্তা দেয়।

ডোমজুড় বন্দর বাগপাড়া অগ্রণী সংঘের মা নিজেই পুজোর উৎসাহদাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: আজ থেকে পনেরো বছর আগের কথা, ডোমজুড় বন্দর বাগ পাড়ার কিছু শিশু কিশোর মিলে দক্ষিণা কালী মায়ের আরাধনার ব্রতী হবেন বলে মনস্থির করলেন। এ মায়েরই ইচ্ছা ছিল, সেখানে পূজিত হওয়ার। সেই ছেলেদের মাধ্যমে দক্ষিণা কালী মাতা বন্দর বাগ পাড়ায় শ্যামা পূজার দিন পূজা পেতে শুরু করে। প্রথম কয় বছর অনাড়ম্বর ভাবে পূজিত হলেও আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি না থাকায়, সেই পূজা আজ ডোমজুড় বন্দর বাগ পাড়ার অন্যতম দক্ষিণা কালী পূজার স্থান নিয়ে নিয়েছে। বর্তমানে ডোমজুড়ের শ্যামা কালী পূজায় বন্দর বাগ পাড়া অগ্রণী সংঘ সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার পেয়ে আসছে,অগ্রণী সংঘের সদস্য সদস্যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। আজ অগ্রণী সংঘের কালী পূজার কথা ডোমজুড় বাসী প্রত্যেকেই প্রায় জানে। কারণ হিসাবে উঠে আসছে, মাতৃ আরাধনার পাশাপাশি তাদের সামাজিক কার্য কলাপ। পূজা উপলক্ষ্যে অগ্রণী সংঘ মহাধুমধামে অন্নকূট এর আয়োজন করে থাকে। যেখানে সহস্রাধিক মানুষ ভোগ গ্রহণ করেন। এছাড়াও বস্ত্র বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে, ধীরে ধীরে বড়ো হওয়া বন্দর বাগ পাড়া অগ্রণী সংঘ। অগ্রণী সংঘের দক্ষিণা কালী মায়ের পূজা আরম্ভের অন্যতম ব্যক্তি বর্তমান যুগ্ম সম্পাদক সমুদ্রনীল বিশ্বাস জানান, খুবই জাগ্রত এই মা। তাঁর আরাধনায় ব্রতী হতে তিনি নিজেই যেন আমাকে ও আমাদের সংগঠন কে শক্তি জুগিয়ে চলেছেন। অগ্রণী সংঘের পূজা পরিচালনায় বর্তমান সভাপতিদ্বয় হলেন প্রশান্ত পাড়ুই ও গোরাচাঁদ পাড়ুই। আর যুগ্ম সম্পাদক হলেন গোপাল মাল ও সমুদ্রনীল বিশ্বাস। আর এদের সঙ্গে সহযোগিতা আছেন সমগ্র অগ্রণী সংঘের সদস্য সদস্যবৃন্দ। এ বছর তাদের পূজা ষোলো বছরে পদার্পণ করেছে, তিন দিন ধরে পূজা পাঠের পাশাপাশি বিগত বছরের মতো অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে মহাধুমধামে।

অচৈতন্য হওয়ার ইনজেকশন দিয়ে মহিলাকে অচৈতন্য করে ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাসনাবাদ ঃ ডাক্তার দেখাতে আসা এক মহিলাকে ইঞ্জেকশন দেওয়ার নাম করে অচৈতন্য হওয়ার ইনজেকশন দিয়ে মহিলাকে অচৈতন্য করে তাকে ধর্ষণ। এবং সেই ছবি মোবাইলে ক্যামেরায় তুলে ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণ এবং চার লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ। অগত্যা মহিলা হাসনাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে ডাক্তার গ্রেফতার। মহিলার স্বামীর অভিযোগ, তিনি কর্মসূত্রে রাজ্যের বাইরে থাকে, মহিলা শরীর খারাপ হওয়ায় স্থানীয় এই ডাক্তার নুর আলম সরদারের কাছে যায়। ডাক্তার ইনজেকশন দেওয়ার নাম করে অচৈতন্য হওয়ার ইনজেকশন দিয়ে মহিলাকে অচৈতন্য করে ধর্ষণ করে এবং সেই ছবি তোলে এবং সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার ভয়ে দেখিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে এবং মহিলা কাছ থেকে একাধিক বারে ৪ লক্ষ টাকা নেয় এবং আরো টাকার দাবি করে। এরপর মহিলা তার স্বামীকে সব ঘটনা খুলে বলে। স্বামী বাড়ি এসে ওই ডাক্তারের বিরুদ্ধে হাসনাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ডাক্তারকে হাসনাবাদ থানার পুলিশ সোমবার রাতে গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয় এবং ওই মহিলার গোপন জবানবন্দী নেওয়া হবে।

অনুব্রত ও কাজলের লড়াই আবার বীরভূমের রাজনৈতিক হিংসা হানাহানি বাড়বে, দাবি বিরোধীদের

পিয়ালী দাস, বীরভূম: বীরভূমের রাজনগর থানার চন্দ্রপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয় সম্মেলনী অনুষ্ঠানে ফের গড় হাজির থাকলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির সদস্য কাজল শেখ। মঞ্চে কাজল শেখের অনুপস্থিতি নিয়ে বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির আহ্বায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী জানান, মঙ্গলবার সকালে তিনি কাজলকে ফোন করে জানিয়েছেন চন্দ্রপুরে দলের বিজয় সম্মেলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য, কিন্তু কাজল শেখ জানিয়েছেন, আবাস যোজনা নিয়ে তার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক থাকায় তিনি এদিনের বিজয় সম্মেলনী অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকতে পারবেন না। বিকাশবাবু আরও দাবি করেন, প্রত্যেকটি বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানেই কাজল শেখকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেই কারণে ওর কমিটির তরফ থেকে তার কাছে আমন্ত্রণ যায়নি বলে যে অভিযোগ উঠেছে তা একেবারেই ভুল। এদিনের বিজয় সম্মিলনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বীরভূমে কোনরকম দলাদলি নেই, আমরা সবাই সৈনিক, দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জী নেতৃত্বে মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়াটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আমরা সবাই এক। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, মমতা ব্যানার্জী বলে দিয়েছেন মানুষের কাছে নমনীয় হয়ে হাতজোড় করে কাজ করতে হবে। মানুষকে মেজাজ দেখাবেন না। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে বহু মানুষ মমতা ব্যানার্জীর হাতের তৈরি একাধিক জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা নিতে পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতে আছেন, তাদেরকে বসিয়ে এক কাপ চা খাওয়ান। তার সাথে কথা বলুন, কি বিষয়ে তার সমস্যা হয়েছে এটা মন দিয়ে শুনুন, তারপর তার সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করুন। মানুষ সিপিএমের আমলে কোন রকম সরকারি পরিষেবা কোথাও পায়নি, কোন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তাদের বাড়ি পৌছায়নি, কিন্তু গত ১৩ বছর ধরে মা মাটি মানুষের সরকার মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে একাধিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধা। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর মানুষের ভরসা বহুগুণ বেড়ে গেছে। গ্রামের মানুষরা জানতে পেরেছে মমতা ব্যানার্জি তাদের জন্য যতগুলো প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছে সেগুলোই জীবনের আর্থিক নিশ্চয়তা দিতে পারে। যদিও অনুব্রত মণ্ডলের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছে বিরোধীরা, বিজেপি এবং সিপিএমের দাবি, অনুব্রত মণ্ডল মুখে যাই বলুন না কেন এখনো তিনি গরু পাচার মামলা থেকে মুক্ত হননি। সেটা বুঝতে পেরেই মুখে ভালো ভালো কথা বলছে। বিগত নির্বাচনগুলোর সময় যেভাবে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ওপর দিনের পর দিন অত্যাচার করেছে, মিথ্যে কেস দিয়ে ফাঁসিয়েছে, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতেই হবে। কেষ্ট কাজলের লড়াই আবার বীরভূমের রাজনৈতিক হিংসা হানাহানি বাড়বে বলেই দাবি বিরোধীদের।

আরামবাগে বসন্তপুর মোড়ের কালীর সহচর ডাকিনী-যোগিনী ঘিরে নানা লোকশ্রুতি

নিজস্ব সংবাদদাতা আরামবাগ ঃ হুগলি জেলার আরামবাগে বসন্তপুর মোড়ের কালীর সহচর ডাকিনী যোগিনী ঘিরে নানা লোকশ্রুতি ছড়িয়ে আছে। ডাকিনী যোগিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের তন্ত্র সাধনার ইতিহাস। কথিত আছে, মা সারদা বসন্তপুর মোড়ের কালীস্থান পেরিয়ে ভালিয়া হয়ে দক্ষিণেশ্বর পৌঁছাতেন। কার্তিকী অমাবস্যায় বিশুদ্ধ তান্ত্রিক মতে দেবীর মায়ের পুজো হয়। আরামবাগ বসন্তপুর মোড় নাগরিক ও পুজো কমিটি বর্তমানে এই কালী মায়ের পুজো করে। লৌকিক বিশ্বাস বসন্তপুর মোড় একসময় কালী সাধনার ক্ষেত্র ছিল। এলাকার মানুষ ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দে ধূমধাম করে এখানে দেবী মায়ের পুজো শুরু করেন। প্রতিবারের মতো এবারও পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এই পুজোয় ডাকিনী যোগিনী দেবীর সহচর রূপে পাশে থাকেন। মায়ের সঙ্গে তাদের থাকা নিয়ে নানা মাহাত্ম্য ছড়িয়ে আছে। এই দুই সহচরীর ইতিহাসের সঙ্গে বৌদ্ধ তন্ত্র ধর্মের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী বজ্রযোগিনীর দুদিকে দুজন যোগিনী থাকতেন। বজ্র বর্ণনী ও বজ্র বৌরচনী। পরবর্তীতে হিন্দু তন্ত্রের মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তার দুই সহচরী ডাকিনী ও বর্ণিনী রূপে পরিচিতি লাভ করে। ডাকিনী ডাক শব্দের স্ত্রী রুপ । ডাকিনী মানে জ্ঞানী। তন্ত্র জ্ঞান অর্জনকারী নারীরা উপাধি ডাকিনী। যোগীনী হলেন যিনি মায়ের যোগান দেন। দৈব স্বত্বার যোগের যিনি সাধনা করেন। পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য রাজকুমার দত্ত বলেন, পথের ধারে মায়ের ছোট করে পুজো করা হয়। কিন্তু এই পুজোর সঙ্গে প্রাচীন তন্ত্র ধর্মের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। সেই ইতিহাস বর্তমান প্রজন্ম ভুলে গেছে। প্রথা ও রীতি মেনে মায়ের পুজো হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। পুজো কমিটির আর এক সদস্য আনন্দ অধিকারী বলেন, কথিত আছে মা সারদা কামারপুকুর থেকে বসন্তপুরের পথ দিয়ে ভালিয়া জঙ্গল পেরিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। সেইসময় জনবিহীন এই এলাকায় কোন এক সাধক ডাকিনীযোগিনী সহ মায়ের পুজো করতেন। পরবর্তী সময়ে নতুন করে এই মায়ের পুজো শুরু হয়। টিনের শেডের মধ্যে মাকে রাখা হয়েছে। এলাকার মানুষের বিশ্বাস মা পথচারীদের দুর্ঘটনার হাত থেকে তিনি রক্ষা করেন। শহরের বাসিন্দা বিভাংশু দত্ত বলেন, আরামবাগ মহকুমায় বহু কালীর পুজো হয়। এই এলাকা তন্ত্র কালী সাধনার অন্যতম পীঠ ছিল। এই কালীপুজোর সঙ্গে সম্ভবত পালযুগের বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনার ইতিহাস লুকিয়ে আছে। বৌদ্ধযুগে চুরাশি সিদ্ধের অনেকের গুরু ছিলেন লোক ডাকিনী,জ্ঞান ডাকিনীরা। বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ছিলেন নিগু ডাকিনী। পরবর্তীতে হিন্দু তন্ত্র কালী সাধনায় তারাই মা কালীর সহচর রুপে লৌকিক রুপে পূজিত হয়ে আসছেন। বসন্তপুর মোড়ের ডাকিনী যোগিনীসহ কালীও অতীতের সমৃদ্ধময় তন্ত্র সাধনার ইতিহাস বহন করে চলছে বলে মনে হয়। পরিশেষে বলা যায় এই পুজোকে কেন্দ্র করে মেতে ওঠেন এলাকার মানুষ।

ডোমজুড়ে নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: সোমবার সন্ধ্যায় হাওড়ার ডোমজুরের বাঁকড়া ফাঁড়ির পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাঁকড়া জাপানিগেটে অভিযান চালিয়ে প্রায় উদ্ধার করলো ৪৬ কেজি নিষিদ্ধ বাজি। পুলিশ এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে। মূলত কালীপুজোর আগে হাওড়ার সাঁকরাইলে, মালিপাঁচঘড়া, লিলুয়া থেকে পুলিশের আগে প্রচুর নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করেছে। এবার হাওড়ার ডোমজুড়ের বাঁকড়া থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ ও নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করল।

আরামবাগে ৬ নভেম্বর সিপিএমের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ একাধিক দাবি নিয়ে আরামবাগ মহকুমা শাসককে একটি ডেপুটেশন দিতে যাচ্ছে সিপিআইএম। সেজন্য সিপিআইএম নেতৃত্বরা একটা দিনক্ষণ ঠিক করতে গিয়েছিল মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে। জানা গেছে, আগামী নভেম্বর মাসের ৬ তারিখ ডেপুটেশন দেবে। জানা গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সংক্রান্ত বিষয়ে, আবাস যোজনার যে সমীক্ষা চলছে সেখানে প্রকৃত উপভোক্তরা রয়েছে তারা যেন বাদ না পড়ে। আবাস যোজনার তালিকা প্রকাশ্যে টাঙাতে হবে এবং সমীক্ষা করে যা পাওয়া যাবে সেই তালিকা টাঙানোর তারা দাবি জানিয়েছে। এছাড়াও ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে আরামবাগ মহকুমায় বন্যার পর আবারো চাষ জমিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের সঠিক ক্ষতিপূরণের দাবিও জানাবে আরামবাগের সিপিআইএম। এদিন মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে গিয়েছিলেন, হুগলি জেলার সিপিআইএমের সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সিপিআইএম এক নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুশান্ত মন্ডল ও সুশান্ত চক্রবর্তী।

দীপাদের তৈরি মোমবাতি এখন পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: মহামায়া রায়, প্রত্যুষা বারুই, দীপা মান্না, কাকুলী মণ্ডল, করুণা মণ্ডল। এরা প্রত্যেকেই অন্ধকার পৃথিবীর বুকে একমুঠো আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাঁরা তাদের মতো করে বিভিন্ন ধরনের মোমবাতি তৈরি করে চলেছেন। আলোর উৎসব দীপাবলি ও শ্যামা কালী পূজা উপলক্ষে তাদের এই উদ্যোগ। হাওড়ার বাগনানের বাঙ্গালপুরে বাঙ্গালপুর মহিলা বিকাশে এখন সাজো সাজো রব। এখানকার তৈরি দ্রব্য এখন বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। বাজার থেকে মোম ও সুতো সংগ্রহ করে নিজেদের উৎপাদিত ভেষজগুণ সম্পন্য বিভিন্ন ধরনের রং দিয়ে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে তারা মোমবাতি তৈরি করে চলেছেন। ২ টাকা ৫০ থেকে ২০০টাকা পর্যন্ত মূল্যের মোমবাতি তৈরি করে চলেছেন তাঁরা। ডাইস বা ফরমায়, ছাঁচ এ সুতো দিয়ে সাদা মোম ঢালার পর সঠিক পদ্ধতিতে মোমবাতি তৈরি করা হয়। মহিলা বিকাশের মহিলাদের মোমবাতির চাহিদা এখন তুঙ্গে। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন জনের চাহিদা অনুযায়ী অগ্রীম অর্ডার নিয়ে ও গ্রুপের মহিলারা নিজের নিজের চাহিদা অনুসারে তৈরি করেন। উৎপাদন, বিপণন, সরবরাহ, আপনা বাজার চিত্রা ও বিভিন্ন ধরনের মেলায় গিয়ে ষ্টল করে সহ ক্রয় করছেন। বিগবাতী, ষ্ট্যান্ড বাতী, পিলসৌচ, দাবার গুটির মত বাতি, প্যাকেট বাতি, মন্দির বাতি, নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করে নতুন নতুন ধরনের বাতি তৈরি করে চলেছেন বলে জানান বাঙ্গালপুর মহিলা বিকাশের প্রতিষ্ঠাতা মাধুরী ঘোষ।

আরামবাগের ১২জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি মহকুমা আদালতের

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলি জেলার আরামবাগ থানার বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত ১২ জন ব্যক্তিকে অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও পুলিশ সন্ধান না পাওয়াই অবশেষে দেখা মাত্রই গ্রেফতারের হুলিয়া জারি করল মহামান্য আরামবাগ মহকুমা আদালত। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই ওই অভিযুক্তদের খোঁজ চালাচ্ছে আরামবাগ পুলিশ। থানা সূত্রে জানা গেছে, ওই অভিযুক্তদের নাম ও ঠিকানা। ১. মানোয়ার আলী, জি আর নং ১৬৪/১৪, পিতার নাম, জামালউদ্দিন। বাড়ি আরামবাগের হিয়াৎপুর এলাকায়। ২. শেখ ইসরাইল, জিআর নং ৩৭/১৯৯৬, পিতার নাম শেখ মনসুর, বাড়ি আরামবাগ পৌরসভার ৬নম্বর ওয়ার্ডের আন্দিমহল্লায়। ৩. কালিপদ দাস, জিআর নং ১৩/৯৬, পিতার নাম মৃত লালমোহন দাস, বাড়ি আরামবাগের সালেপুরে। ৪. শেরশাহ মোল্লা, জিআর নং ১৩৬৩/১৬ পিতার নাম এহিয়া মোল্লা, বাড়ি আরামবাগ শহরের মিঞাপাড়ায়। ৫. শেখ আফসার আলী, জিআর নং ৩৫৩/১১, পিতার নাম শেখ শেখ আইয়ুব আলী। বাড়ি আরামবাগের মায়াপুর এলাকায়। ৬. ইনসাফ আলি খান জিআর নং ৭৬৮/২০২০, পিতার নাম শেখ আনোয়ার হোসেন, বাড়ি আরামবাগের হরিণখোলা ২ অঞ্চলের ঘোলতাজপুর গ্রাম গ্রামে। ৭. শফি আলী খান , জিআর নং ২২৯৩/১৬, পিতার নাম, জাইনাল আবেদীন খান , বাড়ি আরামবাগের কেষ্টপুরে। ৮. শেখ গিয়াসউদ্দিন, জিআর নং- ৪৯১/২০১৩, পিতার নাম সেখ আলীম, বাড়ি আরামবাগের সাঁপড়োজলে । ৯. সুমিত কোলে, জিআর নং ৪৭০/১২ পিতার নাম শিশির কোলে, বাড়ি আরামবাগের রাইপুর গ্রামে। ১০. সন্তু দেওয়ান, জিআর নং ৮২৭/২০২১, পিতার নাম মৃত লক্ষী দেওয়ান, বাড়ি আরামবাগের বাতানল অঞ্চলে। ১১. মোনা পাল, জিআর নং ১৫৭১/২০১২, পিতার নাম অজিত পাল, বাড়ি আরামবাগের সালেপুরে। ১২. এমডি. খালেদ সাইফুল্লাহ চৌধুরী, জিআর নং ১৪৫৭/১৬, পিতার নাম, মৃত জানাদুল আরশাদ চৌধুরী, বাড়ি আরামবাগের চক বাজার এলাকায়। এর আগেও যেভাবে আরামবাগ থানার পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছিল সেই ভাবেই পুনরায় পলাতক অভিযুক্তদের খোঁজে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালাচ্ছে । এই সমস্ত অভিযুক্তদের সন্ধান পেলে আরামবাগ থানার ০৩২১১-২৫৫০৪৭ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে আরামবাগ পুলিশের পক্ষ থেকে।

আদালতের নির্দেশে অর্থলগ্নী সংস্থার জমি নিলামের প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা ঃ কলকাতা উচ্চ আদালতের নির্দেশে মালদাতে অর্থলগ্নী সংস্থার জমি নিলামের প্রক্রিয়া শুরু। মালদা শহরের পিরোজপুর এলাকায় একটি অর্থলগ্নী সংস্থার প্রায় সাড়ে পাঁচ কাটা জমি চিহ্নিত করল হাইকোর্ট নিযুক্ত কমিটি। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবার এলাকায় যান হাইকোর্টের প্রতিনিধিরা। জমি চিহ্নিত করে তাতে সরকারি নোটিশ ঝোলানো হয়। এরপর ওই জমি হাইকোর্টের মাধ্যমে নিলাম করে প্রাপ্য অর্থ আমাদকারীদের ফেরানো হবে। মালদাতে অর্থলগ্নী সংস্থার এই জমির মূল্য কয়েক কোটি টাকা। এর আগেও ওই সংস্থার শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং সোদপুরের বেশকিছু জমি নিলাম প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে বলে জানান আমানতকারীদের আইনজীবী। এদিন হাইকোর্টের প্রতিনিধিদের ওই জমি পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন অভিযোগকারী আমানতকারীরাও। মালদহ শহরের ইংরেজবাজার পুরসভার ৬নম্বর ওয়ার্ডের পিরোজপুর এলাকায় ওই জমির মালিকানা ছিল অর্থলগ্নী সংস্থার নামে। পরে ২০১৪ সালে ওই সংস্থার বিরুদ্ধে আর্থিক প্রচারণার অভিযোগে মামলা রুজু হয় কলকাতা হাইকোর্টে। এরপর থেকে মামলার বিচারপর্ব চলছে। এদিন হাইকোর্টের প্রতিনিধিরদের পরিদর্শনের পর অর্থ ফেরতের আশা দেখছেন প্রতারিত আমানতকারীরা।

ধনতেরাসে আরামবাগে বিভিন্ন সোনার দোকানে এসডিপিও এবং থানার আইসি

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ আসন্ন দীপাবলি এবং ধনতেরাস উপলক্ষে হুগলি জেলার আরামবাগে বিভিন্ন সোনার দোকানে অনেক বেশি মানুষের ভিড় হয়। সেই জন্য নিরাপত্তা বিষয়ক দিকগুলি খতিয়ে দেখতে আরামবাগ এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী ও থানার আইসি রাকেশ সিং সহ পুলিশ কর্মীরা আরামবাগ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং সমস্ত সোনার দোকানগুলি ঘুরে ঘুরে খতিয়ে দেখেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিকঠাক রয়েছে কিনা। সারাদেশে ধনতেরাস পালিত হলো মঙ্গলবার। উল্লেখ্য, ধনতেরাস উৎসব সুস্বাস্থ্য এবং সম্পদের সঙ্গে জড়িত। অনেকেই মনে করেন এই দিনে কোন জিনিস কেনাকাটা করলে সেটাকে প্রতি শুভ বলে মনে করা হয়। ধনতেরাস উপলক্ষে হুগলির আরামবাগের বিভিন্ন সোনার দোকানগুলিতে যেমন ছিল কেনাকাটার জন্য ভিড় দেখতে পাওয়া যায়। পাশাপাশি এদিন ঝাঁটা কেনার প্রচলন রয়েছে বহুদিন থেকেই। উল্লেখ্য, মৎস্যপুরান মতে, ঝাঁটাই মালক্ষীর বাস। আর এই দিন ঝাঁটা বাড়িতে নিয়ে আসা মানে বাড়িতে মা লক্ষ্মীর আগমন ঘটে বলে মনে করা হয়। এছাড়াও ঝাঁটা কিনলে বাড়িতে অশুভ শক্তির বিনাশ হয়। এদিন আরামবাগ শহরের বিভিন্ন বাসনালয় থেকে শুরু করে ফুটপাতে ধনতেরাস উপলক্ষে মানুষদের ঝাঁটা কিনতে দেখা যায়। ধনতেরাসের দিন ঝাঁটা কিনলে মা লক্ষীর কৃপা পাওয়া যায়। আর তাই বিগত কয়েক বছরে হু-হু করে ধনতেরাসের দিনে ঝাঁটার চাহিদা বেড়েছে। বিক্রেতারা বলছেন, বিগত দুই-তিন বছরে হঠাৎ করে এই দিনটিতে ঝাঁটার চাহিদা বেড়ে যায়। আরামবাগ এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, আরামবাগে ছোট, বড় এবং মাঝারি যত সোনার দোকান আছে সবগুলিতে আমরা ঘুরে দেখলাম তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ধনতেরাস এবং কালী পুজো উপলক্ষে বড় ধরনের জনসমাগম হয়। যার জন্য নিরাপত্তার বিষয়গুলো খতিয়ে দেখাটা খুব দরকার। পরিশেষে বলা যায়, সোনার দোকান গুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুলিশ প্রশাসন খতিয়ে দেখায় তাদের সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

গোঘাটে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল বৃদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বাইকের ধাক্কায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির গোঘাট বিধানসভার কামারপুকুর পঞ্চায়েত এলাকায়। মৃত বৃদ্ধার নাম তরুলতা বায়েন বয়স ৬১ বছর বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গেছে ঐদিন তরুলতা বায়েন রাস্তার এক পাশ দিয়েই যাচ্ছিল। সেই সময় একটি বাইক জোর গতিতে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তরুলতা বাইনকে সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় তিনি গুরুতরকভাবে জখম হন। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাবাসী ও পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয় আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। চিকিৎসা চলাকালীন ঐদিন সন্ধ্যায় তরুলতা বায়েনের মৃত্যু হয়। বৃদ্ধার মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় ও পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

স্কুটিতে চড়ে ভোটপ্রচার মেদিনীপুরের তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর: মেদিনীপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে শাসক দলের ভোট পদপ্রার্থী সুজয় হাজরা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যস্ত ভোট প্রচারে। অন্যান্য প্রার্থীদের মত হুডখোলা গাড়ি বা স্করপিওতে চেপে নয়, নিজেই স্কুটি চালিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন। মঙ্গলবার কর্ণগড় মা মহামায়ার পুজো দিয়ে মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে, এলাকায় সাধারণ মানুষের কাছে যান সরকারের উন্নয়নের নিরিখে তাকে জনমত দেওয়ার জন্য। একেবারেই গ্রামের সাদামাটা আর পাঁচজন মানুষের মতোই মোটরবাইক চালিয়ে গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায়- পাড়ায় গিয়ে মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শুনছেন। সেই সঙ্গে তিনি আশ্বাস দিচ্ছেন সরকারের সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কান্ডারী হিসেবে সব সময় তাদের পাশে থাকবেন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে বৈঠকের সরেন তৃণমূল প্রার্থী। তবে এই ধরনের একেবারে সাদামাটা পার থেকে পেয়ে খুশি এলাকার মানুষও। ভোটে কি ফলাফল হয়েছে দিকেই তাকিয়ে সকলেই।

মালদায় গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ একশন নাগরিক কমিটির ডেপুটেশন কর্মসূচী

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা : গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ একশন নাগরিক কমিটির তরফে মানিকচক ব্লক দপ্তরে একাধিক দাবি-দাওয়া নিয়ে ডেপুটেশন কর্মসূচি। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ একশন নাগরিক কমিটির সদস্যরা ব্লক অফিসের সামনে জমায়েত হয় । কড়া পুলিশি ঘেরাটোপের মধ্যে দিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মূলত গঙ্গা ভাঙ্গন পীড়িত মানুষদের পূর্ণবাসন এবং ক্ষতিপূরণের দাবি, বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতিপূরণ, গঙ্গা ভাঙনের স্থায়ী সমাধান সহ একাধিক দাবিতে সোচ্চার হন গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ একশন নাগরিক কমিটি। এই দিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মোসারেকুল আনোয়ার, তারিকুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা। তাদের দাবি না মানা হলে পরবর্তীতে গণ আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন নদী ভাঙ্গন একশন কমিটির সদস্যরা।

শিবতলা পুজো কমিটির শ্যামা পূজায় বহুমুখি অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: হাওড়া গ্রামীণ জেলার বাগনান থানার বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিকাপুর গ্রামের শিবতলা পুজো কমিটির আয়োজনে শ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। এ বছর শ্যামা কালী পূজা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার থেকে ৪নভেম্বর সোমবার পর্যন্ত হবে অনুষ্ঠান। পাঁচ দিন পর পর রয়েছে পূজা উদ্বোধন, ভোগ বিতরণ, মহা মৃত্যুঞ্জয়ী যজ্ঞ, অন্নকূট সেবা প্রদান, আঁকা ও ক্যু ইজ প্রতিযোগিতা, রক্তদান শিবির, ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প ও ঔষধ বিতরণ। এই পাঁচ দিনের বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সমাজের বহু বিশিষ্ট জনেরা পর্যায়ক্রমে তার মধ্যে বিশিষ্ট সমাজ কর্মী তপন ঘোষ, মদন ঘোষ, ডাঃ অনুপ কুমার মঙ্গল, ডাঃ অমিত খামরুই, ডাঃ সৌজত ঘোড়ুই, ডাঃ সায়ন চক্রবর্তী, এছাড়াও বিশিষ্ট চিকিৎসক। পূজা ঘিরে জমজমাট প্রস্তুতি চলছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : নেহেরু যুব কেন্দ্র, বাঁকুড়ার উদ্যোগে ও ‘মাই ভারত’ পোর্টাল এর সহযোগিতায় বাঁকুড়ার বিভিন্ন ব্লকে সোৎসাহে পালিত হচ্ছে ‘দিওয়ালি উইথ মাই ভারত’ কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে দীপাবলির প্রাক্কালে বাজার এলাকায় পুঞ্জিভূত বর্জ্য ও আবর্জনা সাফাই অভিযানে নেমেছে ‘মাই ভারত’ এর স্বেচ্ছাসেবকরা। এতে সামিল হয়েছেন বাঁকুড়ার বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরাও। দীপাবলির প্রাক্কালে স্বচ্ছতার এই উদ্যোগকে বেশ সাধুবাদ জানালেন ‘বাঁকুড়া ব্যবসায়ী সমিতি’ র সদস্যরা। নেহেরু যুব কেন্দ্র, বাঁকুড়ার জেলা যুব আধিকারিক অন্বেষা ভট্টাচার্য এদিন জানান, ইতিমধ্যে খাতরার পাঁপরা ব্রিজ সংলগ্ন বাজার এলাকা ,পাঁচবাগার ত্রিধারা সংলগ্ন বাজার ও সোনামুখীর রথতলা সংলগ্ন এলাকায় প্রথম দফার সাফাই অভিযান সম্পূর্ণ হয়েছে। তিনি আরো জানান, আগামী ৩০ অক্টোবর অবধি চলবে এই কর্মসূচী । বাজার সাফাইয়ের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন ব্যস্ত ট্রাফিক মোড়গুলিতেও ট্রাফিক পুলিশদেরকে ভিড় নিয়ন্ত্রণ সহয়তা করবে স্বেচ্ছাসেবকরা। দীপাবলির প্রাক্কালে এই ধরনের কর্মসূচি যুবদের মধ্যে অবশ্যই প্রগতিশীল চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটাবে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সেবাশ্রমে ২০দিন সেবামূলক কাজ করার শর্তে ধৃত ৫জনকে জামিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক : তমলুক জেলা আদালতের ব্যতিক্রমী শর্তে জামিন অনলাইন জুয়ার ঠেকে পাঁচজন ধৃতদের। বিচারকের রায়ে খুশি সরকারি আইনজীবী ও ধৃতদের আইনজীবীর। তমলুক রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে কুড়ি দিন সেবামূলক কাজ করার শর্তে অনলাইন জুয়ার থেকে ধৃত পাঁচজনকে জামিন দিল তমলুক জেলা আদালত।। তমলুক সিজিএম কোর্ট এই ব্যতিক্রমী নির্দেশ দিয়েছেন। অভিনব এই নির্দেশকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন সর্বস্তরের মানুষ। ২৪অক্টোবর তমলুক থানা নিমতৌড়ি তে অনলাইনে জুয়া খেলার সময় ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে তমলুক থানার পুলিশ। ধৃতদের তমলুক সিজিএম কোর্টে তোলা হলে বিচারক অভিক কুমার চট্টোপাধ্যায় তিনটি শর্তে তাদের জামিন দেন। প্রথমত কোর্টের নির্দেশ ছাড়া বাইরে যাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত সপ্তাহে একদিন তদন্তকারী অফিসারের কাছে হাজিরা দিতে হবে। তবে তৃতীয় শর্তটি একেবারে ব্যতিক্রমী। কুড়ি দিন সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তমলুক রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সেবাশ্রমে সেবামূলক কাজ করতে হবে। ইতিমধ্যে আদালতের নির্দেশের কপি রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠানো হয়েছে। সেখানে প্রত্যেকদিন পাঁচজন হাজিরা খাতা রেখে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে, তারপরে ছুটির সময় রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের কাছ থেকে সই করে হাজিরা খাতাটা নিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। গত ২৪ অক্টোবর তমলুক থানা আইসি সুভাষচন্দ্র ঘোষ একটি সোর্স মারফত জানতে পেরে ওই জুয়ার ঠেকে হানা দিয়ে তমলুক থানার পুলিশ সেখানেই হাতেনাতে ধরে ফেলে সুধীর শেঠ, হরিপদ মন্ডল, রবি রাউত, মুর্শেদ মল্লিক ও সেক আশিক আলী নামে এই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে কোর্টে পাঠায় তমলুক থানার পুলিশ। এর পরেই বিচারক দুই পক্ষের সওয়াল জবাব শুনে তিন শর্তে জামিন দেয় ধৃতদের।

হাওড়ায়পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক সমিতির বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ চিকিৎসক সমিতি আয়োজিত বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা সভা, স্নাতকোত্তর স্তরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও বিজয়া সম্মেলন সম্প্রতি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ সভাকক্ষে পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ চিকিৎসক সমিতি ও গভর্নমেন্ট আয়ুর্বেদ ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ডিসলিপিডিমিয়া রোগে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভূমিকা বিষয়ে একটি আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। আলোচক ছিলেন রঘুনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়ের কায়চিকিৎসা বিভাগের শিক্ষক ডাঃ জয় কিষান বর্মন। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে এই বছর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এবং রাজ্য স্তরে আয়ুর্বেদের স্নাতকোত্তর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জে বি রায় স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল এবং রঘুনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতালের মোট ১৭জন কৃতী শিক্ষার্থীদের বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই বিষয়ে উল্লেখ্য এই ১৭ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে চারজন ছাত্রী সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছে যা বাংলার আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আয়োজক সংগঠনের জার্নাল 'আয়ুরেষণা' -এর মুদ্রিত সংখ্যাও এই অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয়। শেষ পর্বে বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই দিনের সভায় সর্বমোট ১৮০ জন আয়ুর্বেদ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, চিকিৎসক ও অন্যান্য গুণগ্রাহী অংশগ্রহণ করেন।

মালদার পর মেদিনীপুরে আবাসের সমীক্ষার দলকে ঘিরে বিক্ষোভ ও গো ব্যাক শ্লোগান

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা : মালদার পর এবার পূর্ব মেদিনীপুর। আবাসের সমীক্ষা দলকে ঘিরে বিক্ষোভ - গো ব্যাক শ্লোগান। তুমুল উত্তেজনা এগরায়। ব্লকের সার্ভের টিমে থাকা খোদ রাজ্য সরকারি আধিকারিককে ঘিরে বিক্ষোভ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা ১ নম্বর ব্লকের পাঁচরোল গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়দা গ্রামের ঘটনা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার বিকেলে রায়দাতে সার্ভে করতে এসেছিলেন এগরা ১ ব্লকের খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের আধিকারিকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ঘরের বিছানার মধ্যে ঢুকে ঐ খাদ্য সরবরাহ দফতরের আধিকারিক সবকিছু জিনিস খতিয়ে দেখে ছবি তুলছেন। পাশাপাশি তিনি গ্রামে ঘুরে বেছে বেছে ঘর সার্ভে করছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রাপকেরা বঞ্চিত থাকছেন বলে দাবি গ্রামবাসীদের। এ নিয়েই সরকারি আধিকারিকের সঙ্গে বচসার সূত্রপাত বাধে। কার্যত, ঐ সরকারি আধিকারিককে ঘিরে বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে তুমুল বিক্ষোভ। অবশেষে মারমুখী হয় উত্তেজিত জনতা। এলাকাবাসীর দাবি, ব্লকের খাদ্য সরবরাহ দফতরের আধিকারিক কারোর মদতে পক্ষপাতিত্ব মূলক আচরণ করছে। যেটা সম্পূর্ণ বেআইনি। অবশেষে রায়দা গ্রামের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রবীন্দ্রনাথ দাসের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। রবীন্দ্রনাথবাবু ঐ আধিকারিককে উত্তেজিত জনতার কাছ থেকে বার করে পরিস্থিতি সামাল দেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রবীন্দ্রনাথ দাস জানিয়েছেন, সার্ভে অনুযায়ী যাদের নাম ছিল তাদের প্রত্যেককে ঘর দিতে হবে। এখানে যারা প্রকৃত উপভোক্তা তাদের বঞ্চিত করতে চাইছে কিছু সরকারি আধিকারিক। আমরা মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। মুখ্যমন্ত্রীর কথা অনুযায়ী আবাস যোজনার ঘরের জন্য সার্ভে হচ্ছে। আমরা ঐ সরকারি আধিকারিকের পক্ষপাতিত্ব মূলক আচরণ বিরুদ্ধে বিডিও র কাছে লিখিত অভিযোগ জানাবো। কিন্তু এ প্রসঙ্গে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিক কাছে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান, গ্রেফতার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াগ্রাম: চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ফের নয়াগ্রাম থানার পুলিশের সাফল্য। অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হলো ১২০ লিটার চোলাই মদ। এদিন নয়াগ্রাম থানার আই.সি সুদীপ ঘোষালের নেতৃত্বে নয়াগ্রাম ব্লকের মলম সহ একাধিক এলাকায় পুলিশ চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। ওই গ্রামগুলিতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রচুর চোলাই মদ নষ্ট করে দেয় পুলিশ। বেআইনিভাবে গজিয়ে ওঠা চোলাই মদের ঠেকগুলিতে এদিন পুলিশ গিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায়। তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ১২০ লিটার চোলাই মদ ও ৬০০ লিটার চোলাই মদ তৈরির উপকরণসহ উদ্ধার করে নষ্ট করে দেওয়া হয়। যার বাজার মূল্য আনুমানিক কয়েক লক্ষ টাকা। পুলিশ অভিযান চালানোর সময় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার ওই ব্যক্তিকে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করে পুলিশ। উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রাম থানার আই.সি সুদীপ ঘোষাল সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশের এই অভিযানে খুশি সাধারণ মানুষ।

তালডাংরা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ২০ বছর পর প্রার্থী দিল জাতীয় কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার তালডাংরা বিধানসভা উপনির্বাচন জমে উঠেছে। এই নির্বাচনে এক নির্দল সহ মোট ৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করছেন। শাসকদল তৃণমূলের ফাল্গুনি সিংহবাবু, বিজেপির অনন্যা রায় চক্রবর্তী, সিপিএমের দেবকান্তি মহান্তি ও কংগ্রেসের তুষার কান্তি ষন্নিগ্রহী প্রার্থী হয়েছেন। শাসক দলের প্রার্থী পেশায় শিক্ষক স্থানীয় তালদা গ্রামের বাসিন্দা ও দলের সিমলাপাল ব্লক সভাপতি ফাল্গুনিবাবু তার জয়ের বিষয়ে অনেকটাই সুনিশ্চিত। এলাকায় তার একটা সমাজ কর্মী হিসাবে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি রয়েছে। তবে তার ঘাড়ের কাছে বিজেপি শ্বাস ফেলছে। অন্যদিকে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বও প্রকট। অন্যদিকে এই দৌড়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিজেপি প্রার্থী একদা তৃণমূলের দাপুটে নেত্রী বাঁকুড়া পুরসভার বর্তমান নির্দল কাউন্সিলার অনন্যা দেবী। তিনি নিজেকে তালডাংরার ভূমিকন্যা হিসাবে দাবী করে বলেন, বাঁকুড়া পুরনির্বাচনে শাসকদল তৃণমূল প্রার্থীকে হারানোর ইতিহাস তার রয়েছে। তিনি এই উপনির্বাচনেও জয় ছিনিয়ে আনবেন। তৃণমূলের দুর্নীতি ও অপশাসনে বিরক্ত মানুষ। ফলে তিনিই জয়ী হবেন। অন্য এক সময়ের লাল দূর্গ তালডাংরায় সিপিএমের প্রার্থী পেশায় শিক্ষক দেবককান্তি মহান্তী জানান এবারের নির্বাচনে মানুষ বামপন্থীদের বেছে নেবে কারন বিজেপি ও তৃণমূলের ওপর মানুষ বীতশ্রদ্ধ।তৃণমূলের দূর্নীতি ওঅপশাসনে বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষ সরব। বাম ও কংগ্রেস জেট হয় নি এবার। কংগ্রেস একলা চলো নীতি নিয়েছে। তাই দীর্ঘ ২০বছর পর এবার এই কেন্দ্রে জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে। তুষার বাবু প্রাক্তন শিক্ষক এবং সমাজসেবী। তার বক্তব্য, এবার কংগ্রেসকে বেছে নেবে তালডাংরার মানুষ। তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্র দখলে রাখতে গত বিধানসভা নির্বাচনে দলের দাপুটে নেতা অরূপ চক্রবর্তীকে প্রার্থী করে তৃণমূল। পরবর্তীতে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী তৎকালিন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকারকে হারাতে গত ২০২৪ নির্বাচনে অরূপ বাবুকে প্রার্থী করে তৃণমূল। অরূপবাবু সাংসদ হওয়ায় নিয়ম অনুসারে তাকে বিধায়কের পদ ছাড়তে হয়েছে। সে কারণে তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রে আগামী ১৩ নভেম্বর ২৪ নির্বাচন হতে চলেছে।এবারেও তৃণমূল এই কেন্দ্র নিজেদের দখলে রাখতে মরিয়া। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য এই কেন্দ্রটি এক সময় সিপিএমের দূর্গ বলে পরিচিত ছিল।১৯৭১ সাল থেকে ২০১১ পর্যন্ত এই বিধানসভা সিপিএমের দখলে ছিল। গত ১৯৯৬ থেকে ২০১১পরপর ৪টি নির্বাচনে মনোরঞ্জন পাত্র, ১৯৮৭ ও ১৯৯১-এর নির্বাচনে অমিয় পাত্র এবং ১৯৭২ ও ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে মোহিনী মোহন পন্ডার জনপ্রিয় নেতারা জয়ী হয়েছিলেন। সেই সুবাদেই তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রটি সিপিএমের গড় বলে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। গত ২০১৬র বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে পরিবর্তন ঘটে। শাসকদল তৃণমূলের সমীর চক্রবর্তী সিপিএমের অমিয় পাত্রকে হারিয়ে জয়ী হন। সমীরবাবু ৪৭.৫৬ ও অমিয়বাবু ৪০.১ শতাংশ ভোট পান। তখন বিজেপি প্রার্থী মহাদেব খান মাত্র ৬.৪শতাংশ ভোট পেয়েছিল। গত ২০১৬র নির্বাচনে বামফ্রন্ট এই কেন্দ্রে দ্বিতীয় স্থানে ছিল। গত ২০২১সালের নির্বাচনে ফের পটপরিবর্তন ঘটে। বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে। তৃণমূল প্রার্থী বদল করে। জেলার দাপুটে নেতা অরূপ চক্রবর্তীকে প্রার্থী করে। এই নির্বাচনে ৪৫.২৯ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃণমূলের দাপুটে নেতা অরূপ চক্রবর্তী জয়ী হন। এই নির্বাচনে বিজেপির শ্যামল সরকার ওরফে বেনুবাবু ৩৯.২০ শতাংশ ভোট পান। এই নির্বাচনেও সিপিএমের প্রায় ২৯ ও তৃণমূলের ২ শতাংশ ভোট কমেছে। লোকসভা ২০২৪ নির্বাচনেও এই বিধানসভা কেন্দ্রে ফের তৃণমূলের ভোট কমে এবং বিজেপির ভোট বেড়েছে। তৃণমূল প্রার্থী ৪৪.৩৩ এবং বিজেপি প্রার্থী ৪২.০৭ শতাংশ ভোট পেয়েছে। বিজেপি ঘাড়ের কাছে এসে শ্বাস ফেলতে শুরু করেছে।

বাজি বাণিজ্যে লক্ষ্মী তাদের হাতের জাদুতে রঙিন আতশবাজি তৈরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ সকাল ৯ টা থেকে কাজ শুরু হয়ে সন্ধ্যে পর্যন্ত চলে। মহিলারা কেউ ১৮০টাকা, কেউ আবার ২০০ টাকা রোজে আতসবাজি তৈরি করেন। কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। হাতে মাত্র আর দুটি দিন। তার পরেই বাঙালির প্রিয় আলোর উৎসব কালীপুজো। দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে। এবার বাঙালির মনকে মাতাবে আলোর উৎসব। বাংলার ঘরে ঘরে আলোর রোশনাই জ্বলে উঠবে। আর সে কারণেই প্রতি বছরের মত দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরের চম্পাহাটির বাজি গ্রামগুলিতে এখন ব্যস্ততা তুঙ্গে। দিনরাত এক করে চলছে বাজি বানানোর কাজ। হাড়াল, নুড়িদানা, বেগমপুর প্রভৃতি গ্রামে হরেক রকমের বাজি তৈরির কাজ চলছে। কেউ বানাচ্ছেন তুবড়ি, কেউ ফুলঝুরি, কেউ চরকা, কেউ রংমশাল-সহ আরও অনেক কিছু। ছাড়পত্র পেয়েছে সাতটি শব্দবাজি। চম্পাহাটি স্টেশন থেকে হাঁটাপথে মিনিট ১০ গেলেই হারাল গ্রাম। এই গ্রামে ঢুকতেই বসে বাজি বাজার। তার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে। এখন এখানে ঘরে ঘরে সাজো-সাজো রব। আতসবাজির পসরা সাজিয়ে ইতিমধ্যে বসে পড়েছেন দোকানিরা। ছেলে, মেয়ে, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, সবাই ব্যস্ত বাজি বানানোর কাজে। কেউ বাজির মশলা তৈরি করছেন, কেউ আবার খোলে মশলা ভরার কাজ করছেন। কেউ সেই বাজি বাক্সে ভরে তা বিক্রি করার উপযুক্ত করছেন। এক সময় এই বাজি গ্রামের মানুষ চাষবাস ও কলকাতায় কাজ করে সংসার চালাতেন। এখন দীপাবলি উৎসবে আতসবাজির আলো ওঁদের সংসারে আলো জ্বালায়। তাই দীপাবলি উৎসবের আগে ওঁরা কোমর বেঁধে নেমেছেন বাজি তৈরি করে সংসারে বাড়তি আয়ের যোগান দিতে। তাঁদের হাতের জাদুতে তৈরি হচ্ছে ফুলঝুরি, চরকি, রং মশালের মতো আতস বাজি। হাড়াল, পিয়ালি, সোল গয়ালিয়া, বাজে হাড়াল প্রভৃতি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারা এসে সকাল থেকেই নেমে পড়ছেন বাজি তৈরিতে। সকাল ৯ টা থেকে কাজ শুরু হয়ে সন্ধ্যে পর্যন্ত চলে। মহিলারা কেউ ১৮০ টাকা, কেউ আবার ২০০ টাকা রোজে আতসবাজি তৈরি করেন। আতসবাজি তৈরির পাশাপাশি বাজি প্যাকেজিংয়ের কাজও তাঁরা করেন। দীপাবলি উৎসব এলেই কাজের চাপ বাড়ে। রাতের ঘুম উড়ে যায়। মহিলারাই অন্যতম কর্মী এই বাজি প্রস্তুতিতে। গৃহবধূ মামণি সর্দার জানান, স্বামী একটা ছোট কাজ করেন। দুই ছেলেকে নিয়ে সংসার সেভাবে চলে না। তাই সাত বছর ধরে এই কাজ করছি। দৈনিক রোজে এই কাজ করি। বারুদের স্তূপে বসে চরকি, ফুলঝুরি তৈরি করি। ছেলেদের মানুষ করতেই বাজি তৈরির মতো ঝুঁকির কাজে নেমেছি। একই কারণে পুষ্প বৈদ্যও এই কাজ করেন। তিনি জানান, এক ছেলে ও এক মেয়ে। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবার। ওদের লেখাপড়ার জন্যই এই কাজ করা। মাসের শেষে চার-পাঁচ হাজার টাকা স্বামীর হাতে তুলে দিতে পেরে ভালো লাগে। এক সঙ্গে ১০জন মহিলা হাড়ালের এই কারাখানায় কাজ করেন। আলোর উৎসবের এই উদযাপনে সংসারে সুরাহা আসবে তো? সবাই সংসার বাঁচাতে আতসবাজি কারখানায় কাজ করেন। দীপাবলি উৎসবেই বেশি আয় হয়। সারা বছর তারই অপেক্ষায় থাকেন তাঁরা। এখন চম্পাহাটির হাড়ালে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। মহিলাদের তৈরি আতসবাজি চলে যাচ্ছে প্যাকিং হয়ে বিভিন্ন দোকানে।

রামরাজাতলায় জনপ্রিয় শিল্পীদের গানের অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: এক সময়ে সারা বাংলা জুড়ে বাংলা গানে ঝড় তুলে দিয়ে ছিল। কুমার সানুর সেই বিখ্যাত গান প্রিয়তমা মনে রেখো, কত যে সাগর নদী, ছাড়াও বিখ্যাত বহু গান। আর সেই গানের সুরকার অরূপ প্রণয়। অরূপ ব্যানার্জীর সুরে আশা ভোঁসলে, উদিত নারায়ণ,অনুরাধা পারোয়াল, অলোকা ইয়াগনিকসহ বিখ্যাত সব গায়ক গায়িকা তার সুরে জনপ্রিয় গান গেয়েছেন। এই প্রথম জুনিয়ার কুমার সানু পুজোর নতুন গান নিয়ে হাজির অরূপ ব্যানার্জী। হাওড়ার রামরাজাতলার এক অনুষ্ঠানে অরূপ ব্যানার্জী তার গানের ডালি নিয়ে হাজির। সেই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রতিভা সম্পন্ন উদিয়মান গায়ক ও গায়িকারাও।

শ্যামপুরে কাচের ও পুঁথির সাজে সুসজ্জিত হবেন মাতৃপ্রতিমা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: হাওড়া জেলার গ্রামীণ এলাকার যেসব অঞ্চলে থিমের পুজো দর্শনার্থীদের নজর কাড়ে তার মধ্যে শ্যামপুরের কৃষ্ণনগর গ্রাম অন্যতম। এই এলাকার মণ্ডপ প্রতিমা শ্যামপুর এলাকার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্যামপুরের যে কটি শ্যামাপুজো হয় তার মধ্যে কৃষ্ণনগর ইয়ং স্টার একটি। কৃষ্ণনগর ইয়ং স্টার এই বছর ১৭ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এইবারের তাঁদের বিশেষ আকর্ষণ কাঁচের ও পুতির সাজে সুসজ্জিত মাতৃ প্রতিমা ও সুবিশাল মণ্ডপ যা দর্শনার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হবে বলে দাবি পুজো উদ্যোক্তাদের।

একান্নটি পদের ভোগ দেওয়া হয় হুগলির কোন্নগরের মুখোপাধ্যায় বাড়ির আড়াইশো বছরের কালী পুজোয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগর : দীপান্বিতা কালীপূজার দিন আড়াইশো বছরের পুরাতন কালীপুজোর সমারোহ হৃদয়ছোঁয়া ইতিহাস রচনা করলো মুখোপাধ্যায় বাড়ির প্রতিষ্ঠিত কালীপূজা। জানা যায়, স্বপ্নে আদেশ পেয়েই মা এর পূজা শুরু হয় মুখোপাধ্যায় বাড়িতে। মায়ের আদেশ ও ইচ্ছামত সকল প্রকার ভোগ নিবেদন করা হয় মা কালীর পুজোতে। পরিবারের সদস্য থেকে আরম্ভ করে পাড়ার সকল মা বোন এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ছোটরা আসেন এই পুজোতে। হাতে হাত লাগিয়ে করেন মায়ের কাজ। এ যেন বাড়িতে মেয়ের বিয়ের আয়োজন। মাকে এই দিন লাল বেনারসিতে ও সোনার রুপার গয়নাতে সাজানো হয়। তিনি যেন ঘরেই মেয়ে আবার তিনি একাধারে মা যিনি সকলকে রক্ষা করে চলেছেন। এরপর আসা যাক মায়ের পুজোর আয়োজনে ঘরোয়া আন্তরিক কিন্তু নজর করা নিদর্শন রাখে এই আয়োজন। যেহেতু কালীপূজা মানেই হরেক রকমের খিচুড়ি,লাবরা, পাঁচ রকমের ভাজা, চাটনি, আলু ফুলকপির তরকারি, পনিরের তরকারি। এছাড়াও থাকে মোচা ও শাকের বিভিন্ন রকম পদ, পাঁপড় ভাজা, পায়েস, মিষ্টি এবং সঙ্গে মাছের বিভিন্ন পদের রান্নার রেওয়াজ দেখা যায় ।জানা গেছে, মায়ের এই বিশেষ পুজোর দিনগুলিতে মা জাগ্রত হয়ে ওঠেন এই প্রাচীন বাড়ির পুজোয়। আড়াইশো বছরের পুরনো কোন্নগরের কালী ভবন ১৬ /এ ডাঃ চণ্ডীচরণ ঘোষাল লেন মুখোপাধ্যায় বাড়িতে পুরনো রীতি মেনে থোর, মোচার ঘন্ট ও কুমড়ো মাকে তরকারি ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হয়। মুখোপাধ্যায় পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আড়াইশো বছর আগে কালী ভবনের দুই ভাই বাসুদেব ও মহাদেব মুখোপাধ্যায় স্বপ্না দেশে এই পূজার প্রচলন শুরু করেন। পারিবারিক সূত্র থেকে জানা যায়, মা বালিকার রূপে স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে পূজার আদেশ দেন। পূর্বেই পূজার পাঁঠা বলি হতো বর্তমানে বলি হয় না। মা শ্যামা শান্ত রূপে পূজিত হন। পরিবারের কর্ণধার সৌমেন মুখোপাধ্যায় ও সরস্বতী মুখোপাধ্যায় বলেন, প্রাচীন রীতি মেনে আমাদের বাড়ির পূজা হয়। শুধু তাই নয় প্রাচীন রীতি মেনে আজও ময়দার লুচি, ছোলার ডাল, মাছের ঝাল, মোচার ঘন্ট, খিচুড়ি, নটি তরকারির ভাজা, ভেটকি মাছ, চাটনি, পাপড়, দই, মিষ্টি ও পায়ের সহ ২০টি পদের রান্না করে মাকে ভোগ দেওয়া হয়। সৌমেন মুখোপাধ্যায় বলেন, আমাদের বাড়ির পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দেবী প্রতিমা সব সময় ৫ ফুটের হয়। মাকে আমরা বেনারসি, মাথায় মুকুট, টিকলি , গলায় হার, ও নাকের নথ পড়িয়ে বাড়ির মেয়ের মত সাজিয়ে পুজো করি। সৌমেন বলেন, বরণের সময় বাড়ির বউরা মাছ ভাত খেয়ে মাকে বরণ করেন। পূর্বে আত্মীয় পরিজন প্রতিবেশী মিলিয়ে ২০০র অধিক পাত পড়তো এই পুজোয়।

মুখ্যমন্ত্রীর ফ্লেক্স ছেঁড়া নিয়ে চাঞ্চল্য খোদ হাওড়া পুরসভায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: এবার ফ্লেক্স ছেঁড়া নিয়ে চাঞ্চল্য। তাও আবার মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ছেঁড়া নিয়ে চাঞ্চল্য। হাওড়া পুরসভার মূল গেটের পাশে শারদ শুভেচ্ছা সহ মধ্য হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি ফ্লেক্স লাগানো হয়েছিলো।সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরূপ রায়ের ছবি দেওয়া হয়। মঙ্গলবার দেখা যায় সেই ফ্লেক্স এ মুখ্যমন্ত্রী ছবি কে বা কারা ছিঁড়ে দিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে তৃণমূল কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। হাওড়া সদরের তৃণমূল নেতা গোবিন্দ সাহার অভিযোগ এই কাজ বিরোধীদের। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি করা হয়। পুর প্রশাসক,পুর কমিশনার ও হাওড়া থানায় অভিযোগ করা হয়। পুর প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী জানান পুর সভার বেশকিছু জায়গায় সিসিটিভি নেই। অবিলম্বে সিসিটিভি বসানো হবে। এছাড়া গেটের সামনে মুখ্যমন্ত্রীর ফ্লেক্স লাগানো হবে। বিজেপি নেতা উমেশ রাই জানান এধরনের ঘটনা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এরসাথে বিজেপির কোনো যোগ নেই ।তবে আর জি কর কান্ড সহ বিভিন্ন ইস্যুতে মানুষের ক্ষোভ রয়েছে। এই ঘটনা তার বহিঃপ্রকাশ হতে পারে।

৯৫ থেকে বেড়ে এবারে ১২৫ ডেসিবেল, ঐতিহ্যবাহী হাওড়ার বুড়িমাতে ক্রেতাদের ঢল

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: কোভিডের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ২০২২ সালে কাঁচামালের চড়া দাম ও সরকারি নীতির কারণে সংকটে পড়েছিল বুড়িমার বাজির বাজার। একদিকে যেমন ছিল চড়া কাঁচামালের দাম আর অন্যদিকে গ্রীন বাজি- নামে সরকারি ঢিলেঢালা নীতির কারণে আর্থিক ভাবে সংকটে পড়তে হয়েছিল হাওড়ার বিখ্যাত বুড়িমার ফায়ার ওয়াক্স-এর বাজি উৎপাদন। যদিও ২০২৪ সালে সেই বাজার ফের আরেকবার উর্ধমুখী হয়েছে এমনটাই জানা যাচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের তরফ থেকে। একটা সময়ে কালীপুজো মানেই ছিল শুধু শব্দবাজি ।আর সেই শব্দবাজিতে সবাইকে টেক্কা দিত বুড়িমার চকোলেট বোম। হাওড়ার প্রসিদ্ধ এই বুড়িমার নাম প্রায় সকলেই শুনেছেন। যদিও বুড়িমার নামের পিছনে রয়েছে হার না মানা এক সংগ্রামের কাহিনী। বুড়িমার চকোলেট বোমের প্যাকেটে যাঁর ছবি দেখতে পান, তাঁর প্রকৃত নাম অন্নপূর্ণা দাস । তিনি ছিলেন বাংলাদেশের ফরিদপুরের বাসিন্দা ।১৯৪৮ সালে স্বামী সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দেশভাগের সময় ওখান থেকে ভিটেছাড়া হয়ে দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এই বঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ধলদিঘিতে চলে আসেন । ঠাঁই নেন একটি রিফিউজি ক্যাম্পে। এরপর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চলে এক অদম্য লড়াই। হাওড়ার বেলুড়ে বাড়ি কিনে সেখানেই তিনি শুরু করলেন বাজির কারখানা। পরে নানা ধরনের আতশবাজি তৈরি করলেও সব চেয়ে বিখ্যাত ছিল তাঁর কারখানার বুড়িমার চকোলেট বোম। বুড়িমা জীবিত না থাকলেও তাঁর এই বাজির দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন বুড়িমার পরবর্তী প্রজন্ম। বুড়িমার দ্বিতীয় প্রজন্ম ও মালিক সুমিত দাস বলেন, কোভিডের পর বিগত দুই বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাজির বাজার তেমন ভালো ছিল না । আর এ বছর বাজির চাহিদা গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি। কোভিডের পর আমাদের বাজির চাহিদা যেভাবে কমে গিয়েছিল, সেটা আবার ফিরে আসছে। সরকার নির্ধারিত যে তালিকা রয়েছে সেই সংস্থার বাজি আমরা বিক্রি করছি। গত বছর ৯০ ডেসিবেল অনুমোদন হলেও এই বছর সেটা বেড়ে ১২৫ ডেসিবেল হওয়ার কারণে নতুন বেশ কিছু বাজি নতুন আনা হয়েছে। এই বছর ড্রোন, হেলিকপ্টার, গরবা ফুলঝুড়ির মতো নতুন বাজি এসেছে। আমরা সব পরিবেশ বান্ধব বাজি বিক্রি করছি, যা ৩০ শতাংশ দূষণ কম করে। আমরা সামনের বছর ৬০ শতাংশ কম দূষণ করে সেই ধরণের বাজি নিয়ে আসবো।

মেদিনীপুরে পৌঁছাল ১৬ কোম্পানি বাহিনী, শালবনী থেকে গুড়গুড়িপাল, শুরু হল রুট মার্চ

শান্তনু পান, পশ্চিম মেদিনীপুর: মেদিনীপুর বিধানসভা উপনির্বাচনকে সামনে রেখে জেলায় পৌঁছল ১৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। মেদিনীপুরে পৌঁছেই জেলা পুলিশ আধিকারিকদের নেতৃত্বে টহল বা রুট মার্চ শুরু করেছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। এদিন শালবনী থানা, গুড়গুড়িপাল থানা এবং কোতোয়ালী থানার অধীন এলাকাগুলিতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তথা এলাকাবাসীদের আশ্বস্ত করতেই এই রুট মার্চ বলেও জানিয়েছেন পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার। মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত খয়েরুল্লাচক, দেলুয়া, বাঘঘরা এবং শালবনীর শালডহরা, দক্ষিণশোল পাশাপাশি মেদিনীপুর সদরের গুড়গুড়ি পাল সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় রুট মার্চ করেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে আসায় অনেকটাই সাহস পাচ্ছে বিশৃঙ্খলা জড়িত এলাকার মানুষজন। পূর্ববর্তীদের নিয়ে দেখা গেছে বেশ কিছু জায়গায় ভয়ে সঠিকভাবে ভোট দিতে বের হয়নি মানুষ। তাই বেশি সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনীতে উপনির্বাচন করাতে ভোট পার্সেন্টেজ বেশি পড়বে বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল।

রক্তদান শিবির করার জন্য জঙ্গলের কাঠ কেটে আনার অভিযোগ শাসক দলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের নগেন্দ্রপুর দমকল এলাকায় রক্তদান শিবির করার জন্য জঙ্গলের প্রায় সাড়ে ৩০০ কুইন্টাল কাট কেটে আনার অভিযোগ শাসক দলের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে কাঠ বাজেয়াপ্ত করল বনদপ্তর। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক দল। বিরোধীদের অভিযোগ দুর্গাপূজার কমিটি এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে তারাই এই জঙ্গলের কাঠ কেটে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে জমা করেছে, এরমধ্যেই শাসক দল জড়িত। অন্যদিকে শাসকদলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যেহেতু এটা পূজা এবং রক্তদান শিবির হবে, তাই এখানে রাজনীতির ব্যাপার আসে না। এখানে সর্বদলীয় মানুষ রয়েছে, সবাই গ্রামের মানুষ, প্রকৃত যারা দোষী তাদের শাস্তি হোক। হঠাৎ উভয় দলই চাইছে দোষীদের শাস্তি হোক, বনদপ্তর ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে।

দীপাবলিতে মৃৎশিল্পীদের ঘরে অন্ধকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: প্রদীপের নিচে অন্ধকার। আলোর নিচে ছায়া। উৎসবের আড়ালে অন্ধকারের উঁকিঝুঁকি। দীপাবলিতে মৃৎশিল্পীরা লোকদের বাড়ি বাড়ি প্রদীপ জ্বালালেও নিজেদের ঘর থেকে যায় অভাবের অন্ধকারে। উত্তর হাওড়ার পিলখানা সেকেন্ড বাই লেনের বেশ কয়েক ঘর ভাঁড় পট্টি নামে পরিচিত। এখানে সারা বছর মৃৎশিল্পীরা মাটির ভাঁড় তৈরি করে চায়ের দোকানে দোকানে বিক্রি করেন। এই কাজে বাড়ির মহিলারাও হাত লাগান। এই ভাবেই চলে অভাবের সংসার। কিন্তু কালীপুজো এবং দেওয়ালির আগে বাড়তি লাভের আশায় তারা তৈরি করেন মাটির প্রদীপ। এবারে তাতেও বাঁধা প্রকৃতির। অতিবৃষ্টি এবং খারাপ আবহাওয়ার জন্য সমস্যায় পড়েছেন এই মৃৎশিল্পীরা। তার কারণ বৃষ্টিতে মাটি সংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়ায় মাটির দাম বৃদ্ধি। প্রদীপ তৈরীর কারিগররা জানিয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার এবং ক্যানিং থেকে এখানে মাটি আসে। এবারে বর্ষার শেষ দিকে অতিবর্ষণের কারণে তাদের ভাঁটিতে মাটির সরবরাহ কমে গেছে। যতটুকু মাটি আসছে তার দামও অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে। আগে যেখানে ১০০০ থেকে ১২০০ টাকায় ছোট লরি ভর্তি মাটি পাওয়া যেত এখন তা বেড়ে ১৮০০ টাকা হয়েছে। কিন্তু বিক্রেতারা ১০০০ প্রদীপের জন্য মাত্র ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা দিতে রাজি হচ্ছেন। অর্থাৎ এইসব কারিগররা প্রদীপ পিছু মাত্র ৮০ থেকে ৯০ পয়সায় বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। যদিও খোলা বাজারে তারা দু-টাকা তিন টাকা যে যেমন পারছে দামে বিক্রি করছেন। মহিলা কারিগররা জানিয়েছেন প্রদীপ তৈরি করতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। ছাঁচে মাটি দিয়ে প্রদীপ তৈরির পর রোদ্দুরে শুকানো করা হয়। এরপর উনুনে পোড়ানোর পর রং করা হয়। ফের তাকে শুকানো হয়। ফি বছর কালীপুজো এবং দীপাবলির সময় প্রদীপের চাহিদা বাড়ে। কিন্তু এত পরিশ্রম করেও হাতে সেভাবে লাভের টাকা না আসায় সমস্যায় পড়েছেন কারিগররা। দীপাবলি আসে এবং যায়। এদের হাতে তৈরি প্রদীপ লোকেদের বাড়ির চারপাশ আলোকিত করলেও মৃৎশিল্পীরা রয়ে যায় প্রদীপের তলায়। সেখানে শুধু অভাবের অন্ধকার।

আর্থিক লিপি
কলকাতা, বুধবার, ৩০ অক্টোবর, ২০২৪
Kolkata•Wednesday•October 30, 2024
Arthik Lipi, Page 7

Tender Notice

Rajarhat Bishnupur-II Gram Panchayat under Rajarhat Block invites 1 no. tender dated 29.10.2024. Last date of submission 06.11.2024. opening date 08.11.2024. Tender id :- 2024_ZPHD_766059_1 All detals are given in http//wbtenders.gov.in & visit the Gram Panchayat notice board.

Sd/-
Prodhan
Rajarhat Bishnupur-II G.P.
North 24 Parganas.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এনআইটি/০২/২৪/৬২, তারিখ ঃ ২৮.১০.২০২৪। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রমিক নং, টেন্ডার নং, বিবরণ ও প্রদেয় বায়না অর্থ** যথাক্রমে ঃ **(১) ১৫২৪৫০০৯বি,** এএমএফ প্যানেল ইত্যাদি সমেত ৫০০ কেভিএ ডিজেল জেনারেটিং সেট সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনা। ১,২১,০০০ টাকা। **(২) ২০২৪৫০০৯,** ইএমইউ/এমইএমইউ-এর জন্য ৩-ফেজ ট্র্যাকশন মোটর সমূহ, পিনিয়ন সমেত মোটর টাইপ ৪৮-৪৫-৬। ৭,০৬,৯৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৩.১১.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ১ থেকে ২-এর জন্য)। **(৩) ০৮২৪১১১৪,** কার্বন ব্রাশ সংগ্রহের কাজ। ২,৭৮,৬৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৪.১১.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৪) ০৫২৪১০৭২এ,** আইএস ঃ ৩০৯/২০২৩ (ফিফ্‌থ রিভিসন) অনুসারে আয়তন অনুপাতে ৯৯% শুদ্ধতার তরল অক্সিজেন সংগ্রহের কাজ। ১৭,৩১,১২০ টাকা। **(৫) ১৫২৪৫০৭৮,** কম্পিউটার ভিত্তিক পরিমাপ এবং রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা সমেত হুইল প্রেস সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি। ৪,৭৪,৩৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৯.১১.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ৪ থেকে ৫-এর জন্য)। **(৬) ১৫২৪৫০৮৫,** আনুষঙ্গিক সমূহ সমেত (আই) ওসিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি সংগ্রহের কাজ। ১,৯০,৪০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২০.১১.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৭) ১২২৪৫৩৪৫,** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৮৩৮ অনুসারে টিডব্লুএসইজে-র জন্য বিশেষ ধরনের স্লিপার সংগ্রহের কাজের চালু চুক্তি। ৮,৬৪,৮৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২২.১১.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৮) ১১২৪১১২১,** ভারতীয় রেলওয়েতে ডিস্ক ব্রেক সিস্টেম সরঞ্জাম সমেত এলএইচবি ধরনের কোচসমূহে নন-অ্যাসবেস্টস ভিত্তিক অর্গানিক ব্রেক প্যাডসমূহ। ১৮,০১,৮০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৬.১১.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৯) ০৮২৪১১০৩,** ২৫ কেডব্লু ব্রাশলেশ অল্টারনেটর ইত্যাদির জন্য অ্যাক্সেল পুলি অ্যাসেম্বলির সংগ্রহের কাজ। ১,৫৬,৭৫০ টাকা। **(১০) ১৫২৪৫০৮৬,** ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, আসানসোলে মডিউলার ওটি। ১,৩২,৮৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০২.১২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ৯ থেকে ১০-এর জন্য)। **(১১) ১৪২৪১০৯১এ,** আইআরএস ঃ এস-৮৮-২০০৪ (যদি কোনো সাম্প্রতিক পরিমার্জন থাকে সেটি সহ) ইত্যাদি অনুসারে লেড অ্যাসিড সেল, ২ ভোল্ট-এ হার্ড রাবার কনটেনার সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি। ১,১২,১৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৯.১২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১২) ০৭২৪১০৮৩এ,** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং সি-৯৪০৭, টাইপ-II (রেভ. ০৩ অফ ফেব ২০০৭) ৪টি পরিমার্জন সহ শেষ পরিমার্জনা স্লিপ নং ৪ জুলাই-২০১৯-এ প্রকাশিত এবং সেই সঙ্গে সংশোধনী নং ১ অফ জুন ২০১৫ অনুসারে উড বেসড ইমপ্রেগনেটেড কমপ্রেসড ল্যামিনেটস চেকারড ডিজাইন যার একটি উপরিতলের আকার ঃ (৩৩৫০ + /- ১০ মিমি) x (৭৭০ + /- ৫ মিমি) x ১২ মিমি সংগ্রহের কাজ। ৬,০০,৩৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১২.১২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৩) ১৫২৪৫০৪৯,** ২৫ টন ক্ষমতার ইওটি ক্রেন সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা ও সূচনার কাজ ইত্যাদি। ১,৩৯,৮৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৬.১২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৪) ০৭২৪১০৭০,** ম্যানুয়াল মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড, ক্লাস-এমএস, কোটিং-এর ধরন ঃ হেভি, স্পেসিফিকেশন ঃ আইআরএস ঃ এম-২৮/২০২০ এবং এসটিআর, আরডিএসও এমসি এসটিআর ডব্লু ০১ রেভ ০৩ অনুসারে কোড আইএস ঃ ৫২০৬-২০১৩, আকার-৪ মিমি x ৩৫০ মিমি। ১,০০,৮৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৩.১২.২০২৪ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৫) ০৫২৪১২৮৩এ,** সার্ভোপ্লেক্স এএইচসি-১২০ (আইওসিএল) গ্রিজ সংগ্রহের কাজ। ২,৯৯,৩৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২২.০১.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ (ক্র. নং ১ থেকে ১৫)। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত সকল টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে উক্ত টেন্ডারগুলির দরপ্রস্তাব দাখিল করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির সম্পর্কে আরও জানতে ও অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-53/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

OFFICE OF THE BONGAON PANCHAYAT SAMITY
BONGAON, NORTH 24 PARGANAS

e-Tender Under Bongaon Panchayat Samity
Tender Notice

Online tender through two bid system are invited through www.wbtenders.gov.in by the Executive Officer Bongaon Panchayat Samity for the work of Installation of CCTV camera at Bongaon BL&LRO Office under LA Administrative Fund for Sl. No.1 of NIT No: 199/BNG/PS/eNIT, Dated: 28.10.2024.

Sl.No.	Particulars		Date	Time
1.	Published Date		29.10.2024	18:00 Hrs
2.	Documents Download/Sale Start Date	From	29.10.2024	18:00 Hrs (as per Server Clock)
3.	Documents Download / Sale End Date	To	06.11.2024	18:00 Hrs. (as per Server Clock)
4.	Pre Bid Meeting		NA	NA
5.	Bid Submission Start Date		29.10.2024	18:00Hrs. (as per Server Clock)
6.	Bid Submission End Date		06.11.2024	18:00Hrs (as per Server Clock)
7	Bid Opening Date (Technical)		11.11.2024	10:00 Hrs. (as per Server Clock)
8.	Bid Opening Date (Financial)		After Evaluation of Technical Bid	
9.	Place of Opening Bid	Office of Bongaon Panchayat Samity		
10.	Officer Inviting Bid	Executive Officer, Bongaon Panchayat Samity, Address: Bongaon, North 24 Parganas.		
11.	Last Date of Bid Validity	180 days from the date of opening of Financial Bid.		

Sd/- Executive Officer,
Bongaon Panchayat Samity

-: Tender Notice :-

West Bengal Police Housing & Infrastructure Development Corpn Ltd having its office at 3rd floor, Araksha Bhawan, Block – DJ, Sector – II, Salt Lake, Kolkata – 91 is inviting open tender from experienced agency for work of WBPHIDCL/ACE/NIT-189(e)/2024-2025 (1st Call), Renovation and up-gradation of Police Housing Estate (Type-IV, G+5) at Tollygunge Campus for Kolkata Police - Balance Work. **Estimated Amount put to Tender Rs. 2,06,87,970/-, Tender Id: 2024_WBSPH_766114_1, Last date & time of submission of bids online is 23.11.2024 at 10.00 AM. For further details please visit www.wbtenders.gov.in.**

দখল বিজ্ঞপ্তি - (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) রুল ৮-(১)

যেহেতু, **আইআইএফএল হোম ফিন্যান্স লিমিটেড** (পূর্বতন নাম ইন্ডিয়া ইনফোলাইন হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেড) (আইআইএফএল-এইচএফএল)-এর নিম্ন স্বাক্ষরকারী অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর অধীন তাঁর উপরে ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে আইনের ১৩(১২) ধারা এর সঙ্গে পঠনীয় রুল ৩ অফ দি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ অনুসারে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন দেনাদার/সহ-দেনাদারগণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত এই অর্থ পরিশোধের জন্য। দেনাদারগণ অর্থ পরিশোধ না করার কারণে দেনাদারগণ ও জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে, নিম্ন স্বাক্ষরকারী আধিকারিক তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে আইনের ১৩(৪) ধারা এর সঙ্গে পঠনীয় রুল ৮ অনুসারে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। দেনাদারগণ এবং বিশেষত জনসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা যেন কোনোভাবেই উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন। যদি কেউ উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনওপ্রকার লেনদেন করেন তাহলে **আইআইএফএল এইচএফএল**-এর নিকট চার্জ সাপেক্ষ হবে এবং সমস্ত অর্থাঙ্ক সুদসহ প্রদান করতে হবে।

দেনাদারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ১৩ ধারা ও উপধারা (৮) অনুসারে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উক্ত সম্পত্তি ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য, যা **"আইআইএফএল এইচএফএল"**-এর নিকট সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় বকেয়া আছে তা নির্ধারিত বিক্রয় বা হস্তান্তরের তারিখের পূর্বে পরিশোধ করে। উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তি **"আইআইএফএল এইচএফএল"** এর সম্মতি ছাড়া বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাবে না এবং "আইআইএফএল এইচএফএল" এর তরফ থেকে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না।

দেনাদার(গণ)/ সহ-দেনাদার(গণ) -এর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)	মোট বকেয়া(টাকা)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দখলের তারিখ
শ্রী সম্পদ রায় শ্রীমতি অন্তরা সেনগুপ্ত রায় ডেকরেটর্স **(প্রসপেক্ট নং. আইএল১০৩২৩৫৮৪)**	সমস্ত ফ্ল্যাটের অবিচ্ছেদ্য অংশ যার নং জিসি, একতলায় দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত, যার মৌজা-সোদপুর, জেএল নং-৮, আরএস নং ৪৫, তৌজি নং ১৭৮, আরএস দাগ নং ৩০০, খতিয়ান নং ২২৫/৫৩, ব্লক-এ, প্রেমিসেস নং ৩০০/বি, ওয়ার্ড নং ৩১, হোল্ডিং নং ২৮, এইচবি টাউন, রোড নং ৫, পো: সোদপুর, থানা: খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১১০, এরিয়ার আয়তন (বর্গফুটে): সম্পত্তির ধরণ: সুপার_বিল্ট আপ_এরিয়া, কার্পেট_এরিয়া, সম্পত্তির এরিয়া: ৫৫০.০০, ৩৬০.০০	**১৮৮৩৬৮১.০০/- টাকা** (আঠারো লক্ষ তিরাশি হাজার ছয় শত একাশি টাকা মাত্র)	**১২-জুন ২০২৪**	**২৬-অক্টো ২০২৪**
শ্রী রণি পাল শ্রীমতি বীণা পাল **(প্রসপেক্ট নং. ৯৫৩৪৪৩)**	সমস্ত অবিচ্ছেদ্য অংশ যার জেএল নং-৩১, তৌজি নং ২০৪, আরএস খতিয়ান নং ৫১৩, আরএস দাগ নং ২৮৯, মৌজা-তেঘরিয়া, থানা: ঘোলা, বিলকান্দা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১১০, এরিয়ার আয়তন (বর্গফুটে): সম্পত্তির ধরণ: ল্যান্ড_এরিয়া, বিল্ট_আপ_এরিয়া, কার্পেট_এরিয়া, সম্পত্তির এরিয়া: ৯০০.০০, ৫০৬.০০, ৪৪০.০০	**৯১০৩০৭.০০/- টাকা** (নয় লক্ষ দশ হাজার তিনশত সাত টাকা মাত্র)	**১২-জুন ২০২৪**	**২৬-অক্টো ২০২৪**

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন অনুমোদিত আধিকারিকের শাখা অফিসে: ১, শেক্সপিয়ার সরণী, এসি মার্কেট, কলকাতা-৭০০০৭১/অথবা বাণিজ্যিক অফিস: প্লট নং ৯৮, ফেজ-৪, উদ্যোগ বিহার, গুরগাঁও, হরিয়ানা।

স্থান: কলকাতা, তারিখ: ৩০.১০.২০২৪ স্বাঃ/- অনুমোদিত আধিকারিক, আইআইএফএল হোম ফিন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে

---

khaitan (India) Limited

রেজি. অফিস: একুশ তম তল, ৪৬সি, জেএল নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১
(CIN - L10000WB1936PLC008775)
Ph. 033-40505000, Email : kitsugar@gmail.com, Website : www.khaitansugar.in

৩০.০৯.২০২৪ দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	সমাপ্ত তিন মাস ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত তিন মাস ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত তিন মাস ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত ছয় মাস ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত ছয় মাস ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত বছর ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয়	১,৪৮৯.৬৫	১,৯৪৯.১২	১,৫০৪.৩৮	৩,৪৩৮.৭৭	২,৮৮৪.০৫	৫,৯৫৬.৬২
২	লাভ ব্যতিত সমীহ এবং করের পূর্বে	৬৮.৭৫	২০৮.৪৫	(৫৮.৮৪)	২৭৭.২০	(২০.০৬)	১৩৪.০০
৩	করের পূর্বে লাভ (পিবিটি)	৬৮.৭৫	২০৮.৪৫	(৫৮.৮৪)	২৭৭.২০	(২০.০৬)	১৩৪.০০
৪	করের পরে লাভ (পিএটি)	৬৮.৭৫	২০৮.৪৫	(৫৮.৮৪)	২৭৭.২০	(২০.০৬)	১৩৪.০০
৫	মোট তুলনীয় আয়/ক্ষতি	৬৮.৭৫	২০৮.৪৫	(৫৮.৮৪)	২৭৭.২০	(২০.০৬)	১৬১.২৭
৬	আদায়দত্ত ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৪৭৫.০০	৪৭৫.০০	৪৭৫.০০	৪৭৫.০০	৪৭৫.০০	৪৭৫.০০
৭	সংরক্ষণ এবং উদ্বৃত্ত (পুনর্মল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	১,৮২৫.৫৮	১,৩৯৮.০৪	১,৫৪৯.৪৭
৮	শেয়ার প্রতি আয় প্রতিটি ১০ টাকায় (অতিরিক্ত বিষয়সমূহের পূর্বে এবং পরে) (ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যানের জন্য বার্ষিকীকৃত নয়) মূল এবং মিশ্র (টাকায়)	১.৪৫	৪.৩৯	(১.২৪)	৫.৮৪	(০.৪২)	২.৮২

উপরিউক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী স্টক এক্সচেঞ্জের অধীনে ৩৩ এবং ২৩ (৯) অফ দি সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন ২০১৫ অনুসারে নির্ধারিত হয়েছে উক্ত ফলাফল এর বিবরণী নিরীক্ষক কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত হয়েছে এবং সোমবার ২৮ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালকবর্গেরসভায় গৃহীত হয়েছে। উক্ত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী ৩০.০৯.২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের এবং বছরের পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এছাড়াও পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.khaitansguar.in

বোর্ডের আদেশানুসারে পক্ষে
khaitan (India) Limited
স্বা/- সুনয় কৃষ্ণ খৈতান
(এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর)
DIN: 07585070

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮ অক্টোবর, ২০২৪

বন্ধন এক্সপ্রেস বাতিল

বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে প্রাপ্ত বার্তা অনুযায়ী, **১৩১২৯ কলকাতা-খুলনা বন্ধন এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.১০.২০২৪) এবং **১৩১৩০ খুলনা-কলকাতা বন্ধন এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.১০.২০২৪) **বাতিল** থাকবে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

বৈঙ্ক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

আঞ্চলিক অফিস:গ্রেটার কলকাতা রিজিয়ন
জিএন ৩৮/২, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৯১
শান্তিপুর শাখা, ২৬/৩/১, নিরঙ্কারী কমপ্লেক্স, রেল বাজার,
পো:-শান্তিপুর,থানা- শান্তিপুর, নদিয়া, পিন- ৭৪১৪০৪

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সংযুক্তি -এ
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি "পরিশিষ্ট ৪-এ [দেখুন প্রোভিসো রুল ৯(১)]

ই-নিলামের মাধ্যমে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ এর সঙ্গে পঠনীয় প্রোভিসো রুল ৯(১) অফ দি সিকিরউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ মোতাবেক।

এতদ্বারা জনসাধারণের ও দেনাদার(গণ),জামিনদার(গণ) -এর উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে দেনাদার(গণ) এবং জামিনদার(গণ) নিম্ন বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক/চার্জড রেখে সুরক্ষিত পাওনাদারের নিকট থেকে ঋণ নিয়েছিলেন তা ব্যাঙ্ক অফ বরোদার অনুমোদিত আধিকারিক দখল নিয়েছেন উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যে অবস্থায়", "যেখানে যে ভাবে", এবং "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে** সুরক্ষিত পাওনাদার নিম্ন বর্ণিত হিসাবখাতের সম্পত্তি বিক্রয় করবেন বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য। দেনাদারগণ/বন্ধকদার /জামিনদারগণ/সুরক্ষিত সম্পত্তি/বকেয়া/সংরক্ষিত মূল্য/ই-নিলাম তারিখ এবং সময় ইএমডি এবং বিড বর্দ্ধিত অর্থাঙ্ক নিম্নে বর্ণিত হল :

ক্র./লট নং	দেনাদারগণের নাম ও ঠিকানা/ জামিনদারগণ/ বন্ধকদার (গণ)	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণী জ্ঞাত দায় সহ, যদি কিছু থাকে	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডির অর্থাঙ্ক / বিড বর্ধিত অর্থাঙ্ক	দখলের ধরণ (গঠনমূলক/ বাস্তবিক)	সম্পত্তির পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১.	**শ্রী অসীম পাল (দেনাদার),** পিতা- প্রয়াত উপেন্দ্র পাল, বাসস্থানের ঠিকানা পরেশনাথপুর, পূর্ব ফুলিয়া, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদিয়া পিন- ৭৪১৪০৪	সমস্ত পার্ট এবং পার্সেল সম্পত্তিটি অবস্থিত পরেশনাথ পুর,পূর্ব ফুলিয়া, মৌজা- ৭৩, উদয়পুর, জেএল নং- ৭৩, ৯.৯৩২ ডেসিমেল জমি (দলিল অনুযায়ী) এলআর প্লট নং- ২০০, এলআর খতিয়ান নং- ৩৫০১, শান্তিপুর থানার অধীনে, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪১৪০২, দলিল নং ১১৮৯২/১২ তারিখ ১০.০৪.২০১২ এবং ১৩৭০৬/১৪ তারিখ ২২.০৮.২০১৪, চৌহদ্দি : উত্তরে- অসীম পালের বাগান, দক্ষিণে- পাকা রাস্তা, পূর্বে- অসীম দত্তের বাড়ি, পশ্চিমে- জ্ঞান চন্দ্র দে এর বাড়ি । **দায়বদ্ধতা : অজ্ঞাত**	২২,৫৪,৫০৩.৩৮/- টাকা (সুদ সহ ১১.০৫.২০২৪) তারিখ পর্যন্ত সুদ তৎসহ আকস্মিক খরচ এবং ব্যয় অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি।	২৭.১১.২০২৪ দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত	টাকা ১৬,৭৫,০০০/- / টাকা ১,৬৭,৫০০/- / টাকা ১০,০০০/-	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিন (আগাম অনুমতি সাপেক্ষে) সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৩টের মধ্যে

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী পাওয়া যাবে যার লিঙ্ক https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm এবং https://ebkray.in আগ্রহী নিলামকারীরা যোগাযোগ করতে পারেন অনুমোদিত আধিকারিক এর সঙ্গে যার মোবাইল নং : ৮২৫০৯৯১২১৬

SCAN HERE
For detailed terms & conditions.

নিয়ম ও শর্তাবলির বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য

তারিখ:৩০.১০.২০২৪
স্থান : কলকাতা

শ্রী রোহন কুমার
অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, **জানা স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** (পূর্বতন নাম জনলক্ষ্মী ফিনান্স সার্ভিসেস লিমিটেডের) অনুমোদিত আধিকারিকের অধীনে দি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এবং এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ এবং তার উপরে থাকা ক্ষমতাবলে আইনে ১৩(১২) ধারা এর সঙ্গে পঠনীয় রুল ৩ অফ দি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ **দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারি করা হচ্ছে দেনাদার(গণ)/সহ-দেনাদার(গণ) বর্ণিত এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৬০ দিনের** মধ্যে পরিশোধ করতে হবে সুদসহ এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং কার্যকরী ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি যুক্ত হবে আদায়ের তারিখ এবং/অথবা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত।

ক্রম. নং	লোন নং	দেনাদার/সহ-দেনাদার/ জামিনদার/বন্ধকদার	১৩(২) ধারা অনুসারে বিজ্ঞপ্তির তারিখ/বকেয়ার জের (টাকা) তারিখ পর্যন্ত	দখলের তারিখ/সময় এবং ধরন
১	৩১৪৫৯৪৪০০০০৪১ ৩১৪৫৯৬৭০০০০২৮ এবং ৪৬২১৯৬৭০০০০১৩২	(১) মেসার্স সাহেব স্টোর, প্রতিনিধিত্ব মালিক **জ্যোৎস্না বেগম,** ২) **শ্রীমতি জ্যোৎস্না বেগম,** ৩) **শ্রী শেখ আইনেল হক**	২০.০৭.২০২৪ **৩,০৩,৮৫১.৯৭ টাকা,** (তিন লক্ষ তিন হাজার আটশত একান্ন টাকা সাতানব্বই পয়সা মাত্র) **১৫.০৭.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত।**	**তারিখ : ২৮.১০.২০২৪ সময় : বিকেল ০৫.৪৫ মিনিটে প্রতীকী দখল**

সুরক্ষিত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ - বিক্রিত দলিল নং ১৪৯৭৫/২০১৪: সমস্ত সম্পত্তি নিজস্ব দুটি দোকান ঘর রোলিং শাটার প্রতিস্থাপন সহ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৬২ বর্গফুট কম অথবা বেশি মণ্ডল পাড়া লেন রোডের উপরে, এর সঙ্গে অবিভক্ত অংশের শেয়ারের জমি যার উপরে উক্ত বাড়িটি নির্মিত জমির আয়তন আনুমানিক ২ কাঠা, ১ ছটাক, কম অথবা বেশি এর সঙ্গে ৪ তলা বাড়ি, যার পুরসভার প্রেমিসেস নং ২৪/২/৮৬, মণ্ডল পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ২০, বরানগর পুরসভা অবস্থিত এবং জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- বরানগর, এডিএসআর অফিস কাশীপুর দমদম, তৌজি নং - ১২৯৮/২৮৩৩, জেএল নং ১১, আরএস নং ৯, মৌজা- সিঁথি নিজ, পুরনো খতিয়ান নং ৫১৭, আরএস খতিয়ান নং ৭৫৫, দাগ নং ১০১, এবং ১০২, উক্ত বাড়িটির **চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে** - প্লট নং ৩৫, **দক্ষিণে** - ১৬ ফুট চওড়া পুরসভার রাস্তা, **পূর্বে**- শ্রী অনিল কুমার রায়ের বাড়ি, **পশ্চিমে** - সম্পত্তির দাগ নং ৬৯।

বিক্রিত দলিল নং ০২৮৪৩/২০১১ : সমস্ত সম্পত্তি নিজস্ব মোজাইক ফ্ল্যাট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩০০ বর্গফুট, কম অথবা বেশি, তুলনীয় একটি বেডরুম, একটি ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, বাড়িটির প্রথম তলের মধ্যস্থলের অংশে একটি বাথরুম, মণ্ডল পাড়া লেন রোডের উপরে অবস্থিত, যার প্রেমিসেস নং ২৪/২/৮৬ মণ্ডল পাড়া লেন, এর সঙ্গে অবিভক্ত অংশের শেয়ারের জমির উপরে উক্ত বাড়িটি অবস্থিত। যেটি অবস্থিত জমির আয়তন আনুমানিক ২ কাঠা ১ ছটাক, কম অথবা বেশি এর সঙ্গে ৪ তলা বাড়ি, পুরসভার প্রেমিসেস নং ২৪/২/৮৬, মণ্ডল পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ২০, বরানগর পুরসভা অবস্থিত এবং জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- বরানগর, এডিএসআর অফিস কাশীপুর দমদম, তৌজি নং - ১২৯৮/২৮৩৩, জেএল নং ১১, আরএস নং ৯, মৌজা- সিঁথি নিজ, পুরনো খতিয়ান নং ৫১৭, আরএস খতিয়ান নং ৭৫৫, দাগ নং ১০১, এবং ১০২, উক্ত বাড়িটির **চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে** - প্লট নং ৩৫, **দক্ষিণে** - ১৬ ফুট চওড়া পুরসভার রাস্তা, **পূর্বে**- শ্রী অনিল কুমার রায়ের বাড়ি, **পশ্চিমে** - সম্পত্তির দাগ নং ৬৯।

যেহেতু দেনাদারগণ/সহ-দেনাদারগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদারগণ বর্ণিত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে সেই কারণে দেনাদারগণ ও জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে **জানা স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত সম্পত্তির সুরক্ষিত সম্পদের **প্রতীকী দখল নিয়েছেন** তার উপরে থাকা ক্ষমতাবলে আইনের ১৩(৪) ধারা অনুসারে এবং এর সঙ্গে পঠনীয় রুল ৮ অনুসারে যার তারিখ নিম্নে বর্ণিত হয়েছে দেনাদারগণ/সহ-দেনাদারগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদারগণ ও জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে তারা যেন উক্ত সম্পত্তির লেনদেন থেকে বিরত থাকেন। যদি কেউ উক্ত সম্পত্তি লেনদেন করেন তাহলে **জানা স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** চার্জ সাপেক্ষ হবে।

স্থান : কলকাতা	স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক
তারিখ : ৩০.১০.২০২৪	জানা স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পক্ষে

জানা স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক
(একটি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক)

রেজিস্টার্ড অফিস : দি ফেয়ারওয়ে, প্রথম ও দ্বিতীয় তল, সার্ভে নং ১০/১, ১১/২ এবং ১২/২বি, ডমলুর, কোরামাঙ্গলা ইনার রিং রোড, নেক্সট টু ইজিএল বিজনেস পার্ক, চাল্লাঘাটা, ব্যাঙ্গালোর-৫৬০০৭১। শাখা অফিস : পূর্বতন অফিস অবস্থিত পি-১৫০, ব্লক-বি, কলকাতা-৭০০০৮৯। লেকটাউন নার্সিং হোমের নিকট, বর্তমানে স্থানান্তরিত ডায়মন্ড হেরিটেজ শাখা, ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩।

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम — A Govt. of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

দাবি বিজ্ঞপ্তি ১৩(২) ধারা

শকুন্তলা পার্ক শাখা
৮৮/এন, বীরেন রায় রোড (পশ্চিম), শকুন্তলা পার্ক কেঠোপোল, কলকাতা-৭০০০৬১

Ref. : CB1665/DEMANDNOTICE/RADHARANI SADHUKHAN তারিখ :২৮.১০.২০২৪

প্রতি,
১. রাধারানি সাধুখাঁ (দেনাদার), পিতা অসিত সাধুখাঁ, এএইচ ৪২ ৪৮ ১, তালপুকুর রোড, মনশাতলা, ক্ষুদিরাম পল্লী, সরশুনা, কলকাতা-৭০০০৬১।
প্রিয় মহাশয়া,

বিষয় : সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিদি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ এর অধীনে ১৩(২) ধারা অনুসারে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তি।

কানাড়া ব্যাঙ্ক, শকুন্তলা পার্ক শাখা (এখানে "**সুরক্ষিত পাওনাদার**" বলে উল্লেখিত) অনুমোদিত নিম্ন স্বাক্ষরকারী আধিকারিক নিযুক্ত করা হয়েছে দি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ (এখানে "আইন" বলে উল্লেখিত) বিজ্ঞপ্তি আপনার বিরুদ্ধে জারি করা হয়েছে যা নিম্নরূপ :

শ্রীমতী রাধারানি সাধুখাঁ (এখানে "**দেনাদার**" বলে উল্লেখিত) ঋণের সুবিধা/গ্রহণ করেছিলেন তালিকা 'ক' অনুসারে সুরক্ষিত চুক্তি পাওনাদারের পক্ষে নেওয়া হয়েছিল যার আর্থিক সুবিধা নেওয়ার পরেও নিয়ম ও শর্ত অনুসারে উক্ত বকেয়া অর্থাঙ্ক চুক্তি মতো সুরক্ষিত পাওনাদারকে পরিশোধ করেননি। আপনার নেওয়া আর্থিক সহায়তা ও অনুমোদিত আধিকারিকের নিকট বকেয়া ঋণের অর্থাঙ্ক নিয়ম ও শর্ত অনুসারে চুক্তি মতো পরিশোধ করতে হবে যার বিবরণী উপরে বর্ণিত হল।

যে শ্রীমতী রাধারানি সাধুখাঁ (এখানে ঋণগ্রহীতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সমস্ত অর্থের দাবিতে অর্থপ্রদানের গ্যারান্টি দিয়েছেন এবং ঋণগ্রহীতার মালিকানাধীন বা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে ধার্যকৃত সমস্ত বাধ্যবাধকতা এবং দায় পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়েছেন **২৬,০০,০০০.০০ টাকা** (ছাব্বিশ লক্ষ টাকা) পর্যন্ত সুদ সহ ঋণ সুবিধার জন্য।

তালিকা-ক এবং গ

ঋণের প্রকৃতি/সীমা (লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর)	ঋণ অর্থাঙ্ক (টাকায়)	তারিখ অনুসারে দায়ের সঙ্গে সুদ	সুদের হার
হাউজিং লোন (১৬৬৫৬৩০০০০০১৫)	**১৮,৯০,০০০.০০ টাকা**	**১৪,৮৭,৫১০.৬৩ টাকা**	**৯.৩০%**
ওসিসি (৬২৮৬২৬১০০০০০৪)	**৩,০০,০০০.০০ টাকা**	**৩,০২,৫৮১.৬৩ টাকা**	**১১.৫০%**
এমএসএমই টার্ম লোন (১৭০০০৮৮৫৯১০৮)	**৪,১০,০০০.০০ টাকা**	**৪,৮১,৫৭০.৪৫**	**১০.৮০%**

উক্ত ঋণ/ক্রেডিট সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন সুরক্ষিত সম্পত্তির বন্ধক রেখে **তালিকা খ** বর্ণনার অনুসারে উক্ত সংশ্লিষ্ট নথি আপনার পক্ষে ছিল যা বন্ধক রাখা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত আপনি উক্ত দায় নিয়ম ও শর্তাবলী অনুসারে ব্যাঙ্কের নিকট পরিশোধ করেননি সেই কারণে আপনার হিসাবখাত ০২.১২.২০২৩ তারিখ থেকে **এনপিএতে** পরিণত হয়েছে। তথাপি, আপনার বিরুদ্ধে আইনের ১৩(২) ধারা অনুসারে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, উক্ত দায়ের **২২,৭১,৬৬২.৭১ টাকা** (বাইশ লক্ষ একাত্তর হাজার ছয়শত বাষট্টি টাকা এবং একাত্তর পয়সা মাত্র) এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ এবং ঘটনাক্রমিক খরচ অন্যান্য ব্যয় এই বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের তারিখ থেকে ষাট (৬০) দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে, অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে আইনের ১৩(৪) ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আপনার জ্ঞাতার্থে আরো জানানো হচ্ছে যে উক্ত বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তি বর্ণিত **তালিকা-খ**-এ আমাদের অনুমতি ছাড়া কোনো রকম লেনদেন করা যাবে না। যদি লেনদেন করা হয় তাহলে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩ ধারা ও উপধারা (৮) অনুসারে উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তি [illegible]

তালিকা-খ

[illegible]

তারিখ : ২৮.১০.২০২৪ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান : কলকাতা কানাড়া ব্যাংক

Government of West Bengal
IRRIGATION & WATERWAYS DIRECTORATE
(Tender Ref. No-DD/CDO/01/2024-25 circulated vide Memo No. 1287, dated 29.10.2024)

On behalf of the Governor of West Bengal, Tender is hereby invited by the Deputy Director of Designs (C. & F.C.), Central Design Office, I & W Dte. from the eligible and bonafide contractor for **1 (one) no.** work. Last date and time of submission of bid (hard copy) is **21.11.2024 upto 15:30 Hrs.** Details may be obtained from the office of the undersigned on all working days during office hours or from the website www.wbiwd.gov.in, on/from **30.10.2024.**

Sd/-
Deputy Director of Designs (C. & F.C.)
Central Design Office, I & W Dte.
Govt. of West Bengal

Abridged Tender Notice
NIT NO. 01/SDO/LDCSD-II of 2024-25

Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the bonafied agencies for 02 (Two) nos of work. Last date of application for Tender is 06-11-2024 upto 14:00 hrs IST. Other details may be seen in the notice board in the office of the undersigned.

Sd/-
Sub-Divisional Officer
L.D.C. Sub-Division No. II
Fuleswar, Uluberia, Howrh.

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য জনস্বার্থে ই-নিলামের বিজ্ঞপ্তি

বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তি **আইআইএফএল হোম ফিনান্স লিমিটেড** (পূর্বতন নাম ইন্ডিয়া ইনফোলাইন হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড) ... [illegible] ... www.iiflonehome.com

[illegible]

নিয়ম ও শর্তাবলী ঃ

[illegible]

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮ (৬) এর অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল

[illegible]

স্থান : কলকাতা, তারিখ : ৩০- অক্টোবর-২০২৪ স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক, আইআইএফএল হোম ফিনান্স লিমিটেড

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট শাখা
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, ২৮, এস.ভি. রোড, আন্ধেরি (পশ্চিম), আন্ধেরি পশ্চিম রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, মুম্বই-৪০০ ০৫৮।
ফোন নং ঃ ২৬২১ ০৪০৬/০৭ • ই-মেল ঃ asset.mnz@bankofindia.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ এর সঙ্গে পঠনীয় প্রোভিসো রুল ৮(৬) অফ দি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ মোতাবেক।

এতদ্বারা দেনাদার(গণ) ও জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে নিম্নলিখিত দেনাদার(গণ) এবং জামিনদার(গণ) নিম্নলিখিত স্থাবর বন্ধকীকৃত সম্পত্তি/চার্জড গ্রহণ করেছেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** (সুরক্ষিত পাওনাদার), **গঠনমূলক/বাস্তবিক দখল নিয়েছেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক** এটি অনুষ্ঠিত হবে **"যেখানে যে ভাবে", "যেখানে যে ভিত্তিতে" এবং "যেখানে যে অবস্থায় রয়েছে"** তার বিস্তারিত বিবরণী অনুসারে সুরক্ষিত বন্ধকীকৃত সম্পত্তি/চার্জড গ্রহণ করা হয়েছিল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে যা সংশ্লিষ্ট দেনাদার/জামিনদারগণ সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়নাকৃত জমা অর্থ উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিক্রয় করা হবে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে।

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে সারফেসি আইন ২০০২ অনুসারে দেনাদার/জামিনদারগণের উদ্দেশ্যে (লক্ষ টাকায়) (ই-নিলামের তারিখ ঃ ০৯.১২.২০২৪)

ক্রম. নং	হিসাবখাতের নাম/ দেনাদার/জামিনদার	সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষণ মূল্য/ ইএমডি অর্থাঙ্ক	ন্যূনতম বিড বর্ধিত (লক্ষ টাকায়)	অন্যান্য বকেয়া (সুদ, পেনাল সুদ ব্যয় ব্যতীত) লক্ষ টাকায়	সারসাই সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট/ সম্পত্তির আইডি	সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ/সময়	যোগাযোগ নং
১	**ম্যাক্সগ্রো ওভারসিজ লি: (পূর্বতন নাম ম্যাক্সগ্রো ট্রেড সলিউশনস লি:) শ্রীমতি কিরণ দেবী রাজেন্দ্র সরাফ (মৃত) শ্রীমতি রশনী রাহুল সরাফ শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ সরাফ শ্রী রাহুল রাজেন্দ্র সরাফ (মৃত)**	অফিস ২৩, তৃতীয় তল, নিউ ভগবান ভুবন সিএইচএস লি., স্যামুয়েল স্ট্রিট, মসজিদ বন্দর, মুম্বই-৪০০০০৯ **এরিয়া আনুমানিক আয়তন ৪০২ বর্গফুট, মালিক শ্রীমতী রোশনী রাহুল সরাফ (ব্যাঙ্কের তরফ থেকে বাস্তবিক দখল নেওয়া হয়েছে)**	৬২.০০/ ৬.২০	১.০০	২৫২৭.০০	২০০০০৯৪১০৯২১	০২.১২.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত	৮৩৪০৪৭৪২৯৭ ৭৭৩৯০১৪১৭৪
		ফ্ল্যাট নং ৫/১/সি, ন্যাচারাল হাইট্‌স, বিল্ডিং নং ৫, ১৩৭-কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৫২ **আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২৩৮৫ বর্গফুট (আনুমানিক বিক্রয়ের চুক্তি অনুসারে) মালিক: শ্রী রাহুল সরাফ (ব্যাঙ্কের তরফ থেকে বাস্তবিক দখল নেওয়া হয়েছে)**	১০৬.০০/ ১০.৬০	১.০০	২৫২৭.০০	২০০০০৯৪৯৩৯৭৯	০২.১২.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত	৮৩৪০৪৭৪২৯৭ ৭৭৩৯০১৪১৭৪

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ

ই-নিলামপর্ব অনুষ্ঠিত হবে **"যেখানে যে অবস্থায়", "যেখানে যে ভাবে" ও "যেখানে যে ভিত্তিতে"** এবং এটি অনুষ্ঠিত হবে **"অনলাইনে"**।

অনলাইনে ই-নিলাম বিক্রয়/বিডিং অনুষ্ঠিত হবে ওয়েবসাইট **https://ebkray.in ০৯.১২.২০২৪ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত** ভারতীয় সময়ানুসারে যার বর্ধিত সময়সীমা ১০ মিনিট।

ই-নিলামের বিড ফর্ম ঘোষণা, অনলাইনে নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী পাওয়া যাবে **https://www.bankofindia.co.in**

বিডারগণ পরিদর্শন করতে পারেন **https://ebkray.in** যেহেতু **"গাইডলাইন"** বিডারদের প্রশিক্ষণমূলক ভিডিও দেওয়া হবে এছাড়াও বিডাররা নিম্নলিখিত নিয়ম-কানুন অগ্রিম দেখতে পারেন ঃ

- **পদক্ষেপ ১ ঃ বিডার/ ক্রয়কারী রেজিস্ট্রেশন ঃ** ই-নিলাম পোর্টালে বিডারকে রেজিস্টার্ড করতে হবে। **https://ebkray.in** ব্যবহার করতে হবে মোবাইল নং এবং ই-মেল আইডি।
- **পদক্ষেপ ২ ঃ** কেওয়াইসি পর্যবেক্ষণ ঃ বিডারকে কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কেওয়াইসি নথি পর্যবেক্ষণ করা হবে ই-নিলাম পরিষেবার জন্য (দুটি কাজের দিনে)
- **পদক্ষেপ ৩ ঃ** ইএমডি-র অর্থাঙ্ক স্থানান্তরিত করা হবে গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইন/অফলাইনে যা স্থানান্তরিত করা হবে এনইএফটি, চালান ব্যবহার করে ই-নিলাম পোর্টালের।
- **পদক্ষেপ ১ থেকে পদক্ষেপ ৩** পর্যন্ত অগ্রিম নিলাম সম্পূর্ণ করা হবে নিলাম প্রক্রিয়ার তারিখের পূর্বে। নিলামকারীরা পরিদর্শন করতে পারেন ওয়েবসাইট **https://ebkray.in** রেজিস্ট্রেশন এবং বিডিং গাইড লাইনের জন্য।
- **হেল্পলাইনের বিস্তারিত বিবরণী /ইবিক্রয় যোগাযোগকারী ব্যক্তির বিস্তারিত বিবরণ ঃ**

ইবিক্রয় হেল্পডেস্ক নম্বর			
নাম	ই-মেল আইডি	টিম	মোবাইল নং
হেল্পডেস্ক নং	support.ebkray@psballiance.com	পিএসবি অ্যালায়েন্স	৮২৯১২২০২২০
ধর্মেশ আশার	avp.projectmanager2@psballiance.com	পিএসবি অ্যালায়েন্স	৯৮৯২২১৯৮৪৮
সুধীর পাঞ্চাল	sudhir@procure247.com	আই সোর্সিং টেকনোলজি	৮১৬০২০৫০৫১

১. আগ্রহী নিলামকারীরা বৈধ ইমেল ঠিকানা, বিস্তারিত বিবরণী এবং অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ইবিক্রয় হেল্পলাইন নং **৮২৯১২২০২২০** হেল্পলাইন ই-মেল আইডি **e-mail ID : support.ebkray@psballiance.com**
২. **অনুমোদিত আধিকারিকের** কাছে যে তথ্য রয়েছে সেই বিষয়ে উক্ত সম্পত্তির ঋণের বিস্তারিত বিবরণী নেই। তথাপি আগ্রহী নিলামকারীরা স্বাধীনভাবে ঋণের বিষয় অনুসন্ধান করতে পারেন এই বিষয়ে সম্পত্তির নিলাম এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পত্তির ক্ষেত্রে আপনাকে গ্রহণ করতে হবে যা বিডের সঙ্গে জমা করতে হবে নিলামপর্বের বিজ্ঞাপন বিধিবদ্ধ করা হয়নি এবং তা বিধিবদ্ধ ভাবে দেখানো হয়নি কোনোরকম প্রতিশ্রুতি অথবা ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিত্বকারীর তরফ থেকে। উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে এবং ভবিষ্যতে ঋণের বিষয় ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের বিষয় তথ্য জানা অথবা অজানা রয়েছে। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবী/অধিকার/বকেয়া ইত্যাদি সম্পর্কে দায়ী থাকবেন না এবং ভবিষ্যতে অনলাইনে সম্পত্তির বিড ও বিক্রয় ক্ষেত্রে জমা করতে পারবেন না।
৩. বায়নাকৃত জমা অর্থ (ইএমডি) জমা করতে হবে আরটিজিএস/এনইএফটি/ফান্ড ট্রান্সফার করা যাবে ব্যাঙ্কের হিসাবখাতে যার বিবরণী দেওয়া হয়েছে আইবিএপিআই পোর্টালে অনলাইনে বিডের যোগদানের বিষয়।
৪. কেওয়াইসি নথি জমা করতে হবে **১.** কেওয়াইসি চিহ্নিত প্রমাণ অর্থাৎ ভোটার আইডি কার্ড/ড্রাইভিং লাইসেন্স/পাসপোর্ট **২.** চলতি ঠিকানার প্রমাণপত্র যোগাযোগের জন্য **৩.** প্যান কার্ড নিলামকারীর জন্য **৪.** বৈধ ই-মেল আইডি ও যোগাযোগের নম্বর বিডারদের ক্ষেত্রে।
৫. পর্যবেক্ষণের তারিখ টেবিল বর্ণিত হয়েছে উপযুক্ত অনুমতি নিতে পারবেন বর্ণিত যোগাযোগ নম্বর থেকে।
৬. সংশ্লিষ্ট বিডারকে অনলাইনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ই-নিলামের আইবিএপিআই পোর্টাল থেকে।
৭. বিডারকে অনলাইনে জমা করতে হবে নির্ধারিত ফরম্যাটে যার সংশ্লিষ্ট বিবরণী অনুসারে।
৮. নিলামকারীকে দাবী অনুসারে এর সঙ্গে পঠনীয় নিয়ম ও শর্তাবলী পড়তে হবে বিক্রয়ের জন্য।
৯. বিড মূল্য জমা করতে হবে সংরক্ষিত মূল্য এব বিডারকে ১ লক্ষ (এক লক্ষ) টাকার গুণীতকে **সংরক্ষিত মূল্য ৫ কোটি/৫.০০ লক্ষ (পাঁচ লক্ষ টাকা) সংরক্ষণ মূল্য সর্বাধিক ৫ কোটি থেকে ৯.০০ কোটি/এবং ১০.০০ লক্ষ (দশ লক্ষ টাকা সংরক্ষণ মূল্য ৯ কোটির উপরে।**
১০. আগ্রহী নিলামকারীর দায়িত্ব থাকবে উক্ত সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করে সন্তুষ্ট হওয়ার পরেই বিড জমা করবেন।
১১. বায়নাকৃত জমা অর্থ (ইএমডি) সফল নিলামকারীকে বিক্রয়ের জন্য জমা করতে হবে এবং ইএমডি অনুসারে যে সমস্ত বিডাররা ব্যর্থ হয়েছেন তাদের ই-নিলাম প্রক্রিয়া বন্ধের পরে ফেরত দিতে হবে।
১২. বায়নাকৃত জমা অর্থের সুদ কখনোই ফেরত দেওয়া হবে না, সফল নিলামকারীকে ক্রয় মূল্যের **২৫ শতাংশ** অর্থ যার আয়ের অর্থ ইতিমধ্যেই প্রদান করা হয়েছে অনুমোদিত আধিকারিকের নিকট তিনি ঐ দিনেই অথবা তার পরের দিনেই জমা করতে হবে বিক্রয় মূল্যের বাকী অংশ পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে জমা করতে হবে নিলামপর্ব নিশ্চিত করা হবে ব্যাঙ্কের তরফ থেকে। সফল নিলামকারীকে উক্ত বিষয় জমার অর্থ প্রদান না করলে তার সম্পূর্ণ অর্থ যা ইতিমধ্যেই জমা করা হয়েছে তা বাতিল করা হবে এবং উক্ত সম্পত্তি পুনরায় ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে। ই-নিলাম/এর অধিকার উক্ত সম্পত্তির বিষয় করা যাবে না।
১৩. উক্ত বিষয়ে বিডারকে অনলাইনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে **ইবিক্রয়** পোর্টাল থেকে এবং এর ই-নিলামের তারিখ **অনুমোদিত আধিকারিক** অথবা ব্যাঙ্কের তরফ থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কোনো রকম ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যা এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাট অথবা অন্য কোনো যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য এবং পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদি রাখতে হবে সফল প্রতিযোগির জন্য ই-নিলাম পর্বের বিষয়।
১৪. ক্রয়কারীকে কার্যকরী স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি, অন্যান্য চার্জ এবং বিধিবদ্ধ বকেয়া কর, অ্যাসেসমেন্ট চার্জ ইত্যাদি প্রদান করতে হবে।
১৫. ক্রয়কারীকে বহন করতে হবে টিডিএস যদি কিছু থাকে সংযুক্ত অন্যান্য বকেয়া, রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি ইত্যাদি।
১৬. অনুমোদিত আধিকারিক/ব্যাঙ্কের তরফ থেকে সর্বোচ্চ প্রদানকারীকে উক্ত অর্থ জমা না দিলে তা স্থগিত/বাতিল করার অধিকার থাকবে অথবা উক্ত সম্পত্তি প্রত্যাহার করে নেওয়ার অধিকার থাকবে কোনোরকম কারণ না দর্শিয়ে।
১৭. বিক্রয় সার্টিফিকেট ক্রয়কারী/আবেদনকারীকে ইস্যু করা হবে কারো আবেদনের ভিত্তিতে অন্য কারো নামে করা হবে না।
১৮. বিক্রয়ের বিষয়ের রুল/নির্ধারিত শর্তানুসারে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ অনুসারে উক্ত সম্পত্তি নিয়ম ও শর্তাবলী অনুসারে যোগাযোগ করতে পারবেন।
১৯. যদি কোনো ব্যক্তি ইএমডির জমা থাকে এবং উক্ত অর্থাঙ্ক প্রদান না করা হয় তবে তা আইবিএপিআই পোর্টাল ব্যবস্থার মাধ্যমে তা প্রদান করা হবে।
২০. জিএসটি যা কার্যকর করা হয়েছে তা সফল নিলামকারীকেই প্রদান করতে হবে।

দেনাদার/জামিনদারগণের উদ্দেশ্যে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত আধিকারিকের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে বিক্রয় এবং এই সম্পর্কিত বিষয়ে অধিকার যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এবং রুল মোতাবেক আপনার প্রতিশ্রুতি মতো বকেয়া অর্থাঙ্ক এর সঙ্গে সুদ খরচ, চার্জ ইত্যাদি যুক্ত হবে। এই ক্ষেত্রে অগ্রিম বিষয়ে ব্যাঙ্কের তরফ থেকে আপনাকে ইতিমধ্যেই অবগত করা হয়েছে তথাপি ব্যাঙ্ক পুনরায় দাবী বিজ্ঞপ্তি আপনার উদ্দেশ্যে জারী করছে আইনের ১৩ (২) ধারা অনুসারে বর্ণিত অর্থাঙ্ক **৬০ দিনের** মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। যদি আপনি উক্ত অর্থাঙ্ক **৬০ দিনের মধ্যে** পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন তাহলে **অনুমোদিত আধিকারিক** তার উপরে থাকা ক্ষমতাবলে আইনের ১৩ (৪) ধারা অনুসারে উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির দখল নেবেন বিবরণী অনুসারে যা উপরে তালিকায় উল্লেখিত হয়েছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই আপনার উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে যা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রদান করতে হবে এবং উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে এবং যে বকেয়ার জের রয়েছে তা আদায় করা হবে। এর সঙ্গে সমস্ত সুদ ও খরচসহ আপনাকে পরিশোধ করতে হবে। আরও জানানো হচ্ছে যে দাবী বিজ্ঞপ্তি অনুসারে আপনার সম্পত্তি দখল নেওয়া হয়েছে যার মূল্যায়ণ এবং সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে এবং প্রথমে বিক্রিত মূল্য থেকে বাদ দেওয়া হবে এবং আদায়ের পরে নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়পর্ব নিশ্চিত করবেন এবং আপনার দায় পরিশোধ হবে আপনি উক্ত বিষয়ে নিলাম ও শর্তাবলী অনুসারে সমস্ত অর্থ আপনাকে জমা করতে হবে।

স্বা/-
অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

তারিখ : ৩০.১০.২০২৪
স্থান : মুম্বই

টালিগঞ্জে স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠে ভর্তি শুরু ৫ নভেম্বর

কলকাতা ঃ নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রসারে ভারত সেবাশ্রম সংঘ পরিচালিত টালিগঞ্জে স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠ ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে সাধারণ পঠন-পাঠনের পাশাপাশি নীতি শিক্ষা ও মূল্যবোধের পাঠ দেওয়া হয়। বিগত কয়েক বছর ধরে শহরের এই স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সেই কথা মাথায় রেখে প্রাথমিক স্তর থেকে আরো বেশি ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ করে দিতে তৈরি হয়েছে নতুন স্কুল ভবন।২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য এই স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে আগামী ৫ নভেম্বর। একথা জানিয়েছেন স্কুলের সেক্রেটারি ও ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী স্বামী সঙ্ঘাত্মানন্দজি মহারাজ। তিনি জানান, বহু ছেলেমেয়ে এই স্কুলে ভর্তি হতে চায়। কিন্তু তাদের বসার জায়গা দেওয়া যেত না। সেই কথা মাথায় রেখেই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত স্কুল ভবন তৈরি করা হয়েছে। আগামী ৫ নভেম্বর সকাল আটটা থেকেই শুরু হচ্ছে ভর্তি প্রক্রিয়া। স্কুলে সরাসরি এসে ফর্ম তুলে ভর্তি হওয়া যাবে।

দীপাবলিতে সাইকেলের বিশুদ্ধ আগরবাতি

বেঙ্গালুরু : সাইকেল বিশুদ্ধ আগরবাথি, ভারতের শীর্ষস্থানীয় আগরবাথি প্রস্তুতকারক, আধ্যাত্মিক অনুশীলন এবং সুস্থতা বাড়াতে ডিজাইন করা তার সর্বশেষ পণ্য লাইন লঞ্চের মাধ্যমে দীপাবলি মরসুমে আলোকিত করছেঞ্চ এই দীপাবলি, হেরিটেজ ডিভাইন ধূপ শক্তি কালেকশন, রোজ, চন্দন এবং জেসমিনের সুগন্ধযুক্ত নৈবেদ্যসম্ভ্রানি গোল্ড সিরিজ কালেকশন এবং এয়ার কার্পুর ওয়েলবিং কালেকশন সহ ব্র্যান্ডের নতুন অফারগুলির সাথে বাড়িতে শান্তি এবং ইতিবাচকতার আমন্ত্রণ জানান। প্রার্থনা এবং ভক্তির পরিবেশকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং প্রিয়জনদের জন্য একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা তৈরি করে আলোর উত্সব উদযাপন করুন। নতুন লঞ্চের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, সাইকেল পিওর আগরবাথির ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব অর্জুন রাঙ্গা বলেন, ''আমরা দীপাবলির ঠিক সময়ে নতুন প্রোডাক্ট লাইনআপ লঞ্চ করতে পেরে আনন্দিত। যেহেতু উত্সবটি একতাবদ্ধতা এবং প্রার্থনার সময়, তাই সাইকেলে, আমরা আমাদের ভক্তদের একটি আনন্দদায়ক পূজার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ মানের পণ্য সরবরাহ করার চেষ্টা করি।ব্র্যান্ডটি আরও চালু করেছে নৈবেদ্যসম্ভ্রানি গোল্ড সিরিজের কালেকশন, যাতে রয়েছে প্রাকৃতিক সুগন্ধির একটি চমৎকার পরিসর। সাম্বরানি কাপ তিনটি ভেরিয়েন্টে পাওয়া যায় - রোজ, চন্দন এবং জেসমিন, যা কাঠকয়লা-মুক্ত এবং দীপাবলির জন্য বাড়িতে আলো এবং সুগন্ধকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য দুর্দান্ত। ১''টি সম্ভ্রানি কাপ এবং একটি ধারক সমন্বিত সেটটি দীপাবলি উপহার দেওয়ার জন্য আদর্শ, এর সুগন্ধে এলাকাটিকে উন্নত করে এবং উত্সব উদযাপন বা দৈনন্দিন আচার অনুষ্ঠানের জন্য আদর্শ।উপরন্তু, কর্পূর তার বিশুদ্ধকরণ এবং শিথিলকরণ বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যাপকভাবে পরিচিত। সদ্য চালু হওয়া এয়ার কার্পুর ওয়েলবিং কালেকশন হল একটি অনন্য লাইন যা সামগ্রিক সুস্থতার উপর ফোকাস করে, প্রতিটি পণ্যকে মননশীলতা এবং শিথিলতা সমর্থন করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। আপনার জামাকাপড়, ড্রয়ার এবং স্টোরেজ ইউনিটগুলিকে তাজা গন্ধযুক্ত রাখার জন্য কিটটিতে একটি কর্পূরের থলি রয়েছে, একটি কর্পূরের থলি, যা জামাকাপড়, বই এবং উপাদেয় জিনিসগুলিকে সতেজ করতে কর্পূরের সুগন্ধ প্রকাশ করে, কর্পূর রোল-অন থেকে ত্রাণ প্রদান করে। মাথাব্যথা, ভিড়, পেশী ব্যথা এবং সর্দি, কর্পূরের বাষ্পীভবন এবং মশা তাড়ানোর তরল, এবং একটি এয়ার ফ্রেশনার, যা কর্পূরের সুগন্ধে স্থান পূর্ণ করে।

সেরার সেরা মুখ ২০২৪। আয়োজক এস আর ইভেন্টস্।প্রথম বর্ষের প্রথম প্রযোজনায় রেম্পে হাটা প্রতিযোগিতা চমক লাগিয়ে দিলেন প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে বিশিষ্ট মডেলার রা। এস আর ইভেন্টস এর কর্ণধার তথা অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা রিয়া রয় জানালেন মাত্র ১৪ দিনের পরিশ্রমে তারা এই রেম শো করতে পেরে আনন্দিত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মডেলার প্রীতি জৈন, ডিজাইনার শান্তনু গুহ ঠাকুরতা, মডেলার রঞ্জিতা ভট্টাচার্য, মডেলার সপ্তমী ব্যানার্জি এবং পমডেট ডেটিং অ্যাপস এর কনর্ধার কস্তুরী মিত্র, শঙ্খ মিত্র এবং অভিজিৎ নিয়োগী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বীমা পরিষেবার সম্প্রসারণে পিবি পার্টনার্স মিশনে এগিয়ে কলকাতা

কলকাতা ঃ পলিসিবাজার বীমা ইনসিওরেন্স ব্রোকার এর একটি ব্র্যান্ড পিবি পার্টনার্স সাফল্যের সঙ্গে ভারতের ২ এবং ৩ স্তরের শহরগুলিতে বীমা ব্যবস্থাকে আরও নাগালের মধ্যে এনে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাশ্রয়ী করে তুলছে যা ৩ ডি , ডেথ বা মৃত্যু, ডিজাবিলিটি বা অক্ষমতা এবং ডিসিজ্ বা রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে। এই প্রযুক্তি-চালিত সম্প্রসারণ পশ্চিমবঙ্গের উপভোক্তাদের আচরণকেও উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে, যেখানে বছরের পর বছর ধরে বীমা-ক্রয় প্রক্রিয়া বিবর্তিত হয়েছে। গ্রাহকরা এখন বীমা কেনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল গবেষণা এবং স্থানীয় এজেন্ট পার্টনারদের ব্যক্তিগত সহায়তা দুই এর উপরেই নির্ভর করেন, যা কলকাতাকে পিবি পার্টনারদের জন্য অন্যতম উল্লেখযোগ্য বাজারে পরিণত করেছে। গ্রাহকের চাহিদা সম্পর্কে গভীর ধারণা এবং আস্থা তৈরির দিকে মনোনিবেশ করে, পিবি পার্টনার্স পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহরে মানুষ কীভাবে বীমার প্রতি আকর্ষিত হন এবং নিজেদের পরিবারের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করেন, সেই ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে।পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বীমা বিপ্লবে শীর্ষে কলকাতা-পশ্চিমবঙ্গে বীমা পরিমন্ডলে বিপ্লব ঘটানোর পিবি পার্টনার্স এর যাত্রায় কলকাতা একটি মূল কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পিবি পার্টনার্স শুধুমাত্র কলকাতাতেই ১,০০০রও বেশি এজেন্ট পার্টনারকে নিযুক্ত করেছে, ফলে রাজ্য জুড়ে সংস্থার ৬,০০০ এরও বেশি এজেন্ট পার্টনারদের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। এই চিত্তাকর্ষক বৃদ্ধি কোম্পানির উদ্ভাবনী পয়েন্ট অফ সেলস পার্সন মডেলের সাফল্যের কারণে, যা শহর ও গ্রামীণ উভয় এলাকার মানুষকে আর্থিক সুরক্ষা প্রদানে এজেন্ট পার্টনারদের ক্ষমতায়িত করতে প্রযুক্তি ব্যবহার করে।পশ্চিমবঙ্গের পিবিপার্টনার্স এর জন্য ফলাফল দেওয়া শীর্ষস্থানীয় শহরগুলি- পিবি পার্টনার্স পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি অর্জন করেছে, যেখানে বেশ কয়েকটি শহরে সংস্থার প্রযুক্তি-চালিত পয়েন্ট অফ সেলস পার্সন মডেল, বীমা অ্যাক্সেসিবিলিটি প্রসারিত করার সংস্থার মিশনে মূল অবদানকারী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। পিবি পার্টনার্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ধ্রুব শ্রীন বলেন, ''কলকাতার পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, নদিয়া, বীরভূম, জলপাইগুড়ি এবং বাঁকুড়ার মতো শহরগুলি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। শহুরে, আধা-শহুরে এবং গ্রামীণ অঞ্চলের সংমিশ্রনে তৈরি এই অঞ্চলগুলিতে বীমা সচেতনতা এবং গ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। মূলত ব্যক্তিগতকৃত সহায়তা দেন এবং সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়গুলিতে প্রয়োজনীয় বীমা সমাধান সরবরাহ করেন এমন এজেন্ট অংশীদারদের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের কারণে এই সাফল্য এসেছে। তাদের নিষ্ঠা রাজ্য জুড়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করে চলেছে''। কলকাতার বিমা বাজারে আস্থা তৈরি করা -মানুষের আস্থাই পিবি পার্টনার্স এর মিশনের মূল ভিত্তি। কলকাতার মতো শহরে, যেখানে রেফারেল এর ক্ষেত্রে মুখের কথায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সংস্থার ফিজিক্যাল এবং ডিজিটাল ব্যস্ততার সংমিশ্রণ - ফিজিটাল পদ্ধতি - অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। গ্রাহকরা প্রায়শই অনলাইনে বীমা স্কিমগুলি নিয়ে পড়াশুনো করেন, তবে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা অভিজ্ঞ স্থানীয় এজেন্ট পার্টনারদের পরামর্শ চান। কলকাতায় পিবি পার্টনার্স এজেন্ট পার্টনাররা সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃঢ়, বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক তৈরি করেছে, যা বীমা ক্রয়ের যাত্রায় মানুষের মিথস্ক্রিয়ার গুরুত্বকে আরও জোরদার করেছে।পিবি পার্টনার্স তাঁদের অভিজ্ঞতা কেন্দ্রগুলিকে আরো প্রসারিত করেছে- পিবি পার্টনার্স ভারত জুড়ে প্রায় ১৬টি এরকম অভিজ্ঞতা কেন্দ্রের নেটওয়ার্কের অংশ হিসাবে কলকাতাতেও একটি অভিজ্ঞতা কেন্দ্র পরিচালনা করে। এই কেন্দ্রগুলি পিবি পার্টনার্স এজেন্ট অংশীদারদের কোম্পানির ব্যবসায়িক টিমের সাথে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ আলোচনার মূল্যবান প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে। মিঃ ধ্রুব জোর দিয়ে বললেন, ''ভারত জুড়ে, বিশেষত নিজ নিজ অঞ্চলে বীমা কভারেজকে আরো বিস্তৃত করার কার্যকর কৌশল তৈরির দিকে আমরা নজর দিয়েছি। অভিজ্ঞতা কেন্দ্রগুলি জ্ঞান এবং দক্ষতার বিনিময়কেও উত্সাহ দেয়, এজেন্ট অংশীদারদের দক্ষতা এবং বোধগম্যতা বাড়ায় যাতে তারা যে সম্প্রদায়গুলিতে কাজ করে সেখানে আরও ভালভাবে সেবা দিতে পারে''। কলকাতায় প্রযুক্তি-চালিত সম্প্রসারণ- পিবি পার্টনার্সের প্রযুক্তি-চালিত পিওএসপি মডেল কলকাতায় সংস্থাটিকে দ্রুত সম্প্রসারণের সুযোগ দিয়েছে, যেখানে জনসংখ্যার একটি বড় অংশের এখনও আর্থিক সাক্ষরতা এবং বীমা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় দিশানির্দেশ প্রয়োজন। এআই কার্যকারিতা এবং পিবি ইন্সপেকটের মতো প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহার করে, পিবি পার্টনার্স, বীমা প্রক্রিয়াকে যেমন সহজ করেছে, তেমনি এজেন্ট পার্টনারদের সম্ভাব্য গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ ও তাদের অবহিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করাকেও সহজ করে তুলেছে।সংস্থার পিবিপি ওয়ান রিওয়ার্ড প্রোগ্রাম শীর্ষস্থানীয় পারফর্মারদের জন্য পুরস্কারের মাধ্যমে কলকাতার এজেন্ট পার্টনারদের আরও অনুপ্রাণিত করে। এটি শ্রেষ্ঠত্বের সংস্কৃতিকে যেমন উত্সাহিত করেছে, তেমনি এজেন্টদের দক্ষতা বাড়াতে এবং উপভোক্তাদের আরও কার্যকরভাবে সুবিধা প্রদান সুনিশ্চিত করেছে। পাঠশালা এবং জ্ঞানশালা ইভেন্টগুলি নিয়মিতভাবে এজেন্ট পার্টনারদের লাগাতার পরিবর্তিত হওয়া বীমা ল্যান্ডস্কেপ নেভিগেট করার জন্য আরো গভীরতর জ্ঞান এবং সংস্থান সরবরাহ করে। এটিও তাঁদের সর্বশেষ তথ্য এবং সরঞ্জামগুলির সাথে সজ্জিত করে।পিবি পার্টনার্স কলকাতা এবং তার বাইরেও তার উপস্থিতি প্রসারিত করে চলেছে, যেখানে আর্থিক সুরক্ষা এবং গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রতি সংস্থার প্রতিশ্রুতি সর্বাগ্রে রয়েছে। আস্থা তৈরি, এজেন্টদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পিবি পার্টনার্স বীমা ল্যান্ডস্কেপকে রূপান্তরিত করছে, বীমাকে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলছে এবং উপভোক্তাদের তাদের আর্থিক ভবিষ্যত সুরক্ষিত করতে ক্ষমতায়ন করছে।

হাঙ্গামা ডিজিটাল মিডিয়ার ওটিটি'র সাফল্য উদ্‌যাপন

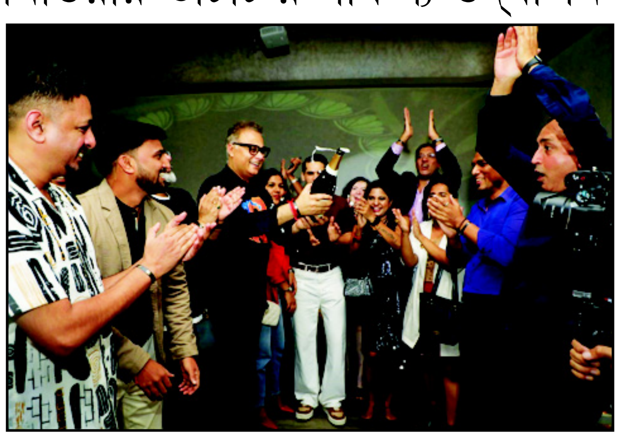

মুম্বাই ঃ হাঙ্গামা ডিজিটাল মিডিয়া, সবচেয়ে জনপ্রিয় ডিজিটাল বিনোদন সংস্থাগুলির মধ্যে একটি, একটি একচেটিয়া সাফল্যের পার্টির সাথে তার স্ট্রিমিং পরিষেবা হাঙ্গামা ওটিটি -এর সাফল্য উদযাপন করেছেঞ্চ অনুষ্ঠানে ডেইজি শাহ, কণিকা মান, হেলি শাহ, টিনা দত্ত, নায়রা ব্যানার্জী, আলী গনি, যুক্তি কাপুর, ক্রিসান ব্যারেটো, রোহান মেহরা, করণ শর্মা, আভাস মেহতা, মোনালিসা, শিল্পা তুলস্কর, হিমাংশু সহ বিনোদন জগতের সবচেয়ে বড় নাম একত্রিত হয়েছিল। মালহোত্রা, শালিন, রোহিত খান্ডেলওয়াল, সানম জোহর এবং অ্যাবিগেল প্রমুখ। ২৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত, আসন্ন সপ্তাহের জন্য নতুন ওয়েব সিরিজের একটি উত্তেজনাপূর্ণ স্লেটও ইভেন্টে উন্মোচন করা হয়েছিল। হাঙ্গামা ওটিটি মূল শো, চলচ্চিত্র এবং সঙ্গীতের বৈচিত্র্যময় পরিসর দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। আসন্ন বিষয়বস্তু লাইনআপ এই প্রবণতাটি চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, দর্শকদের একটি আকর্ষক ঘরানার মিশ্রণ অফার করে। প্ল্যাটফর্মটি প্রতিটি স্বাদের জন্য কিছু অফার করবে, গ্রিপিং ড্রামা থেকে শুরু করে হৃদয়গ্রাহী কমেডি এবং এর মধ্যে সবকিছু। এর সর্বশেষ লাইনআপে রয়েছে অত্যন্ত প্রত্যাশিত শো যেমন রেড রুম, একটি সাসপেন্স-ভরা নাটক যেখানে বিপদ প্রতিটি কোণায় লুকিয়ে থাকে; ব্যক্তিগত প্রশিক্ষক, একটি কৌতুকপূর্ণ মোড় সহ একটি ফিটনেস-থিমযুক্ত নাটক; চেকমেট, জঘন্য ক্লিফহ্যাঙ্গার সহ একটি ক্রাইম থ্রিলার; মোনা কি মনোহর কাহানিয়ান, সাধারণ মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে উদ্ভট এবং হৃদয়গ্রাহী গল্পের একটি সংকলন; এর প্রথম সিজন, হাসরাতিন ২ এর সাথে একটি দুর্দান্ত সাফল্যের পর; রাত্রি কে যাত্রী ৩, প্ল্যাটফর্মের নৃতত্ত্বের অন্যতম প্রিয় শো খাদান, একটি কয়লা খনির গ্রামে একটি রহস্য সেট; এবং পিরামিড, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের পটভূমিতে সেট করা। আসন্ন রিলিজ এবং আরও অনেক কিছুর জন্য হাঙ্গামা ওটিটি -এর সাথে থাকুন, কারণ আমরা ভারতে ডিজিটাল বিনোদনকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে চলেছি।

নেফ্রো কেয়ার ইন্ডিয়া এ আই -সক্ষম স্মার্ট হেমোডায়ালাইসিস মেশিন আনল

কলকাতা ঃ একটি অগ্রগামী পদক্ষেপে, নেফ্রো কেয়ার ইন্ডিয়া একটি প্রোটোটাইপ তৈরি করছে দূর থেকে নিরীক্ষণ করা এআই -সক্ষম স্মার্ট হেমোডায়ালাইসিস মেশিন যাতে জনসাধারণের জন্য কিডনি যত্নকে আরও স্ক্ষঅ্যাক্সেসযোগ্য এবং সাশ্রয়ীস্ক্ষ করে তোলা যায়ঞ্চ কোম্পানি, যেটি পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং বায়োটেকনোলজি বিভাগ থেকে অনুদান পেয়েছে, প্রোটোটাইপটি তৈরি করতে শিলচরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির সাথে সহযোগিতা করছেঞ্চ একবার প্রস্তুত হলে, এই মেশিনগুলির দাম বর্তমান ৭.৫-৮ লক্ষ থেকে প্রায় ৭০-৭৫ শতাংশ কমিয়ে ২ লক্ষ টাকায় নামিয়ে আনার সম্ভাবনা রয়েছে। নেফ্রো কেয়ার ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা এবং এমডি এবং সিইও ডঃ প্রতিম সেনগুপ্তের মতে, বর্তমানে ভারতে বেশিরভাগ হেমোডায়ালাইসিস মেশিন আমদানি করা হয় এবং তাই খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এই মেশিনগুলির দেশীয় উত্পাদন খরচ কমিয়ে আনতে পারে যার ফলে উন্নত কিডনি ব্যর্থতায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিত্সার খরচ কম হয়। ডাঃ সেনগুপ্ত বলেন, ''আমরা ভাগ করে নিতে সত্যিই আনন্দিত যে আমরা প্রথম বেসরকারি খাতের খেলোয়াড় যারা ভারতে হেমোডায়ালাইসিস মেশিনের প্রোটোটাইপ তৈরির জন্য রাজ্য সরকারের অনুদান পেয়েছি। নেফ্রো কেয়ারে, রেনাল কেয়ারকে আরও সাশ্রয়ী এবং জনসাধারণের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করার জন্য আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা রয়েছে এবং এটি সেই দিকে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। আমরা পরবর্তী ৭-৮ মাসের মধ্যে প্রোটোটাইপটি বিকাশের বিষয়ে আশাবাদী যা এটি বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষার বিষয় হবে। একবার প্রস্তুত হয়ে গেলে, আমরা বিশ্বাস করি এটি ডায়ালাইসিসের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনতে পারে এবং দেশের গ্রামীণ ও আধা-শহরের বাজারে কিডনি যত্ন সহজলভ্য করে তুলতে পারে।

নিউজিল্যান্ডে ভারতীয় শেফরা বিশেষভাবে তৈরি খাবারের সাথে দীপাবলি উদযাপন করল

কলকাতা ঃ ভারতের দুই প্রতিভাবান শেফ - বৈভব বিষেন এবং বরুণ টুরকি - নিউজিল্যান্ডে আলোর উত্সব উদযাপন করছেন একটি বিশেষ খাবারের সাথে যা তাদের ভারতীয় ঐতিহ্য এবং গৃহীত স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।তাদের থালা - গোদা মসলা পনির স্টাফড কুলচা, একটি কিউইফ্রুট পাঁচ ফোরোন চাটনির সাথে পরিবেশন করা হয় - ওয়েলিংটন, নিউজিল্যান্ডে তাদের সময়ের পাশাপাশি ভারতের কাশ্মীর এবং মুম্বাইতে বিষেন এবং টুর্কির নিজ নিজ শৈশবের স্বাদে একজন শেফের টুপির স্বাদ দেয়।শেফ ভিশেন হলেন চাট স্ট্রিটের মালিক, ওয়েলিংটনের একটি সত্যিকারের ভারতীয় খাবারের দোকান যা ভারতীয় স্ট্রিট ফুডে যায় এমন টেক্সচার, ফ্লেভার এবং মশলার জটিল, ঠোঁট-মশকরার সংমিশ্রণকে চমৎকারভাবে প্রদর্শন করে। শেফ টুরকি হলেন একজন অভিনেতা যিনি ওয়েলিংটনে তার রন্ধনসম্পর্কীয় অধ্যয়নের স্বপ্ন অনুসরণ করার জন্য ভারতীয় টেলিভিশনের চকচকে জগতে ১৩ বছরের ক্যারিয়ারকে পিছনে ফেলেছেন।শেফরা উভয়ই (বা ভিশেনের ক্ষেত্রে হয়েছে) লে কর্ডন ব্লু নিউজিল্যান্ডের ব্যাচেলর অফ রন্ধনশিল্প ও ব্যবসায়িক প্রোগ্রামের ছাত্র। তারা যে থালা তৈরি করেছে তা যেকোনও দীপাবলির টেবিলে যোগ করার জন্য একটি উপযুক্ত উত্সব কিন্তু সীমাবদ্ধ হওয়ার জন্য খুব ক্ষয়িষ্ণু নয়। খাবার রান্নার সৃজনশীল এবং মানসিক দিকটিই শেফ ভিশেনকে স্বাদ এবং টেক্সচারের সাথে খেলতে অনুপ্রাণিত করে। ''খাদ্য আপনাকে কেবল সৃজনশীল হতে দেয় না, এটি এমন একটি ক্যানভাস যেখানে আপনি আপনার আবেগ, আপনি যা অনুভব করেন তা প্রদর্শন করতে পারেন, শুধু রান্নার মাধ্যমে নয়, আপনার শিল্পকর্মকে গ্রাস করে এমন কাউকে দেখেও। রান্না আর অনুভূতির সেই সম্পর্কটা নেশা। আমি পছন্দ করি যে কীভাবে একটি সম্প্রদায় খাবারের সাথে একত্রিত হতে পারে,'' ভিশেন বলেছেন। তুর্কী -এর জন্য, ভিশেন -এর সাথে এই খাবারটি তৈরি করা ছিল প্রিয় দীপাবলি খাবারের স্মৃতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার একটি চমৎকার উপায়।''খাদ্য হল পরিবার এবং বন্ধুদের একত্রিত করার নিখুঁত উপায়। খাবারের চেয়ে পরিবারকে একত্রিত করার ভাল কারণ আর কী? আমরা প্রতি বছর দীপাবলি উদযাপন করতে, ঘর আলোকিত করতে, ট্রিট দিয়ে আমাদের মুখ পূর্ণ করতে এবং বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সাথে দেখা করতে পছন্দ করি,'' তিনি বলেছেন। এই বছর, শেফরা উভয়েই ওয়েলিংটনে তাদের গৃহীত বাড়িতে কিছু নতুন দীপাবলি স্মৃতি তৈরি করার জন্য উন্মুখ।এটি উজ্জ্বল যে ওয়েলিংটন কীভাবে বিস্তৃত সংস্কৃতিকে আলিঙ্গন করেছে, আপনি এটি দেখতে পাচ্ছেন যে সম্প্রদায় কীভাবে উদযাপন করতে একত্রিত হয়ঞ্চ ওয়েলিংটন ওয়াটারফ্রন্টে বিশেষ দিওয়ালি আতশবাজি প্রদর্শন অবশ্যই একটি হাইলাইট, ক্ষ্মবিশেন বলেছেন

লেভেল ক্রসিং গেট প্রতিস্থাপনের জন্য বো-স্ট্রিং আর্ক স্টিল গার্ডার স্থাপন

মালিগাঁও : লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত কামপুর রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে একটি নতুন রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি)-এর বো-স্ট্রিং আর্ক স্টিল গার্ডার সফলভাবে স্থাপন করেছে। গুয়াহাটি-লামডিং বিজি লাইনের কামপুর স্টেশনে লেভেল ক্রসিং গেট নং. এসটি-৩৫-এর স্থানে এই আরওবি নির্মাণ করা হচ্ছে। আনুমানিক ৬০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে এই প্রস্তাবিত আরওবি-টি সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।লেভেল ক্রসিং গেট নং. এসটি-৩৫, যেটি রাজ্য সরকারের পিডব্লিউডি রাস্তার উপর অবস্থিত, কামপুর স্টেশন ইয়ার্ডের উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে। যার ফলে শান্টিং অপারেশন অথবা দুদিক দিয়ে ট্রেনের চলাচল অথবা ট্রেনের স্টপেজের জন্য রোড ট্র্যাফিক তীব্র অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এই গেটটি মোট ১,৯৮,১৮১ ভেহিক্যাল ইউনিট থাকা খুব ব্যস্ত একটি গেট। ৪২ মিটার দৈর্ঘের বো-স্ট্রিং আর্ক স্টিল গার্ডার থাকা প্রস্তাবিত এই আরওবি-র সামগ্রিক দৈর্ঘ ৫১২.৫৮ মিটারের বেশি হবে।যানজটের পাশাপাশি সম্প্রতি গুয়াহাটি-লামডিং সেকশনে ডাবল লাইন সম্পূর্ণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেন চলাচল বৃদ্ধি হওয়ার ফলে লেভেল ক্রসিং গেট এসটি-৩৫-এর পরিবর্তে একটি আরওবির নির্মাণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই নতুন আরওবি-টি চালু হওয়ার পর শুধুমাত্র ভিড়ের সময় মানুষ ও যানবাহনের সুগম চলাচল নিশ্চিত করবে তা নয়, বরং তার পাশাপাশি যাত্রীদের অবৈধভাবে রেলওয়ে ট্র্যাক অতিক্রম করাও প্রতিরোধ করবে। একবার এটি চালু হয়ে গেলে লেভেল ক্রসিং গেট এসটি-৩৫ স্থায়ীভাবে অপসারণ করা হবে।

এই গেটটি অপসারণ করা হলে ট্রেনের সুরক্ষিত চলাচল বৃদ্ধি পাবে এবং ট্রেন যাতায়াত ও আরওবি-এর মাধ্যমে পথচারীদের চলাচলের ক্ষেত্রেও সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। আরওবি টি চালু হলে নগাঁওয়ের পাশাপাশি কার্বি আংলং জেলার জনগণও উপকৃত হবেন।

রেনল্ট ইন্ডিয়া সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডকে রেনল্ট ট্রাইবার এবং কিগার সরবরাহ করল

কলকাতা : রেনল্ট ইন্ডিয়া তার দুটি পরিবহন, রেনল্ট ট্রাইবার এবং কিগার প্রদান করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডকে গতিশীলতা এবং পরিবহনের প্রয়োজনে সমর্থন করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। এই উদ্যোগটি সামাজিক অবদান রাখতে এবং দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সমর্থন করার জন্য রেনল্ট ইন্ডিয়ার চলমান প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে।এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে, রেনল্ট ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং কান্ট্রি সিইও মিঃ ভেঙ্কটরাম এম. বলেন, ''এই যানবাহনগুলি প্রদান করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডকে সমর্থন করতে পেরে আমরা সত্যিই সম্মানিতঞ্চ ট্রাইবার এবং কিগার রেনল্টের গুণমান, নিরাপত্তা এবং মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগের প্রতি প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে এই যানবাহনগুলি ইস্টার্ন কমান্ডের গতিশীলতা এবং লজিস্টিকাল সক্ষমতা উন্নত করবে। রেনল্ট ইন্ডিয়া সমাজ সেবা করার জন্য এবং যারা আমাদের দেশকে রক্ষা করে তাদের সমর্থন করার জন্য নিবেদিত। এই অবদান তাদের অমূল্য পরিষেবার জন্য আমাদের প্রশংসার একটি ছোট অঙ্গভঙ্গি। ট্রাইবার হল একটি ব্যতিক্রমী ভাল-ইঞ্জিনিয়ারড, প্রশস্ত এবং মডুলার যান, এটি ভারতীয় পরিবারের জন্য একটি নিখুঁত পছন্দ করে তোলে। প্রযুক্তিগত আপডেটের মধ্যে রয়েছে একটি ৭-ইঞ্চি টিএফটি ইন্সট্রুমেন্ট ক্লাস্টার, ওয়্যারলেস চার্জার, এবং ড্রাইভার সিট আর্মরেস্ট এবং পাওয়ার ফোল্ড ওআরভিএমের মতো সুবিধা-বর্ধক বৈশিষ্ট্য।কিগার বিলাসবহুল সেমি-লেদারেট সিট এবং একটি লেদারেট স্টিয়ারিং হুইল দিয়ে গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতাকে উন্নত করে। নতুন প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে অটো-ফোল্ড ওআরভিএম এবং একটি বেজেল-লেস অটো-ডিম আইআরভিএম। টার্বো ইঞ্জিন ভেরিয়েন্টে এখন লাল ব্রেক ক্যালিপার রয়েছে, এবং লাইনআপটি নতুন আরএক্সএল এবং আরএক্সটি(ও) ভেরিয়েন্টের সাথে প্রসারিত হয়েছে, যা গ্রাহকদের জন্য আরও পছন্দ সরবরাহ করে।ইস্টার্ন কমান্ডে রেনল্ট ইন্ডিয়ার অবদান দেশটির প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়কে সমর্থন করার জন্য ব্র্যান্ডের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেয়। যেহেতু রেনল্ট ইন্ডিয়া বাজারে মূল্য-চালিত যানবাহন উদ্ভাবন এবং অফার করে চলেছে, তার ফোকাস তার গ্রাহকদের জীবনকে উন্নত করা এবং অর্থপূর্ণ উপায়ে জাতির জন্য অবদান রাখার দিকে রয়েছে। সম্প্রতি, রেনল্ট ইন্ডিয়া তার সমগ্র পরিসর - কুইড, কিগার এবং ট্রাইবার জুড়ে নাইট অ্যান্ড ডে স্পেশাল এডিশন চালু করেছে।

নির্বাচন কমিশনের উচিৎ কড়া ব্যবস্থা নেওয়া ঃ পঞ্চায়েত মন্ত্রী

মহুয়া ঘোষাল, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুরে অন্ডাল বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের বলেন হিন্দুরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেবে না। তারপরই শুভেন্দুর বক্তব্য নিয়ে জলঘোলা শুরু হয়। সম্পুর্ণ অসাংবিধানিক মন্তব্য বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। মঙ্গলবার গোপালপুরে দেশবন্ধু ক্লাবের কালীপুজো উদ্বোধনে আসেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। সেখানেই এই প্রতিবেদকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সম্পুর্ণ অসাংবিধানিক মন্তব্য। নির্বাচন কমিশনের উচিৎ এই বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া। তৃণমূল ধর্মকে কখনোই রাজনীতির হাতিয়ার করে না, সংবিধান মেনেই মানুষের অধিকার অর্জনের লড়াই হচ্ছে এই ভোট। মানুষ দল এবং প্রার্থী দেখে ভোট দেয়, ধর্ম বিচার করে নয়। গোপালপুরের দেশবন্ধু ক্লাব। দেশবন্ধু ভারতবর্ষের সেই গর্বের নাম যার হাত ধরেই স্বরাজের স্বপ্ন দেখেছিল দেশের মানুষ। আর গোপালপুরের গর্ব দেশবন্ধু ক্লাব। বিভিন্ন সামাজিক কাজে সারা বছর নিজেদেরকে নিযুক্ত রাখে এই ক্লাবের সদস্যরা। আর এদের বড় উৎসব অসুরনাশিনী দেবী কালীর আরাধনা। এবার ২১তম বছরে পা দিল দেশবন্ধু ক্লাবের কালী পুজো। এখানেও বড় আকারে সামাজিক কাজের ছবি ফুটে ওঠে। মঙ্গলবার দেশবন্ধু ক্লাবের কালী পুজোর উদ্বোধনে চাঁদের হাট বসেছিল। দুর্গাপুরের প্রিয় মানুষ তথা রাজ্যের কৃষকের বন্ধু, গ্রামবাংলার সাথী পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, আড্ডার চেয়ারম্যান তথা দুর্গাপুরের অন্যতম উদ্যোগপতি তথা দুর্গাপুরকে সাজানোর স্বপ্নে বিভোর কবি দত্ত, এসবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান সুভাষ মন্ডল সহ একাধিক গুণীজন। শ্রমিক নেতা তথা ক্লাবের সভাপতি শিবদাস মন্ডল সম্বর্ধনা দেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারকে। আদিবাসীদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই শুরু হয় অনুষ্ঠান। এরপরে ফিতে কাটেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী। ক্লাবের পক্ষ থেকে তুফান দে বলেন, এবার ২১তম বছরে পা দিল তাদের দেবীর আরাধনা। মোট ১০০০ জনকে কম্বল বিলি করা হয়। সবার প্রিয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার কালীপুজো এবং দীপাবলির শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন। পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, দীপাবলির আলোর ঝর্ণা ধারায় সমস্ত তামসিকতা দূর হয়ে যাক, দূর হোক সেইসব অহঙ্কারের যা সমাজের ক্ষতি আনে, দেবীর আশীর্বাদে মঙ্গলময় হয়ে উঠুক বাংলার জীবন। দেশবন্ধু ক্লাবের এবারের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ চন্দ্রযান। আর সেই চন্দ্রযানকে দেখতেই উদ্বোধনের সন্ধ্যা থেকেই ভিড় জমিয়েছেন বহু মানুষজন।

উপনির্বাচনে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ শুভেন্দুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ হিন্দুরা মমতাকে ভোট দেবে না। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন শুভেন্দু। সোমবার ঝাড়খণ্ডের জামতাড়ায় নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার পথে অন্ডাল বিমানবন্দরে নামেন বিরোধী দলনেতা। সেখানেই সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, হিন্দু সনাতনী সহ আদিবাসী জনজাতিরাও তৃণমূলকে ভোট দেবে না। তবে সেক্ষেত্রে রাজ্যের উপনির্বাচনে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিয়ে আশঙ্কার কথাও শোনা যায় বিরোধী দলনেতার বক্তব্যে। সোমবার জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নিয়েও তার অবস্থান পরিষ্কার করে দেন তিনি। তাঁর কথায়, প্রথম দিন থেকেই আন্দোলনের পাশে ছিলেন তাঁরা। কিন্তু বর্তমানে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন, সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন বলে প্রকারান্তরে জানিয়ে দেন বিরোধী দলনেতা। সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের বৈঠকের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন তিনি। একইসঙ্গে আর জি করের ঘটনায় সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দাগেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বলাই বাহুল্য, কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে জুনিয়র ডাক্তারদের প্রথম বৈঠকের বিরোধী ছিলেন তিনি। এমনকি ওই বৈঠকে জুনিয়র ডাক্তারদের না যাওয়ার আবেদনও জানান বিরোধী দলনেতা। পরবর্তীতে অনশন চলাকালীন ফের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। এসবই না পসন্দ ছিল শুভেন্দুর। এছাড়াও বিভিন্ন ঘটনায় বিজেপি সম্পর্কে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের অবস্থানও মোটেই স্বস্তিদায়ক ছিল না দলীয় নেতৃত্বের কাছে। তারই ফলশ্রুতিতে রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বঙ্গ সফরকালে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তোলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সহ বিরোধী দলনেতা। সোমবারও প্রায় একই সুর শোনা গেল শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যে। এদিন অন্ডাল বিমানবন্দরে বিরোধী দলনেতাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন নিয়ে নিজের মত প্রকাশ করতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, যদি অবাধ শান্তিপূর্ণ ভোট এই রাজ্যে হয় তাহলে কোনো হিন্দু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেবেন না। ঝাড়খন্ডে দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র জমা দিতে মঙ্গলবার অন্ডালের কাজি নজরুল ইসলাম বিমান বন্দর হয়ে সড়ক পথে ঝাড়খন্ড যাওয়ার পথে আর জি কর ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীকে বিধলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বললেন আর জি করের ডাক্তার বোনের মৃত্যুর জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামাতুতো ভাই কি বলেছেন সেটা তৃণমূল কোম্পানির মালিক বলতে পারেন মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারীর। সুষ্ঠু ভাবে নির্বাচন হলে আর হিন্দুরা ভোট দিতে পারলে এই সরকার পড়ে যাবে, কারণ ভোট হতে দেয় না, গত নিবার্চনগুলোতে হিন্দুরা ভোট দিতে পারেনি পারলে হারতো তৃণমূল। অমিত শাহ ২০২৬-এ রাজ্যে বদল ঘটনার কথা বলেছেন। সেই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, উনি আমাদের নেতা আমরা দলের কর্মী।

পাকা সেতুর উদ্বোধন কবে হবে তাই নিয়ে দুই জেলায় চলছে চর্চা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ কাঁকসা শিবপুর, জয়দেব কেন্দুলি ঘাটের উপরে পাকা সেতু কবে উদ্বোধন হবে তা নিয়েই চলছে জোর চর্চা। প্রতি বছর বর্ষায় ভেঙে যায় অস্থায়ী কজওয়ে আর ভোগান্তির মধ্যে পড়ে নাকাল হয় আমজনতা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সেতুর পাকা করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন। প্রায় শেষের মুখে পাকা সেতুর কাজ। কিন্তু কবে হবে উদ্বোধন আর কবে দূর হবে স্থানীয়দের ভোগান্তি? এই প্রশ্নেই মুখর দুই জেলার বাসিন্দারা। ২৫ ও ২৬ অক্টোবর রাত্রে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ায় ২৭ অক্টোবর জয়দেব কেন্দুলির ফেরিঘাট ভেঙে যায়। কিন্তু এর কোনও বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় দুর্ভোগে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। অজয় নদীর জল বিপদসীমার ওপরে বয়ে যাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ জানিয়েছে জল আরো বাড়ছে। ফলে বীরভূমের সঙ্গে পশ্চিম বর্ধমানের যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন। এর জেরে সাধারণ মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ। উল্লেখ্য, অজয় নদ সংলগ্ন গ্রামগুলির বাসিন্দাদের মধ্যে কয়েক হাজার মানুষ রুটি রুজির তাগিদে দৈনন্দিন এই কজওয়ে হয়ে যাতায়াত করে পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর শিল্পনগরীতে। তাই সাধারণ মানুষের একটাই দাবি, কবে এবং কিভাবে এই জয়দেব কেন্দুলি ফেরিঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক হবে সেই চিন্তাই সাধারণ মানুষ ধুকছে। সাধারণ মানুষ বলছেন, যত তাড়াতাড়ি এই যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক করে দেওয়া হবে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে কর্মজীবী, স্কুল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষিকা উপকৃত হবে এবং কম সময়ে ও কম খরচে যাতায়াত করতে পারবেন। এই ফেরিঘাট বেশ কয়েকদিন হলো ভেঙ্গে যাওয়ার পরও প্রশাসনের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারেনি। তবে সুখের কথা, এই অজয় নদের উপর স্থায়ী সেতুর প্রায় ৯০ শতাংশ নির্মাণ হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত দুই জেলার যোগাযোগের ক্ষেত্রে কজওয়ে একমাত্র ভরসা। পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিদবিহার পঞ্চায়েতের স্বপন সূত্রধর বলেন, শুনছি খুব দ্রুত পাকা সেতুর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী, তাহলেই শেষ হবে সবার দুর্গতি। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অজয় নদের উপরে কজওয়ে ভেঙে গেলে ৩০ কিলোমিটার ঘুরে যাতায়াত করতে হয় যার ফলে সময় এবং খরচ দুইই বাড়ে। বীরভুম জেলা থেকে সবজি চাষিরা যেমন আসেন বিক্রি করতে তেমনি কাঁকসার চাষিরাও যান বীরভুম জেলায়। কার্যত দুই জেলার এই অংশের গ্রামগুলির চাষিদের ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে কজওয়ে ভেঙে যাওয়ার ফলে।

দুই আরপিএফ কর্মীর তৎপরতা ও বিচক্ষণতায় প্রাণে বাঁচলেন রেলযাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ নির্ঘাত মৃত্যুর মুখ থেকে প্রাণ ফিরে পেলেন এক রেলযাত্রী। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কর্তব্যরত এক মহিলা ও পুরুষ আরপিএফ কর্মীর তৎপরতা ও বিচক্ষণতায় মুহূর্তের মধ্যে চলন্ত ট্রেনের নিচে ঢুকে যাওয়ার আগেই ওই যাত্রীকে টেনে প্লাটফর্মে তুলে প্রাণ বাঁচিয়ে দিলেন তাঁরা। এই দুর্ঘটনায় ওই যাত্রীর পায়ে অল্প চোট লাগলেও নির্ঘাত মৃত্যুর মুখ থেকে কার্যত বেঁচে ফিরলেন বিহারের মধুবনী জেলার রঘুপুর ইটাহার গ্রামের বাসিন্দা শৈলেন্দ্র চৌধুরী (৫৮)। স্বাভাবিকভাবেই ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে কর্তব্যরত আরপিএফ কর্মীদের ভগবানের সঙ্গে তুলনা করে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন শৈলেন্দ্র চৌধুরী। আরপিএফ বর্ধমান পোস্ট সূত্রে জানা গেছে, ভোরে বর্ধমান রেল স্টেশনের ৫নম্বর প্লাটফর্মে ''মিশন জীবন রক্ষা''-র অধীনে নজরদারির কাজ করছিলেন এলসি নিভা কুমারী ও কনস্টেবল যোগেশ কুমার। সেইসময় ভোর ৩টা ৫৪ মিনিটে ৫নম্বর প্লাটফর্মে ডাউন গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেস এসে দাঁড়ায়। ৪টের সময় ট্রেনটি প্লাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ এক যাত্রী ট্রেন থেকে নামতে যান প্লাটফর্মে। সেইসময় শরীরের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পা পিছলে সরাসরি চলন্ত ট্রেনের নিচে ঢুকে যাচ্ছিলেন ওই যাত্রী। কিন্তু ওই প্লাটফর্মেই কর্তব্যরত আরপিএফ কর্মী নিভা কুমারী মুহূর্তের মধ্যে ছুটে এসে ওই ব্যক্তির হাত ধরে টানতে শুরু করে দেন, ছুটে আসেন আরেক কর্মী যোগেশ কুমার। তাদের দুজনের প্রচেষ্টায় ওই যাত্রীকে ট্রেনের নিচে ঢুকে যাওয়ার আগেই উদ্ধার করা যায়। প্লাটফর্মে উপস্থিত অন্যান্য যাত্রীরা রেল পুলিশের এই কাজের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। মৃত্যুর মুখ থেকে প্রাণ ফিরে পেয়ে শৈলেন্দ্র চৌধুরীও ওই রেল পুলিশদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আরপিএফ-এর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, যাত্রীদের সচেতন করার জন্য তারা সারাবছর বিভিন্নভাবে প্রচার করেন। চলন্ত ট্রেন থেকে ওঠা বা নামার বিষয়ে সর্বদাই সতর্ক থাকতে বলা হয়। তারপরেও অসচেতনতার কারণে কিছু দুর্ঘটনা ঘটে। আরপিএফ কর্মীরা সজাগ থাকে বলেই আজ একজন যাত্রীর প্রাণ বাঁচানো গেছে। অফিসারদের ধন্যবাদ।

ধনতেরাসে নকল ও বেশকিছু সামগ্রী কিনলে রুষ্ট হন দেবী লক্ষ্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ ব্যবসায়ীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন হলো ধনতেরাস। এইদিন তারা সোনা, রূপোর মত দামি জিনিস কিনে থাকেন। এক সময় ধনতেরাস শুধুমাত্র অবাঙালিরা পালন করলেও, বর্তমানে বাঙালিরাও পালন করেন। এদিন মূলত সোনা, রূপার জিনিসপত্র কেনাকাটা করা হয়। তাই এর অপর নাম হলো ধন ত্রয়োদশী। এই দিন লক্ষ্মী-গণেশের পুজোর পাশাপাশি ধনের দেবতা কুবেরেরও পুজো করা হয়। সনাতনীদের মতে এইদিন লক্ষ্মীর অবস্থান রয়েছে এমন জিনিস কিনে আনলে সংসারে লক্ষ্মী আসেন, সুখ, শান্তি ও সৌভাগ্য আসে এবং অশুভ শক্তির বিনাশ হয়। আবার সেদিন এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলো কিনলে সংসারে সুখের পরিবর্তে অসুখ, সৌভাগ্যের বদলে দুর্ভাগ্য নেমে আসতে পারে। তাই কেনাকাটার আগে খেয়াল রাখা উচিত। কি কি কেনা শুভ :- পারদ শ্রীযন্ত্র - এই যন্ত্র জীবনে অর্থ-বৈভব ও সুখ-সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। পুরোহিতের মাধ্যমে এটি বাড়ির মধ্যে অর্থ রাখার জায়গায় স্থাপিত করা উচিত। এছাড়া এদিন শ্রীধন বর্ষা যন্ত্র, কুবের যন্ত্র ও মহালক্ষ্মী যন্ত্রও কেনা উচিত। লক্ষ্মী-গণেশ মূর্তি - ধনতেরাসে লক্ষ্মী-গণেশের মূর্তি কিনে আনার প্রথা ও দীপাবলির দিনে তার পুজো করা হয়। সোনা-রূপোর মুদ্রা - ধনতেরাসের দিন সোনা-রুপোর মুদ্রা, অলংকার ও রুপোর বাসন কিনে দীপাবলির দিন লক্ষ্মী-গণেশের পুজোর সময় অবশ্যই পুজো করা উচিত। এর ফলে লক্ষ্মী প্রসন্ন হন ও ধন-ধান্যের আশীর্বাদ দেন। ধানের বীজ - এইদিন ধানের বীজ কিনে বাড়িতে অর্থ রাখার জায়গায় সেগুলি রেখে দীপাবলির দিন লক্ষ্মীপুজোয় ব্যবহার করা শুভ। ঝাড়ু - অনেকেই মনে করেন ধনতেরাসে ঝাড়ু কেনা মানে ঝাড়ু মেরে অলক্ষ্মীকে বিদায় করা। কী কী কেনা অশুভ :- লোহা- মনে করা হয় ধনতেরসের দিন লোহার তৈরি জিনিস কিনলে সোনার অধিকর্তা দেবতা কুবের ক্ষুণ্ণ হন। ইস্পাত- অনেকেই এই দিন ইস্পাতের তৈরি জিনিস কেনা ঠিক নয় বলে মনে করেন। ধারালো সামগ্রী- ধনতেরাসের দিন বটি, ছুরি ইত্যাদির মত ধারালো জিনিস কেনাকে সংসারের পক্ষে অশুভ বলে মনে করা হয়। ফাঁকা কলসি- ধনতেরাসের দিন ফাঁকা হাঁড়ি, কলসি কেনাকে অশুভ মনে করা হয়। তাই বাড়িতে ঢোকার আগে জল বা চাল কিনে ভরে নিতে হয়। কাচের সামগ্রী- ধনতেরাসের দিন কোনও রকম কাচের সামগ্রী কেনা যাবে না। কারণ, কাচের সঙ্গে রাহুর সংযোগ আছে বলে মানে করা হয়। তেল বা ঘি- ধনতেরাসের দিন তেল বা ঘি জাতীয় কিছু কেনা ঠিক নয়, আগে বা পরে কিনতে হয়। ত্রয়োদশী তিথি চলার মধ্যে একেবারেই নয়। নকল সোনা- ধনতেরাসে নকল সোনার গহনা একেবারেই কেনা উচিত নয়।

বাসের খালাসিকে বাস চালানোর দায়িত্ব, নিয়ন্ত্রণ হারালো বাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ বাসের খালাসি নাকি চালাচ্ছিল বাস, আর সে কারণেই দুর্ঘটনা। সোমবার রাত্রি ন'টা নাগাদ ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের জামুড়িয়ার শ্রীপুর ফাঁড়ি এলাকার নিঘা মোড় সংলগ্ন অংশে ওভার ব্রিজ নামতেই ঘটে এই দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনায় চালকসহ এক ব্যক্তির আহত হওয়ার খবর মিলেছে। এই ঘটনার খবর পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে জামুড়িয়া থানার শ্রীপুর ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে বাসের মধ্যে আটকে থাকা সকল যাত্রীদের উদ্ধার করে। পরে বেশ কিছু জন যাত্রীকে ওইসব রুটের দূরপাল্লায় যাওয়া বাসগুলিতে তুলেও দেন পুলিশ প্রশাসন। সেখান থেকেই আহত দুই ব্যক্তিকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায় কলকাতার অভিমুখ থেকে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে সোমবার রাত্রি নটা নাগাদ একটি এসি ভলভো বাস ৬০ থেকে ৬৫ জন যাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বিহারের মোজাফফরপুর যাচ্ছিল, সে সময়ই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশে থাকা ডিভাইডার এর ওপর চেপে যায় এবং সংলগ্ন অংশে রাস্তার ধারে সার্ভিস রোডে অন্য ট্রাকের পেছনে ধাক্কা মেরে বাসটি ডিভাইডারের মাঝে আটকে পড়ে। এই ঘটনায় বাসের মধ্যে থাকা গাড়ি চালক ও এক ব্যক্তি অল্পবিস্তর আহত হয় তবে খুব রহস্যময় ভাবেই বাসের মধ্যে থাকা অন্য সকল যাত্রীরা সুরক্ষিত থাকে। তবে এই বাসের মধ্যে আটকে পড়া সকল যাত্রীরা দূর-দূরান্তে থাকায় তাদের গন্তব্যে পৌঁছতে ব্যাপক বেগ পেতে হয়। তবে জামুড়িয়া থানার ও শ্রীপুর ফাঁড়ির পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সকলকে বাস থেকে সকল যাত্রীদের উদ্ধার করার পাশাপাশি, তাদের অন্য সকল বাস দাঁড় করিয়ে সেই সকল রুটে যাওয়া বাসে তাদের চাপিয়ে দেওয়া হয়। বাসে থাকা যাত্রীদের বেশ কয়েকজন এদিন দাবী করেছেন, বাসের চালক খালাসিকে বাস চালানোর দায়িত্ব দেওয়ায় সে সঠিকভাবে বাস চালাতে না পেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। তবে সঠিক কি কারণে এই দুর্ঘটনা সে সম্পর্কে কেউই নির্দিষ্ট কিছু বলতে পারছে না।

বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য দাবিতে শ্রমিকদের ধর্মঘটের ডাক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ বেতন বৃদ্ধি সহ চাকরির নিরাপত্তা এবং অন্যান্য বিভিন্ন দাবিতে সেলের বিভিন্ন কলকারখানায় যে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে তাতে সামিল হয়েছে কুলটির সেল রাইটস বা কুলটি গ্রোথ ওয়ার্কস। সকাল থেকেই শ্রমিকরা এখানে ধর্মঘট ডেকেছে এবং কার্যত্ব তারা একদিনের বেতন না নিয়েই এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। প্রায় ৫০০ শ্রমিক কুলটি সেল গ্রোথ ওয়ার্কসের বাইরে বসে ধর্মঘট শুরু করেছে। শ্রমিকদের দাবি, কেন্দ্র সরকারের ওয়েজেস অনুযায়ী তাঁরা বেতন পাচ্ছেন না। যেখানে দুর্গাপুর এবং বার্ণপুরে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে সেখানে একই সংস্থায় কাজ করা সত্ত্বেও কুলটি সেল গ্রোথ ওয়ার্কসের শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি হয়নি। কার্যত রাজ্য সরকারের নিয়মমাফিক তারা এখানে বেতন পাচ্ছেন যা প্রায় কেন্দ্রের বেতনের অর্ধেক। সেই কারণেই এই ধর্মঘট এবং আগামী দিনে বেতন বৃদ্ধি না হলে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের পথে শ্রমিকরা যাবেন এমনও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। একদিনের এই ধর্মঘটে অনেকটাই উৎপাদনে ঘাটতি হবে সেলের বিভিন্ন কারখানায়। কুলটি সেল ওয়ার্কসের পাশাপাশি বার্ণপুর কারখানা এবং দুর্গাপুরের ডিএসপি কারখানাতেও ধর্মঘট চলছে।

ফের বিতর্কের শিরোনামে আবাস যোজনা, সরব বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ ফের বিতর্কের শিরোনামে আবাস যোজনা। এই আবাস যোজনার তালিকায় দুর্নীতি সহ স্বজনপোষণের অভিযোগে সরব হল বিজেপি। একইসঙ্গে এ ব্যাপারে শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন দলের নেতৃবৃন্দ। এদিন, বিজেপির নেতৃত্বে অন্ডালের বিডিও অফিসে বিক্ষোভে শামিল হন গ্রামবাসীরা। আবাস যোজনার তালিকায় চরম স্বজনপোষণের অভিযোগে স্থানীয় খান্দরা ও উখড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন তারা। এই তালিকায় ন্যায্য উপভোক্তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন গ্রামবাসীরা। সেক্ষেত্রে সঠিক তালিকা সহ ন্যায্য উপভোক্তাদের এই যোজনার আওতায় আনার দাবিতে সরব হন বিজেপি নেতৃত্ব। এ ব্যাপারে ব্লক প্রশাসনের তরফে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস মিলেছে বলে জানান তারা। তবে এ ব্যাপারে বিজেপির বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগ আনেন শাসক নেতৃত্ব। যেকোনো সমস্যার সমাধানে তৎপর- প্রশাসন বলেও দাবি করেন জেলা তৃণমূল নেতা উত্তম মুখোপাধ্যায়।

উচ্ছেদ রুখতে ময়দানে অগ্নিমিত্রা পল, আপাতত স্থগিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ গত ২৬ সেপ্টেম্বর রেল শহর চিত্তরঞ্জনের আমলাদহি মার্কেটের অবাঞ্ছিত দোকানগুলি উচ্ছেদের অভিযান শুরু করেছিল রেল প্রশাসন। সেই স্থানীয় ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের আহ্বানে সিএলডবলুর জিএম এর সাথে বৈঠকে বসেন কুলটির বিজেপি বিধায়ক অজয় পোদ্দার ও একইসাথে কথা বলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক তথা বিজেপির রাজ্য সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। তাদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত দীপাবলি ও ছট্ পুজো পর্যন্ত উচ্ছেদ অভিযান থেমে যায়। বর্তমানে দীপাবলি উৎসব আসন্ন। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় দোকানদারেরা পুনরায় তাদের অভাব অভিযোগ ও দাবিগুলি তুলে ধরতে অগ্নিমিত্রাকে আহ্বান করেন। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমলাদহি বাজারে যান অগ্নিমিত্রা পল। এদিন দোকানদারেরা তাদের দাবিগুলি পেশ করেন বিজেপির রাজ্য সভানেত্রীর কাছে। সমস্ত আলাপ আলোচনা শেষে অগ্নিমিত্রা সংবাদ মাধ্যমকে জানান বিষয়টি তিনি এই দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও সিএলডবলুর জিএম এর কাছে তুলে ধরবেন ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার জন্যে অনুরোধ করবেন।

ডায়ারিয়ায় মৃত্যু একজনের, একজন গুরুতর অসুস্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ কাঁকসার মলানদিঘি পঞ্চায়েতের কুলডিহা আদিবাসী পাড়ায় ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয় এবং পাঁচ জন ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ভর্তি মহকুমা হাসপাতালে। একজন মহিলার অবস্থা গুরুতর। জানা গিয়েছে কুলডিহা আদিবাসী পাড়ায় উর্মীলা মুর্মু (৩৫) কে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় শনিবার। তার বমি পায়খানা এবং অত্যধিক মাথাধরার উপসর্গ দেখা গিয়েছিল। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সোমবারে তার মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে বেশ কয়েকদিন ধরেই বমি পায়খানা হতে থাকে তার। এদিকে সোমবার এবং মঙ্গলবারও কয়েকজনকে ভর্তি করা হয় বমি পায়খানার উপসর্গ নিয়ে। দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার ধীমান মন্ডল বলেন, বেশ কয়েকজন ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন, তাদের চিকিৎসা চলছে। জল থেকেও হতে পারে আবার খাবার থেকেও এই ডায়ারিয়া হতে পারে বলে বলে জানাচ্ছেন মহকুমা হাসপাতালের সুপার। বুধি হাঁসদাকে প্রথমে মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন কয়েকটি টিউবয়েল সিল করে দেওয়া হয়েছে প্রশাসন থেকে। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ একদিন সোমবার মাত্র ট্যাঙ্কারে জল দেওয়া হয় পরে আর জল দেওয়া হয় নি। জানা গিয়েছে জল থেকে ডায়ারিয়া ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে আরও বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু প্রশাসন সেভাবে গুরুত্ব দেয় নি। এদিকে এলাকায় মেডিক্যাল টিম গিয়েছে। পঞ্চায়েত উপপ্রধান বিশ্বরূপ চট্টোপাধ্যায় বলেন, এলাকায় আমরা রয়েছি, মেডিক্যাল টিম রয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে এলাকায়, নজর রাখা হচ্ছে পরিস্থিতির।

মঙ্গলবার সিংহানিয়া চা বাগান থেকে প্রচার শুরু করলেন বিজেপি প্রার্থী রাহুল লোহার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাদারিহাট : দেশাত্মবোধকে প্রাধান্য দেন বিজেপির কেন্দ্র থেকে রাজ্যের নেতারা, এটাই তারা প্রচার করেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী হোক বা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা সেনা জওয়ান, বিজেপি নেতারা দাবি করেন তারা তাঁদের যথার্থ সম্মান দেওয়ার কথা ভাবেন। মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাহুল লোহার এইদিন ভোট প্রচারে বেরিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী রাম সিং ঠাকুরির মূর্তিতে করলেন মাল্যদান। তার আগে রাম সিং ঠাকুরি চকে তারা মা মন্দিরে পুজোও দেন। সকাল দশটায় সিংহানিয়া চা বাগানে পৌঁছে প্রচার শুরু করেন এইভাবেই। এরপর গ্যারগেণ্ডা চা বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। সেখানে প্রচারে যোগ দেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা। গ্যারগেণ্ডা বাগানে প্রচার চালানোর পর চলে যান টোটোপাড়া বল্লালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে। উল্লেখ্য তৃণমূল প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পোর সঙ্গে প্রচারে জেলার কোন নেতাকে টোটোপাড়ায় দেখা যায়নি। জয়প্রকাশ টোপ্পোর প্রচারের পূর্বেই সেখানে গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বৈঠক করেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ তথা পূর্বতন বিধায়ক বিজেপির মনোজ টিগ্গা। আর এইদিন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামাকে প্রচারে নিয়ে যাওয়া হয় টোটোপাড়ায়। বাড়ি বাড়ি প্রচারের ফাঁকে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সমস্যার কথা শোনেন তারা। আশ্বাস দেন, টোটোপাড়ার সমস্যা সমাধানে। এজন্য ভোটে জেতানোর আবেদন জানান বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামা ও প্রার্থী রাহুল ওড়াওঁ।

বেসরকারি মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ সালানপুর ব্লকে অন্তর্গত রূপনারায়ণপুরে একটি বেসরকারি মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্বোধন করলেন বারাবনি বিধায়ক তথা মেয়র বিধান উপাধ্যায়। তিনি নিজে ফিতে কেটে মাল্টি স্পেশালিটি সমৃদ্ধ এই হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। এদিন তিনি জানান এই হাসপাতাল হওয়ায় দুই রাজ্যের মানুষের সুবিধা হবে। কারণ একটাই, রূপনারায়াণপুর হলো বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমানা লাগোয়া। যেমন রূপনারায়াণপুরের মানুষ উপকৃত হবেন তেমনি ঠিক জামতোড়া নলা এলাকার মানুষও উপকৃত হবেন এবং যেহেতু এটা একটা মাল্টি স্পেশালিস্ট হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে তাই মানুষ সব রকম সুবিধা পাবেন। গ্রামাঞ্চল এলাকায় এত সুন্দর একটা উদ্যোগে নেওয়ার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তাছাড়া এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আরমান, সালানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি ভোলা সিং সহ আরো অনেকে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপত্তি, চাপা পড়ল বাইক ও গাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর ওল্ড কোর্টমোড়ে একটি ট্রেলার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপত্তি ঘটায়। ট্রেলারের নিচে চাপা পড়ে একটি অটো গাড়ি ও একটি বাইক। ঘটনায় দুজন গুরুতর আহত হন। পুলিশের তৎপরতায় তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্গাপুর থেকে আসানসোলগামী একটি ট্রেলার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ব্যারিকেডে ধাক্কা মারার পর তার নিচে একটি গাড়ি ঢুকে পড়ে বিপত্তি ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে জাতীয় সড়কের ওপর কোর্ট মোড় এলাকায়। পাশাপাশি সামনে এক বাইক আরোহীকেউ জোরে ধাক্কা মারে। বাইকে থাকা দুই বাইক আরোহী গুরুতর জখম হন। ট্রেলার নিচে চাপা পড়ে যাওয়া অলটো গাড়িতে থাকা দুজনকে উদ্ধার করে ট্রাফিক পুলিশ। বেশ কিছুক্ষণ জাতীয় সড়কে যানজটের সৃষ্টি হলে ট্রাফিক পুলিশ নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘুরুতর আহতদের চিকিৎসা চলছে বলে জানা গিয়েছে।

মাঠে-ময়দানে

টেবল টেনিসে দেশের মধ্যে সেরা বাংলার সিন্ড্রেলা

কলকাতা ঃ পদক আসছিল। রুপো বা ব্রোঞ্জ হলেও সোনাটা অধরা থাকছিল। সেই অধরা সোনা এ বার জিতে নিল সিন্ড্রেলা দাস। টেবল টেনিসে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাঙালি কন্যা। গোয়ায় আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ফাইনালে এ রাজ্যের প্রতিযোগীকেই হারিয়েছে সে। গোয়ায় অনূর্ধ্ব-১৭ ফাইনালে সিন্ড্রেলার মুখোমুখি হয়েছিল নন্দিনী সাহা। প্রথম গেম ৬-১১ পয়েন্টে হারে সিন্ড্রেলা। পিছিয়ে পড়লেও ভয় পায়নি সে। পরের গেমেই ফিরে আসে। জিতে নেয় ১১-৬ পয়েন্টে। এক বার ছন্দ পেয়ে যাওয়ার পরে সিন্ড্রেলাকে আটকাতে পারেনি নন্দিনী। তৃতীয় গেম সিন্ড্রেলা জেতে ১১-৫ পয়েন্টে। চতুর্থ গেমে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১২-১০ পয়েন্টে সেই গেম জিতে চ্যাম্পিয়ন হয় সিন্ড্রেলা। সেমিফাইনালে সিন্ড্রেলা ও নন্দিনী দু'জনই মুখোমুখি হয়েছিল মহারাষ্ট্রের প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে। সিন্ড্রেলার সামনে ছিল কাব্য ভট্ট। সেই লড়াইও চার গেমের হয়। সেখানেও প্রথম গেম হেরেছিল সিন্ড্রেলা। কিন্তু পরের তিনটি গেম জিতে (৯-১১, ১২-১০, ১১-৮, ১৩-১১) ফাইনালে ওঠে সে। ফাইনালেও সেই ছবিই দেখা গেল।অপর সেমিফাইনালে নন্দিনীর খেলা ছিল দিব্যাংশি ভৌমিকের বিরুদ্ধে। সেই খেলা গড়ায় পাঁচ গেমে। তিন গেমের পর পিছিয়ে ছিল নন্দিনী। পরের দু'টি গেম জিতে (১১-৯, ১৩-১৫, ৭-১১, ১২-১০, ১১-৮) ফাইনালে ওঠে সে। কিন্তু ফাইনালে আর পিছিয়ে পরে ফিরতে পারল না নন্দিনী। হারতে হল সিন্ড্রেলার কাছে।জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আগে দাম্মামে প্রতিযোগিতা ছিল সিন্ড্রেলার। সেখানে দু'টি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ জেতে সে। এ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর অস্ট্রিয়ায় গিয়েছে সে। সেখানে একটি প্রতিযোগিতায় খেলবে সিন্ড্রেলা। ১৫ নভেম্বর দেশে ফিরে আসার কথা রয়েছে তার।এ

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর অস্ট্রেলিয়ার ওয়েডের

অস্ট্রেলিয়া ঃ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে আর খেলতে দেখা যাবে না ম্যাথু ওয়েডকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন তিনি। ১৩ বছরের কেরিয়ারে শেষ ম্যাচটি খেলেছিলেন এই বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। ক্রিকেটার হিসাবে অবসর নিয়েই কোচের দায়িত্বে ৩৬ বছরের ওয়েড। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া দলের কোচিং স্টাফের অংশ হবেন তিনি।অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৩৬টি টেস্ট, ৯৭টি এক দিনের ম্যাচ এবং ৯২টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ওয়েড। ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়ার টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের নেপথ্যে ছিলেন তিনি। দলের সাফল্যে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। সেই ক্রিকেটার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজে থাকবেন কোচিং স্টাফ হিসাবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলবেন ওয়েড। তাসমানিয়ার হয়ে খেলবেন তিনি। সেই সঙ্গে বিগ ব্যাশ লিগে খেলবেন হোবার্ট হ্যারিকেন্সের হয়ে। আগামী দু'টি মরসুম খেলার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। সেই সঙ্গে তাসমানিয়ার তরুণ দলকে প্রশিক্ষণ দেবেন ওয়েড। তিনি বলেন, আমি জানতাম টি-টি-২০ বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা হবে না। অবসর এবং কোচিং নিয়ে জর্জ বেইলি (প্রধান নির্বাচক) এবং অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডের (প্রধান কোচ) সঙ্গে গত ছ'মাস ধরে কথা হচ্ছে। শেষ কয়েক বছর ধরেই কোচিং নিয়ে ভাবছি। খুব ভাল কিছু সুযোগ পেয়েছি। আগামী দিনে আরও পাব। তাই আমি খুবই উত্তেজিত। তবে আমি বিগ ব্যাশ লিগ এবং অন্য দেশের টি-টোয়েন্টি লিগে খেলব। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও নিক হকলি বলেন, 'ওয়েডের দুর্দান্ত আন্তর্জাতিক কেরিয়ার। সব ধরনের ক্রিকেটে ভাল খেলেছে ও। অবসরের পর ওয়েড দলকে কোচিং করাবে। এটা দারুণ ব্যাপার। আগামী দিনের তারকা তৈরি করবে ও। সেই সঙ্গে বিগ ব্যাশে খেলবে হোবার্টের হয়ে।

ম্যাগমা এইচডিআই নিয়ে এসেছে 'ডাবল সুরক্ষা'

মুম্বই ঃ ম্যাগমা এইচডিআই জেনরেল ইন্স্যুরেন্স বিভিন্ন আর্থিক পটভূমির লোকেদের চাহিদা পূরণ করতে একটি বহুমুখী বীমা সমাধানের সূচনা করছে, যার নাম 'ডাবল সুরক্ষা'। যাদের বেশি খরচের কারণে বিস্তীর্ণ স্বাস্থ্য পরিকল্পনা করার সামর্থ্য নেই, অথবা বিত্তবান যারা হাসপাতালে ভর্তির হিসাবে না থাকা ব্যয়ের জন্য অতিরিক্ত কভারেজ চান, যারাই হন না কেন 'ডাবল সুরক্ষা' একটি নির্দিষ্ট দৈনিক নগদ সুবিধা প্রদান করে। এটি- পলিসিহোল্ডারদের ব্যক্তিগত চাহিদার ভিত্তিতে, তাদের হাসপাতালে ভর্তি সংক্রান্ত চিকিৎসাগত এবং চিকিৎসাগত নয় সেইসব অর্থগুলি ব্যবহার করতে আর্থিক নমনীয়তা প্রদান করে।এই পণ্যের উৎপত্তি ম্যাগমা এইচডিআই পরিচালিত একটি বিস্তীর্ণ বহু-শহরের গুণমানমূলক গবেষণা অধ্যয়নের থেকে, যার লক্ষ্য ছিল গ্রাহকদের চাহিদা বুঝতে পারা। গবেষণা প্রকাশ করেছে যে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ফলে চিকিৎসা খরচ বেড়ে যায় বা অপ্রত্যাশিত খরচ হয়, এবং সমাজের নির্দিষ্ট কিছু কম বিত্তবান বিভাগগুলির জন্য, এর ফলে কাজে না যাওয়ার কারণে উপার্জনও কমে যায়। এটি বিস্তীর্ণ স্বাস্থ্য পরিকল্পনার তুলনায় এমন এক কম-খরচের পণ্য যা উপভোক্তাদের চাহিদা অনুসারে তাদের বীমার অর্থ ব্যবহার করার নমনীয়তা দেয়, তার জন্য একটি প্রবল চাহিদাকেসামনে নিয়ে আসে। এই ঘোষণা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ম্যাগমা এইচডিআই (ম্যাগমা এইচডিআই)-এর হেলথ ও অ্যাক্সিডেন্টের প্রধান, মি.অমিত সিরসিকার বলেন, 'ডাবল সুরক্ষা' উপভোক্তারা বাস্তব জীবনে যে চ্যালেঞ্জগুলির সম্মুখীন হন সেগুলি নিয়ে কথা বলতে পরিকল্পিত। যে কারণে 'ডাবল সুরক্ষা' অন্যদের থেকে আলাদা সেটি হল প্রত্যেকের প্রতি তার প্রাসঙ্গিকতা-তাদের বিস্তীর্ণ বীমা থাকা নির্বিশেষে।লক্ষ্য করা গেছে যে যাদের স্বাস্থ্য বীমা আছে এমনকি তাদেরও অপ্রত্যাশিত খরচের মুখোমুখি হতে হয়, যেমন হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন রোগীর সাথে থাকা সঙ্গীর জন্য ভক্ষণযোগ্য, অথবা ভ্রমণ ও খাবারের খরচগুলি যা বেশিরভাগ স্বাস্থ্য পলিসিগুলির কভার করে না। এই খরচগুলি, যখন চিকিৎসার প্রয়োজনে শহরের বাইরে যেতে হয় সেক্ষেত্রে আরও বেড়ে যায়, যা প্রায়ই সঙ্গীর থাকার জন্য অতিরিক্ত খরচে পর্যবসিত হয়। 'ডাবল সুরক্ষা'-এর কাজ হল এইসব অতিরিক্ত খরচগুলি কভার করা, যা পলিসিহোল্ডারদের আর্থিক সহায়তা দেবে।সহায়তা প্রদান করে যেহেতু এটি চিকিৎসাগত খরচ কভার করে এবং তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি থাকার কারণে উপার্জন হারানো থেকেও রক্ষা করে। এই পণ্যটি সত্যিই তার প্রতিশ্রুতি সুস্পষ্টভাবে মূর্ত করে চলতি রাহে জিন্দেগী, রুকাওয়াটো পে রুক না নেহি-যা কোনো বাধাবিপত্তি সত্বেও জীবনের চলতে থাকা নিশ্চিত করে। 'ডাবল সুরক্ষা' বলতে ভিন্ন দুটি ক্ষেত্রে দৈনিক ডাবল নগদের সুবিধাকে বোঝায় আই সি ইউ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এবং কোনো দুর্ঘটনার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া। 'ডাবল সুরক্ষা' প্রাথমিক ও বিকল্পমূলক কভারগুলির একটি সমাহার প্রদান করে, যা পলিসিহোল্ডারদের ব্যক্তিগত চাহিদা অনুসারে তাদের কভারেজকে মানানসই করার অনুমতি দেয়। কাস্টমাইজ করা যায় এমন বীমাকৃত রাশি এবং পলিসির মেয়াদকালের নমনীয়তার সাথে, এই প্ল্যানটি বিভিন্ন আর্থিক পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে পরিকল্পিত।

নাজমুল অধিনায়কত্ব ছাড়লেই দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত স্পিনার

ঢাকা ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের পর নাজমুল হোসেন শান্ত বাংলাদেশের অধিনায়কের পদ ছাড়তে পারেন বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। এরই মাঝে দলের স্পিনার তাইজুল ইসলাম জানিয়ে দিলেন, তিনি সেই দায়িত্ব নিতে তৈরি। কারণ তাঁর দশ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। নাজমুলকে যাতে অধিনায়কত্ব নিয়ে অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখে না পড়তে হয় তাই দ্বিতীয় টেস্টের আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে পাঠানো হয়েছিল তাইজুলকে। নাজমুল আপাতত বোর্ডের সভাপতি ফারুখ আহমেদের সঙ্গে কথা বলতে চান। তাইজুল জানালেন, নাজমুলের দায়িত্ব ছাড়ার কথা তিনি জানেন না। তাঁর কথায়, 'আমি এ ব্যাপারে কিছু শুনিনি। এটা দেখা আমার কাজও নয়। পুরোপুরি এ বিষয়ে কিছু জানি না। তবে আমি ১০ বছর ক্রিকেট খেলি। অধিনায়কত্ব দেওয়া হলে সেটা গ্রহণ করার জন্য আমি তৈরি। নাজমুলের দায়িত্ব ছাড়ার খবরে কেউ কেউ প্রভাবিত হলেও তাইজুলের বিশ্বাস, বেশির ভাগই ক্রিকেট খেলায় বেশি মনোযোগ দেবেন। তাইজুল বলেছেন, 'এটা দলগত খেলা। দল যাতে ভাল অবস্থায় থাকে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে হয়তো বাইরের আওয়াজে প্রভাবিত হয়। তবে বাকিরা শান্ত থাকতে পারে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি নিজে সব সময় শান্ত থেকে ক্রিকেটে মন দেওয়ার চেষ্টা করি। তবে দলের মধ্যে কে কী ভাবে আচরণ করবে তা বলতে পারব না। প্রত্যেকের মানসিকতা আলাদা।তাইজুল জানিয়েছেন, দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটারদের আরও দায়িত্ব নিতে হবে। সিরিজ বাঁচানোর লক্ষ্যে নামবেন তাঁরা।

শেষ টেস্টেও নেই উইলিয়ামসন

মুম্বই ঃ ভারতের বিরুদ্ধে নেই কেন উইলিয়ামসন। প্রথম দু'টি ম্যাচে ছিলেন না। শেষ ম্যাচেও তাঁকে পাবে না নিউ জিল্যান্ড। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজে খেলতে পারেন তিনি। ২৮ নভেম্বর থেকে শুরু হবে সেই সিরিজ। ভারতের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট শুরু আগামী শুক্রবার থেকে। বেঙ্গালুরু এবং পুণে টেস্টের সময় ভারতে আসেননি উইলিয়ামসন। শ্রীলঙ্কা সফরে চোট পেয়েছিলেন তিনি। তার পরেই দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। ভারতের বিরুদ্ধে উইলিয়ামসন না খেললেও সিরিজ জিততে অসুবিধা হয়নি নিউ জিল্যান্ডের। টম লাথামের নেতৃত্বে প্রথম বার ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছে তারা। কিন্তু কুঁচকির চোটের কারণে খেলতে পারলেন না উইলিয়ামসন। নিউ জিল্যান্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, উইলিয়ামসন দ্রুত সুস্থ হচ্ছে। কিন্তু আমরা চাই আরও একটু সময় নিক ও। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে উইলিয়ামসনকে আমাদের প্রয়োজন হবে।ভারতের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথম দু'টি ম্যাচ জিতে নিয়েছে কিউয়িরা। সিরিজও তাঁদের পকেটে। তাই উইলিয়ামসনকে খেলানোর ঝুঁকি নিতে রাজি নয় তারা। প্রধান কোচ গ্যারি স্টিড বলেন, 'উইলিয়ামসন সুস্থ হচ্ছে। কিন্তু এখনই বিমানে উঠে ভারতে এসে দলে যোগ দেওয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে। তবে আগামী দিনে উইলিয়ামসনকে পাওয়া যাবে। ও নিউ জিল্যান্ডে থাকলেই ভাল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। উইলিয়ামসন দলের অন্যতম অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। ১০২টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। করেছেন ৩২টি শতরান। লাল বলের ক্রিকেটে নিউ জিল্যান্ডের হয়ে ৮৮৮১ রান করেছেন তিনি। সাদা বলের ক্রিকেটেও সফল উইলিয়ামসন। ১৬৫টি এক দিনের ম্যাচ এবং ৯৩টি টি-২০ খেলেছেন তিনি। ভারত সফরে তাঁর জায়গায় উইল ইয়ংকে খেলানো হচ্ছে।

এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিটের খাদ্যশস্য বিতরণ উদ্যোগ 'এক মুঠি চাল'

কলকাতা ঃ এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিট (এসএমআইসিসি), একটি শীর্ষস্থানীয় অ-ব্যাংকিং আর্থিক সংস্থা, তার কর্মী-কেন্দ্রিক উদ্যোগ 'এক মুঠি চাল' চালু করেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিট-এর কর্মীরা চাল, গম, এবং ডাল দান করে উৎসবের আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ পান, যা বৃদ্ধাশ্রমের শিশু ও প্রবীণদের জন্য এক মাসের খাদ্যের যোগান দেবে। এই উদ্যোগে সংগৃহীত দান সরাসরি একটি অংশীদার এনজিও-তে পৌঁছে যায় এবং এটি শিশু ও প্রবীণদের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। 'এক মুঠি চাল' উদ্যোগের ৫ম সংস্করণে, এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিট ২১টি রাজ্যের ১২,০০০ এর বেশি কর্মীর সমন্বয়ে ৬০,০০০ কেজি চাল, শস্য ও ডাল দান করার লক্ষ্য নিয়েছে। এর ফলে প্রায় ২০,০০০ শিশু তাদের এক মাসের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। গত চারটি সংস্করণে, প্রতিষ্ঠানটি 'এক মুঠি চাল' উদ্যোগের পরিধি প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছে, যেখানে কর্মীদের অংশগ্রহণ ও উদ্যোগের প্রভাব ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। সম্মিলিতভাবে এই চার বছরে, আমরা প্রায় ৫০,০০০ এর বেশি শিশুকে মাসব্যাপী পুষ্টির যোগান দিয়েছি, আর কর্মীদের অংশগ্রহণ ৫,০০০ থেকে বেড়ে ১০,৫০০-এরও বেশি হয়েছে। উদ্যোগটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রী স্বামীনাথন সুব্রামানিয়ান, সিওও, এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিট বলেন, ''এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিট বরাবরই সামাজিক মূল্যবৃদ্ধি এবং সমাজকল্যাণে তাদের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছে। আমাদের বিশ্বাস, ছোট ছোট উদ্যোগই বড় পরিবর্তন আনে। 'এক মুঠি চাল'-এর মাধ্যমে আমাদের কর্মীরা এই অর্থবহ প্রচেষ্টায় দান করেন এবং দেশের আনাচে-কানাচে শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়ে, উৎসবের আনন্দ ছড়িয়ে দেন। এই উদ্যোগটি এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিটের অন্যতম মূল মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে, যেখানে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করা আমাদের ব্যবসায়িক লক্ষ্য পূরণের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও, আমাদের মূল সংস্থা এসএমএফজি-এর কর্মীরাও 'শাকা কাইচি ডে' উদযাপনের অংশ হিসেবে এই উদ্যোগে অংশ নিচ্ছেন, যেখানে তারা চাল দান করে এই কর্মসূচির প্রভাব আরও বৃদ্ধি করবেন।

ক্যান্সার যুক্ত কিডনি টিউমারের সফল চিকিৎসা ফোর্টিস হাসপাতাল এবং কিডনি ইনস্টিটিউটে

কলকাতা ঃ ফোর্টিস হাসপাতাল এবং কিডনি ইনস্টিটিউট, কলকাতা, সফলভাবে ৪৪-বছর-বয়সী মহিলার লেবু-আকারের ক্যান্সারযুক্ত কিডনি টিউমারের সাথে রিয়েল-টাইম ইনট্রাঅপারেটিভ আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহার করে চিকিত্সা করে ডঃ পুস্কর শ্যাম চৌধুরী, কনসালটেন্ট ইউরোলজি, ফোর্টিস হাসপাতাল এবং কিডনি ইনস্টিটিউট, রাশ বিহারী তার দলের সাথে একটি ন্যূনতম আক্রমণাত্মক ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারির মাধ্যমে প্রায় ৩ সেমি আকারের এবং ১০০ গ্রাম ওজনের টিউমারটি অপসারণ করেছেন। পদ্ধতিটি ২ ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল এবং ৪ দিন পরে রোগীকে স্থিতিশীল অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।রোগীকে প্রাথমিকভাবে শহর-ভিত্তিক অন্য একটি হাসপাতালে পেট সংক্রান্ত রোগের জন্য চিকিত্সা করা হয়েছিল যেখানে আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টে জানা গেছে যে কিডনির গভীরে একটি সিস্টিক কিডনি টিউমার রয়েছে। সাধারণ কিডনি ক্যান্সারের বিপরীতে, এই টিউমারটিতে তরল-ভরা স্থান ছিল, যা এটিকে সাবধানে পরিচালনা করা এবং কোনও ফাটল এবং শরীরের অন্যান্য অংশে ক্যান্সার কোষের বিস্তার এড়াতে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।তার স্বাস্থ্যের অবস্থার জটিলতা উপলব্ধি করে, তিনি ফোর্টিস হাসপাতাল ও কিডনি ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় মতামত চেয়েছিলেন, যেখানে ডাঃ পুস্কর শ্যাম চৌধুরী একটি বিশদ পরীক্ষা পরিচালনা করেছিলেন। ডাঃ পুষ্কর একটি সিটি স্ক্যান করার পরামর্শ দিয়েছেন, যা টিউমারের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে। অতিরিক্তভাবে, একটি সিটি রেনাল অ্যাঞ্জিওগ্রাম করা হয়েছিল কিডনির রক্ত সরবরাহের একটি পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়ার জন্য, অস্ত্রোপচার দলকে অস্ত্রোপচারের পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে। ড. পুস্কর শ্যাম চৌধুরী, পরামর্শক ইউরোলজি, ফোর্টিস হাসপাতাল এবং কিডনি ইনস্টিটিউট, রাশ বিহারী বলেন, ''এই কেসটি বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জিং ছিল কারণ কিডনির গভীরে টিউমারের অবস্থান, যা ক্ষতির উচ্চ ঝুঁকি তৈরি করেছিল। অস্ত্রোপচার অপসারণের সময় অঙ্গ। এইভাবে, আমরা একটি আংশিক নেফ্রেক্টমি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি- একটি অস্ত্রোপচার যেখানে টিউমার সহ কিডনির অংশটি সরানো হয়। টিউমারটি কিডনির বাইরের পৃষ্ঠে অবস্থিত হলে এই ধরনের পদ্ধতিগুলি পরিচালনা করা সহজ, এই ক্ষেত্রে, টিউমারটি গভীরভাবে এম্বেড করা হয়েছিল, যা অস্ত্রোপচারকে আরও জটিল করে তোলে। এই চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে, অস্ত্রোপচার দল ইন্ট্রাকর্পোরিয়াল পেরিওপারেটিভ আল্ট্রাসাউন্ড নামে একটি উন্নত কৌশল ব্যবহার করেছিল। শ্রী বৈশপায়ন মুখার্জি, ফ্যাসিলিটি ডিরেক্টর, ফোর্টিস হাসপাতাল এবং কিডনি ইনস্টিটিউট, রাশ বিহারী, কলকাতা, বলেছেন, ''ফর্টিস হাসপাতাল এবং কিডনি ইনস্টিটিউট, রাশ বিহারী, রোগীর যত্নের প্রতি অটুট প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে চলেছে। এই ক্ষেত্রে ডাঃ পুস্কর শ্যাম চৌধুরী এবং তার দল যে সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছে তা ক্লিনিকাল উৎকর্ষতা এবং রোগীর সুস্থতার প্রতি আমাদের উৎসর্গের প্রমাণ।''

বিশ্ব স্ট্রোক দিবসে স্ট্রোকের চিকিৎসায় যুগান্তকারী সাফল্য

কলকাতা ঃ গীতা দেবী, একজন ৬২ বছরের মহিলা, বছর তিনেক আগে হটাৎ একদিন উনার কথা গুলো জড়িয়ে যায়, তারপর উনি চেতনা হারান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে বাড়ির লোকেরা জানতে পারেন উনার সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছে। অনেকদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার পরে উনি ছুটি পান। এতো বছর পরেও উনি ঠিক করে কথা বলতে পারেন না। আমাদের দেশে এরকম মানুষের সংখ্যা অসংখ্য, যাঁরা সেরিব্রাল স্ট্রোক এর পরে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এলেও সারা জীবন বাক প্রতিবন্ধকতাই ভোগেন। অক্টোবর মাসের ২৯ তারিখ বিশ্বজুড়ে 'ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক ডে' পালন করা হয়। প্রতি বছর বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ স্ট্রোকের কারণে মারা যায় এবং বহু মানুষ স্থায়ী প্রতিবন্ধকতাই সারা জীবন ভোগেন। ল্যান্সেট নিউরোলজির (২০১৯) রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি বছর সারা বিশ্বে অন্তত দেড় কোটি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হন। ভারতে এই সংখ্যা ১৮ লক্ষ মতো। পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে স্ট্রোক রুগীর হাসপাতালে ভর্তির প্রথম দিন থেকে বাক চিকিৎসক বা স্পিচ প্যাথলজিস্ট স্ট্রোক কেয়ার টিমে থাকলে স্থায়ী কথা বলার সমস্যা ৭০ শতাংশ কম হয়। এই প্রসঙ্গে এস এস কে এম হাসপাতালের বাক চিকিৎসক বা স্পিচ প্যাথলজিস্ট মহ শাহিদুল আরেফিন বলেন যে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে যত মানুষ স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়, তার প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষের ভাষা ও বাক জনিত সমস্যা হয়, তা ছাড়াও ক্রিটিকাল কেয়ার মেডিসিন এর একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে ক্রিটিকাল কেয়ার এ ভর্তি ৬০ শতাংশ রুগীর ডিসফ্যাজিয়ার (গেলার সমস্যা) সমস্যা হয় এবং সেখান থেকে এসপিরেটেড নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে অনেক রুগী মারা যান। তিনি আরো বলেন যে আমেরিকান জার্নাল অফ মেডিসিনের (২০২১) রিপোর্ট অনুযায়ী, স্পেচ প্যাথলজিস্টদের পরামর্শ নিয়ে ডিসফ্যাজিয়ার (গেলার সমস্যা) মতো বিষয়ে নজর দিলে গুরুতর অনেক সমস্যা এড়ানো সম্ভব। এমনকি গলাধঃকরণে সমস্যার সঙ্গে কথা বলা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানও একই সঙ্গে সম্ভব। তাতে রোগীর পক্ষে অনেক দ্রুত অনেক বেশি স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে সেরিব্রাল অ্যাটাকের পরবর্তী সময়ে হওয়া শ্বাসযন্ত্রে নিউমোনিয়ার ঝুঁকি ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত কম হতে পারে। বাকশক্তি হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তো কমেই, তাছাড়া মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাও অনেকাংশ কম হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মতো বেশ কয়েকটি দেশে স্ট্রোক হওয়ার ফলে কাউকে আইসিইউতে ভর্তি করলে, প্রথম দিন থেকেই স্পিচ প্যাথোলজিস্টদের পরামর্শ নেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদলের মধ্যেও তাঁদের রাখা হয়। এব্যাপারে আমেরিকান স্ট্রোক অ্যাসোসিয়েশন এবং এনএসএইচ গাইডলাইন্সের নির্দিষ্ট নীতিও রয়েছে যা মেনে চলতে হয়। এই নিয়মন অনুযায়ী স্ট্রোক হয়েছে বলে শনাক্ত করা হলে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে স্পিচ প্যাথোলজিস্টের পরামর্শ নিতে হয়। এই নীতি চালু হওয়ার পরে দেখা গেছে যে রুগীর হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময় ও চিকিৎসার খরচ ও অনেকাংশে কমে যায়। যদিও ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এখনও এই ব্যাপারে উদাসীন। ভারতে মাত্র ২৫ শতাংশ হাসপাতালে স্থায়ী স্পিচ প্যাথলজিস্ট আইসিইউতে বিশেষজ্ঞ টীম এ কাজ করে এবং পুরো বিষয়টিই অবহেলিত। সরকার যাতে এই ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে হাসপাতালের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সচেতন হয় সেই জন্য ওয়ার্ল্ড স্ট্রোকে ডে উপলক্ষে অখিল ভারতীয় বাক ও শ্রবণ সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ শাখা স্বাস্থ্য ভবনে সাস্থসচিব ও রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠিও পাঠিয়েছেন বলে জানিয়েছেন সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারি। তিনি চান আইসিইউতে চিকিৎসা চলাকালীন এবং তার পরে পরেই এই চিকিৎসা শুরু করা হোক। এজন্য সাধারণ মানুষের কথা ভেবে সরকার দ্রুত ব্যবস্থা করুক। এক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলিতে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, সেই পেশাদারি পদ্ধতি এই রাজ্যে চালু করার সুপারিশও তিনি করেছেন।

প্রকাশক : আশিস্ লাহা কর্তৃক পি-১১, সি. আই. টি. রোড, স্কিম - এল ভি, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ৮১ নীলগঞ্জ রোড, কলকাতা-৭০০ ১০৯ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● কার্য নির্বাহী সম্পাদক : দেবাংশু চক্রবর্তী
● সম্পাদক : আশিস্ লাহা